ধর্মের নামে
রক্তপাত

ধর্মের নামে রক্তপাত

মীর্যা তাহের আহ্‌মদ

প্রকাশক—
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে
মাজহারুল হক
সেক্রেটারী, ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা—১১

উর্দু প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২ ইসাব্দ
উর্দু দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৩ ইসাব্দ
বাংলা ১ম সংস্করণ, ১৯৬৬ ইসাব্দ
বাংলা ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪ ইসাব্দ

মুদ্রাকর ঃ
আলহাজ্ব মোঃ আবদুস সালাম
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

মুখবন্ধ

ধর্ম-বিশ্বাসের মতভেদ পৃথিবীতে চিরকাল আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। নিজ অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের যে কোন ধর্ম অবলম্বন করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে এবং নিজ মুক্তির জন্য সে যে কোন ভাবে ধ্যান-ধারণা পোষণ করিতে পারে। কিন্তু নিজ ধর্ম-বিশ্বাস বলপূর্বক অন্যের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিবার এবং জোর জবরদস্তি করিবার নীতি শিক্ষা দিবার অধিকার কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না। যখনই এই পন্থা অবলম্বিত হইবে, তখনই চির বিবাদের সূত্রপাত হইবে।

মতভেদকে যুক্তিসম্মতভাবে দূর করিবার বা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ চিন্তাধারাকে অপরের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া ও পরস্পরের দৃষ্টি-ভঙ্গিকে সততা ও সুবিচারের সহিত অনুধাবন করিবার চেষ্টা করা। মতভেদ যতই কঠিন হইবে ততই এ বিষয়ে ধৈর্য এবং দৃঢ়তা অবলম্বনের অধিক প্রয়োজন হইবে। কঠোরতম বিরোধিতার ব্যাপারেও ন্যায় বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকিতে হইবে এবং বিরোধের কারণ সমূহের জন্য ক্রোধোন্মত্ত না হইয়া যুদ্ধংদেহী ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কিন্তু বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অন্যান্য বহু প্রাচ্য দেশ সমূহের ন্যায় আমাদের দেশেও এই পবিত্র ও শান্তিময় পরিবেশের অভাব রহিয়াছে।

অল্প শিক্ষিত ঘোড়া যেমন সামান্য দ্রুত চলার ইংগিত পাইয়াই চালের সব কায়দা-কানুনকে জলাঞ্জলি দিয়া ঊর্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করে, আমরাও তদ্রূপ নিজেদের বিরোধীয় আলাপ-আলোচনায় অতি সহজেই ধৈর্য ও স্থৈর্যের সমস্ত সীমা লংঘন করিয়া বসি।

এই সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রয়োগ-পদ্ধতির পৃথক পৃথক আলোচনা পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচর করা যাইতেছে, যাহা বারবার দেশের পরিস্থিতিকে পঙ্কিলময় করিয়া তুলিয়াছে এবং তুলিতেছে।

খাকছার
মীর্যা তাহের আহ্‌মদ
রাবওয়া
১৮।১১।৬২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি ছিল, উহা সংশোধন করিয়া ছাপান হইল।

ওয়াস্‌সালাম
মীর্যা তাহের আহ্‌মদ
রাবওয়া
৭।৩।৬৩

উৎসর্গ

ঐ সমস্ত নিষ্পাপ আত্মার স্মরণে যাঁহারা এই পার্থিব
জীবনে মানুষের অত্যাচার ও উৎপীড়নের
লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিয়াছেন !

প্রকাশনায়

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার দরবারে হাজার শোকর যে, তিনি আমাদিগকে উর্দু ভাষায় লিখিত "মজহাব কে নাম পর খুন" শীর্ষক অতীব মূল্যবান পুস্তকখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশের তৌফিক দান করিয়াছেন।

সাধারণভাবে ভাষান্তরিত করা যে কতটা দুরূহ, পাঠকবর্গের তাহা অজানা নহে। সেই হিসাবে ইহার উল্লেখ হয়ত নিষ্প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই পুস্তকখানার ভাষা ও ভাব এত উচ্চমার্গের যে, অনুবাদে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। মূল অনুবাদক মৌলভী আলী আনোয়ার সাহেব যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তার জন্য আল্লাহ্‌তালা নিশ্চয়ই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। ছাপিতে দিবার পূর্বে আমিও অনুবাদ পুনরায় দেখিয়া দিয়াছি। তথাপি অনুবাদ কতটা সফল হইয়াছে, পাঠকগণই তাহা সঠিক নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দেশের ন্যায় এই উপমহাদেশের ইতিহাসও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে কলঙ্কিত। অতএব দুঃখের বিষয় এই যে, ইসলামের মূল নীতির ভিত্তি যদিও সহনশীলতার উপর স্থাপিত, তথাপি মুসলমানদের এক বিরাট অংশ উক্ত কালিমা হইতে মুক্ত নহে। এই পুস্তকখানি বিশেষ করিয়া মুসলমানদের এই কলঙ্কময় অধ্যায়কে মুছিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আন্তরিক দরদ দিয়া লিখিত এবং ইহা সর্বত্র বিপুল সমাদর লাভে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলাদেশেও যদি ইহার অনুবাদ মানুষের হৃদয়ে সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আমাদের পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিব।

যেহেতু বর্তমানেও ধর্ম-বিরোধের দুঃখময় ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতি বিরাজমান, সেই জন্য পুস্তকটির পুনঃমুদ্রণ করা হইল যেন এতদ্বারা জনগণের উপকার হয়। ইতি—

মোহাম্মাদ,
ন্যাশনাল আমীর,
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

৩০।৯।৮৪ ইসাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

ধর্ম্মের নামে রক্তপাত

মানব জাতির ইতিহাস রক্ত ও কর্দমে মলিন। কাবিল যে দিন হাবিলকে হত্যা করিয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত অন্যায়ভাবে এত রক্তপাত করা হইয়াছে যে, ঐসব রক্ত একত্রে জমা করিলে পৃথিবীর বুকে এখন যত মানুষ বাস করে, তাহাদের সকলেরই পোষাক তদ্বারা রঞ্জিত হইয়া আরও বহু রক্ত অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। এমনকি আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণের পরিচ্ছদও তদ্বারা রঞ্জিত করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তবুও আজি মানুষের রক্ত পিপাসার নিবৃত্তি হইল না।

কাবিলের হাতে হাবিলের প্রাণনাশের কথা আমাদের শিক্ষার্থে কোরআন ও বাইবেলে আজিও সংরক্ষিত আছে। ইহাই প্রথম অন্যায় খুন। পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত যতদিন একটি মানুষও পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে, ততদিন এই কাহিনী ধরাপৃষ্ঠে সজীব থাকিবে। কিন্তু মানুষ যখন তাহার অতীত ইতিহাসের প্রতি নজর করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জগতের অবস্থা ও তাহার পারিপার্শ্বিকতার প্রতি লক্ষ্য করে, তখন যে ছবি তাহার নয়ন পথে ভাসিয়া উঠে, তাহা ভৎর্সনার রূপ ধরিয়া তাহার হৃদয়ে কাঁটার ন্যায় বিঁধিতে থাকে। সে দেখে মানুষ পূর্বেও জালেম ছিল এবং এখনও সে জালেম। পূর্বেও সে অত্যাচারী ছিল এখনও সে অত্যাচারীই রহিয়াছে। তাহার রক্তপাতের ইতিবৃত্ত বড়ই দীর্ঘ। উহার অন্ত নাই। কাবিলের মধ্যে যে রক্ত পিপাসা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আজিও উহা অগণিত হৃদয়ে

জ্বলিতেছে। সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপী এই আগুন জ্বলিতে থাকা সত্বেও ইহার প্রশমন হয় নাই।

একদিকে যেমন ব্যক্তি-হত্যার দৃষ্টান্তের ইয়ত্তা নাই, অপর দিকে তেমনি ব্যাপক গণহত্যা, যাহা জাতি জাতির বিরুদ্ধে সাধন করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তেরও কোন সীমা পরিসীমা নাই। সমুদ্রের অন্তহীন উর্মীমালার ন্যায় পৃথিবীর এক স্থানের অধিবাসী অন্য স্থানের অধিবাসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুর ধ্বজা উড়াইয়া দলে দলে ধ্বংসকারী বাহিনী নূতন নূতন দেশ বিজয়ের জন্য বাহির হইয়াছে। রোমান সম্রাট রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়াছে এবং পারস্য সম্রাটও রক্তের নদী বহাইয়াছেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও নীরুর হাতও রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। হালাকু ও চেঙ্গিসের হাতে বাগদাদের যে ধ্বংসলীলা সাধিত হইয়াছিল, তাহা আজিও ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই সকল খুন কখনও সম্মান ও খ্যাতি লাভের নামে করা হইয়াছে, আবার কখনও হিংসা, দ্বেষ ও শত্রুতার কারণে করা হইয়াছে। কখনও জীবিকা অর্জনের জন্য বাহির হইয়া বুভুক্ষ জাতিগণ এই সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে এবং কখনও শুধু বিশ্ব বিজয়ের উদ্দেশ্যে যথেচ্ছাচারী নৃপতিগণ অগণিত হত্যাকাণ্ড করিয়াছেন। পুনরায় এরূপও বহুবার হইয়াছে যে, এই সকল রক্তপাত শুধু খোদার নামেই করা হইয়াছে এবং ধর্মের আড়ালে নৃশংসভাবে মানুষের রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করা হইয়াছে। অতীতে যেমন এই সব ঘটিয়াছে, আজিও উহা ঘটিতেছে। মানুষ তাহার এই সকল কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় নিরাশ হইয়া ভাবিয়াছে, ইহার জন্যই কি মানুষের জন্ম হইয়াছিল? ধর্মই একমাত্র তাহার ভরসার স্থল ছিল। আশা ছিল উহা মানুষকে মনুষ্যত্বের নীতি শিক্ষা দিবে। কিন্তু ইহার অঞ্চলও রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্টির সেই ঘটনার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়, যাহা কোরআন ও বাইবেল, উভয়

ধর্ম গ্রন্থে বিবৃত আছে। কোরআন করীমে সেই ঘটনা নিম্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

واذ قال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض خليفة ـ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك ـ قال انى اعلم مالا تعلمون ٥ (سورة بقرة - ع ٤)

"ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার স্রষ্টা ও পালন কর্তা রাব্ব্ ফেরেস্তাদিগকে বলিলেন : আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। ফেরেস্তাগণ বলিলেন ঃ আপনি কি সেখানে এমন কাহারও উদ্ভব করিবেন, যে ইহার মধ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ ও রক্তপাত করিবে? অথচ আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার নিরঞ্জন হওয়ার গীত গাহি ও আপনার পবিত্রতার জয়গান করি। খোদাতালা বলিলেন ঃ আমি ঐ সমুদয় বিষয়ই জানি, যাহা তোমরা কিছুমাত্র অবগত নও।

[সূরাহ্ বাকারাহ, রুকু ৪]

খোদাতা'লা এবং ফেরেস্তাগণের বাক্যালাপ পড়িয়া মানুষ হয়ত কিছুক্ষণের জন্য এক অদ্ভুত দ্বিধার মধ্যে পতিত হইবে। কারণ ধর্মের ইতিহাসের প্রতি এক নজর চাহিয়া দেখিলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেরেস্তাগণের কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয় এবং মানুষ এই ধাঁধায় পড়িয়া যায় যে, ফেরেস্তাগণের কথাই যদি ঠিক ছিল, তবে খোদাতা'লা কেন তাহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিত্ব, তথা নবুওতের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহা রদ করিলেন কেন? এই আপত্তির আওতায় সকলের চেয়ে অধিক, তাহার মুখ্য প্রতিনিধি, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লাম পতিত হন। আমরা পৃথিবীর যে কোন অংশের ধর্মের ইতিহাস যখন পাঠ করি যথা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, যে কোন অঞ্চলের হউক, তখন সর্বত্র আমরা ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত এমন সব অত্যাচারের

সন্ধান পাই, যাহা পড়িলে ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং নিরাশায় চক্ষু মুদিয়া আসে। তখন মনে মনে এই প্রকার ভাব প্রবাহের সৃষ্টি হয়ঃ

وہ جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی
وہ ہم سے بھی زیادہ خستۂ تیغ ستم نکلے -

ধর্মের নিকট আশা করা গিয়াছিল যে, উহা মানবতাকে অশান্তি ও রক্তপাত হইতে অব্যাহতি দিবে। কিন্তু উহা নিজেই মানবতার রক্তে আপাদমস্তক রঞ্জিত!

পক্ষান্তরে যখন খোদাতা'লার সংশয়াতীত মীমাংসার প্রতি মানুষ লক্ষ্য করে যে, ধর্ম কখনও অশান্তি ও রক্তপাতের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নাই এবং এইরূপ বিরূপ ধারণা জ্ঞানাভাবের ফলে জন্মে এবং ইহার সম্পূর্ণ অলীক, তখন বিস্ময়ের অবসান না হইলেও আবার নৈরাশ্যের আঁধারের মধ্যে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। মানুষ আনন্দ ও বিস্ময় মিশ্রিত হৃদয়াবেগের সহিত খোদাতা'লার এই ফয়সলাকে দেখে। যে মুখ্য প্রতিনিধি সম্বন্ধে ফেরেশতাগণ এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, তিনি পৃথিবীতে অশান্তি ঘটাইবেন, তিনি খোদাতা'লার নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্কারক হওয়ার মর্যাদা লাভ করিলেন এবং তাঁহারই প্রবর্তিত ধর্মের নাম ইসলাম বা শান্তির ধর্ম রাখা হইয়াছে। প্রশ্ন তবুও থাকিয়া যায়। স্বীকার করি, আলেমুল গায়েব, অন্তর্যামী খোদার ফয়সলা ঠিক এবং অবশিষ্ট সকল অনুমান ভুল। কিন্তু ধর্মের ইতিহাসে সেই স্থানটি কোথায়, যেখানে পৌঁছিয়া আমাদিগের দৃষ্টি ব্যর্থ হয় এবং কোন্ সে ভুল যাহার বিপাকে পড়িয়া কোন কোন ধর্ম-বিরোধী একথা বলে যে, ধর্ম-শান্তির নামে অশান্তি ও নিরাপত্তার নামে অন্যায় রক্তপাত শিক্ষা দেয়।

কোরআন করীম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এই ভ্রম চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন এবং অত্যন্ত বিশদভাবে বার বার ইতিহাসের বিভিন্ন বরাত দিয়া প্রমাণ করেন যে, ধর্মের নামে জুলুমকারীগণ সর্বদা হয়ত নিজেরাই

ধর্মহীন ছিল অথবা ঐ সকল লোক ছিল, যাহাদের মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না; যাহাদের ধর্ম দীর্ঘ কালের আবর্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, বা এই অত্যাচারের জন্য দায়ী ঐ সকল ধর্মীয় আলেম, ধর্মের সহিত যাহাদের নাম মাত্র সম্পর্ক; যাহাদের চিত্ত আধ্যাত্মিকতা, দয়া সহানুভূতি ও মানব সেবার পবিত্র ধর্মীয় আবেগ শূন্য হওয়ার ফলে ধূর্ততা, কপটতা ও জিঘাংসার আকরে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং এই জাতীয় ধর্ম নেতাগণের কুকর্ম ধর্মের প্রতি আরোপ করা এক মহা অবিচার। প্রকৃত কথা, অনুগ্রহরাজির মূল উৎস খোদা কোন ধর্মাবলম্বীকেই তাঁহার বান্দাগণের প্রতি জুলুম করিবার শিক্ষা দিতে পারেন না।

বিশ্বের ইতিহাস হইতে কোন কোন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া কোরআন করীম দৃশ্যের পট পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। উহা এমনভাবে ঘটনার অবগুন্ঠন মোচন করিয়াছে যে, অভিযোগকারীগণই অভিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোরআন করীম স্বীয় দাবীর সমর্থনে নবীগণের প্রাথমিক যুগকে মাপকাঠি ও কষ্ঠিপাথররূপে পেশ করিয়া এবং বার বার নবীদের জামাতের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছে যে, ধর্মের দিক হইতে যদি অত্যাচারকে আইনানুগ করা হইত, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী স্বয়ং প্রবর্তকগণই হইতেন বা তাঁহাদের অনুবর্তিগণ, যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রবর্তিত ধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আদর্শের ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাহারা অত্যাচারী বলিয়া সাব্যস্ত হইত না, যাহারা বহু পরে জন্মগ্রহণ করে এবং বিকৃত অবস্থায় ধর্মকে প্রাপ্ত হয় ও দেখে, অথবা নিজেদের নৈতিক অবস্থার অবনতির ফলে, যাহারা নিজ নিজ ধারণার বশবর্তি হইয়া চলে এবং প্রকৃত ধর্মকে পিছনে ফেলিয়া ধর্মের নামে জোর জুলুম চালায়।

ধর্মের যে ইতিহাস কোরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বার বার আমরা এই দৃশ্য দেখিতে পাই যে, ধর্মের নামে জগতে

জুলুম অনুষ্ঠিত হয় সত্য, কিন্তু ইহা ধর্মহীন লোকদের কাজ। বল প্রয়োগ করা হয় খোদার নামে, কিন্তু খোদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোকেরাই এইরূপ কাজ করিয়া থাকে। কোরআন করীমে হযরত নূহ্ (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন পৃথিবীর অধিবাসী-দিগকে ধর্মপথ ও পূণ্যের দিকে আহবান জানান, তখন তিনি কোন অত্যাচার করেন নাই ; যাহারা ধর্মের নাম পর্যন্ত জানিত না তাহারাই অত্যাচারী ছিল। কোরআন করীমে আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন, তাহারা হযরত নূহ (আঃ) এর বাণী শুনিয়া বলিয়াছিল ঃ

لئن لم تنتـه ينوح لتكونن من المرجومين ٥
(سورة شعراء - ع ٦)

"হে নূহ, যদি তুমি এই ধর্ম হইতে বিরত না হও এবং তোমার চালচলন পরিবর্তন না কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে।"

(সুরাহ্ শোয়ারা, রুকু ৬)

মোট কথা, কোরআন করীমের দৃষ্টিতে ধার্মিকদের উপরেই ধর্মের নামে জুলুম করা হইয়াছে, ধার্মিকগণ কখনও কাহারও উপর জুলুম করেন নাই।

হযরত নূহ (আঃ) এর পর হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি ও গাম্ভীর্যের সহিত পৃথিবীবাসীকে খোদাতা'লার সত্য পথের দিকে আহবান করেন। তাঁহার হাতে কোন তরবারি ছিল না। কাহারো উপর তিনি কোন বল প্রয়োগ করেন নাই। কোন প্রকার জুলুম করার উপকরণও তাঁহার নিকট ছিল না। কিন্তু ইতিপূর্বে নূহ (আঃ) এর সময়কার ধর্মহীন লোকেরা যাহা বলিয়াছিল, তাঁহার জাতির নেতাগণ হুবহু তাহাই বলিল। তাহারা বলিয়াছিল ঃ

لئن لم تنته لارجمنك (سورة مريم - ع ٣)

"যদি তুমি এই বিশ্বাস ও প্রচার পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ভাল কথা। নচেৎ তোমাকে আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিব।" (সূরাহ্ মরিয়ম, রুকু ৩)

আজর এই কথাগুলি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বলিয়াছিল। এখানেও দেখুন, হযরত নূহ (আঃ) এর সময় ধর্মহীন ব্যক্তিগণ যে কথা হযরত নূহ (আঃ) কে বলিয়াছিল ঠিক একই কথা ইব্রাহীম (আঃ) এর বিরুদ্ধে উচ্চারিত হইয়াছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময়ের ধর্মহীন ব্যক্তিগণও সেইরূপ একই ভাষায় তাঁহাকে শাসাইয়া ছিল; তাহারা শুধু শাসাইয়া থামে নাই, পরন্তু হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁহার জাতির উপর যে জুলুম করা হইয়াছিল, তাহা এক সর্বজনবিদিত সত্য। তাঁহাকে অবজ্ঞার পাত্র করা হইয়াছিল। তাঁহাকে বিদ্রুপ করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি কঠোর আচরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অবিচলিত রহিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বিপক্ষেও বিরোধিতা ও অশান্তির এক ভীষণ আগুন জ্বালান হইয়াছিল এবং বাহ্যিকভাবে তাঁহাকে জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত দাহ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

হযরত লূত (আঃ) এর অস্বীকারকারীগণও ধর্ম কি তাহা জানিত না। তাহারাও ধর্মের নামেই হযরত লূত (আঃ) ও তাঁহার অনুসরণ-কারীগণের উপরে অত্যাচার করিয়াছিল। তাঁহাদিগকেও একই জাতীয় ধমক দেওয়া হইয়াছিল। হযরত লূত (আঃ) এর অস্বীকারকারীগণ তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়নের হুমকি দিয়াছিল। তাহারা বার বার তাঁহার বাড়ীর উপর চড়াও করিয়া ধমক দিয়াছিল ও ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, যাহাতে তিনি শান্তিপূর্ণ ধর্ম প্রচারে বিরত হন।

হযরত শোয়েব (আঃ) এর বিরুদ্ধাচারীগণও এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা হযরত শোয়েব (আঃ) কে বলিয়াছিল:

لنخرجنك يشعيب والذين امنوا معك من قريتنا
او لتعودن فى ملتنا ط قال اولو كنا كرهين ○
(سورة الاعراف : ع ۸۹)

"হে শোয়েব, হয় আমরা তোমাকে এবং যাহারা তোমাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, নতুবা তোমাকে আমাদের ধর্মে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে?"

[আল-আরাফ, ৮৯ আয়েত]

এতদ্বারা তাহারা তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিল, তাঁহার প্রতি এত কঠোরতা অবলম্বন করা হইবে ও তাঁহাকে এত উৎপীড়ন করা হইবে যে, তাঁহার পক্ষে জীবন যাপন অসহনীয় হইয়া পড়িবে। তিনি এক ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহার জন্য তাহারা তাঁহাকে সুযোগ দিতেছে এবং সতর্ক করিতেছে। ইহাতে হযরত শোয়েব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

اولو كنا كرهين ○

অর্থাৎ ঃ—আমাদের হৃদয় তোমাদের ধর্মকে সমর্থন না করিলেও কি ইহা করিতে হইবে? পৃথিবীতে কি এই প্রকারে কাহাকেও কোন ধর্ম গ্রহণে বা উহা অনুশীলনে বাধ্য করা যায়? যদি কাহারও হৃদয় কোন ধর্মের মিথ্যা হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং সে ঐ ধর্ম হইতে স্বতঃ পলায়ন পূর্বক শান্তিপূর্ণ কোন ধর্মের আশ্রয়ে আসিয়া নিরাপদ হইতে চায়, তবুও কি তাহার হৃদয়ের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে, তাহার বিবেকের আদেশের বিরুদ্ধে এমন কোন মত গ্রহণে তাহাকে বাধ্য করা যায়, যাহাতে সে হৃদয়ে শান্তি লাভ করে না?

মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগী) কে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করার বিরুদ্ধে হযরত শোয়েব (আঃ) এর এই যুক্তি অকাট্য ও অখণ্ডনীয়। আজ পর্যন্ত ইহার উত্তর কোন রক্তপিপাসুই দিতে পারে নাই। কারণ প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় সর্বদা এই সাক্ষ্য দেয় যে, তরবারি দ্বারা অতীতেও কোন সময় হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব করা যায় নাই এবং ভবিষ্যতেও করা যাইবে না। তরবারি দ্বারা অস্থি, মাংস ও চর্মের

উপর আধিপত্য লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু বুদ্ধি, হৃদয়ের আবেগ ও ধর্ম প্রত্যয়ের জগতে ইহার কোনই প্রবেশাধিকার নাই। ইহা মানব প্রকৃতির এক অপরিবর্তনীয় অন্তর্ধ্বনি। ইহা সেই আদি প্রকৃতি যাহা হযরত আদম (আঃ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীর শেষ মানুষও এই প্রকৃতি লইয়াই দেহত্যাগ করিবে। মানুষের এই স্বভাব সিদ্ধ ধ্বনি কখনও পরিবর্তন হওয়ার নয়। ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ পথ-প্রদর্শকগণ যে সকল উৎপীড়িত ব্যক্তিকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে ধর্মের নামে বধ্য বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছে, তাহাদিগের উৎপীড়িত চিত্তের বিলাপ ধ্বনি সদাই আকাশ বাতাসকে মুখরিত করিতে থাকিবে যে, "আমাদের হৃদয় যখন তোমাদের বিকৃত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি একেবারেই আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে, তখনও কি তোমরা উহা আমাদিগকে মানিবার জন্য বাধ্য করিতে চাও?" কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সর্বদা এইরূপ ঘটিয়া আসিয়াছে। ধর্মহীন ব্যক্তিগণ প্রত্যেক নবী ও তাঁহার জাতির উপর ইরতেদাদ বা স্বধর্ম ত্যাগের ফতওয়া দিয়াছে, তাঁহাদিগকে বধ্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের এমন সব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে যে ঐগুলি লইয়া আলোচনা করিতে গেলেও মানবতার অবমাননা করা হয়।

আর এক ঘটনা দেখুন। হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার অনুবর্তিগণের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। ফেরাউন তাহাই বলিয়াছিল, যাহা তাহার পূর্ববর্তী জাতিগুলির তথাকথিত ধর্মীয় নেতাগণ বলিয়াছিল এবং সেই অত্যাচারের পথই ধরিয়াছিল, যাহা খোদার মনোনীতগণের বিপক্ষে আদিকাল হইতে জালেমগণ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, ফেরাউন তাহার অনুচরদিগকে আদেশ করিয়াছিল ঃ

اقتلوا ابناء الذين آمنوا واستحيوا نساءهم -
(سورة مومن ع ٣)

'হে আমার অনুগত, আজ্ঞানুবর্তী রাষ্ট্রের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ! মুসার উপর যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আপনারা তাহাদিগকে বল

প্রয়োগ দ্বারা নিবৃত রাখুন, তাহাদের পুত্রদিগকে বধ করুন এবং তাহাদের কন্যাদিগকে জীবিত রাখুন।

[সুরাহ্ মুমেন, রুকু ৩]

অতএব দেখুন, স্বধর্ম ত্যাগের অপরাধের এই শাস্তি নবীগণের জামাতগুলি কখনও ধর্মের নামে অবিশ্বাসীগণকে দেন নাই। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীগণ নবীগণের জামাতগুলিকে এই শাস্তি দিয়াছে। সেইরূপ হযরত মূসা (আঃ) এর পরে হযরত ঈসা (আঃ) কে কত নির্যাতন সহিতে হইয়াছে। এমন কি শত্রুগণ কর্যতঃ তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করে এবং তাঁহার শিষ্যদের উপরও নানাপ্রকার অত্যাচার করে। বস্তুতঃ উৎপীড়ন, নির্যাতন ও জুলুম ধারাবাহিকতার সহিত এখন পর্যন্ত ধর্মের নামে অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। স্বধর্ম-ত্যাগীর শাস্তি বলিয়া যাহা সর্বদা কথিত হইয়া আসিতেছে, উহার কোন সনদ কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। ধর্মগ্রন্থ বলিতে আমি ঐ ধর্মীয়গ্রন্থগুলিকে মনে করি, যাহা খোদাতা'লা তাঁহার নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেন। ঐ গ্রন্থগুলির বিকৃত অবস্থায় নবীগণের অবর্তমানে শত শত বৎসর পর যদি পরবর্তী অসাধু ব্যক্তিগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া বা নিজেদের ধারণা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাহাতে জুলুম করিবার শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিয়া থাকে, তবে ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলির ইহাতে কোনই দায়িত্ব নাই।

কোরআন করীম ধর্মের ইতিহাসের অখণ্ডনীয় বরাত দিয়া ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে, আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁহাদের অকৃত্রিম শিষ্যগণ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতি কঠোরতম অত্যাচার করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত শুধু আল্লাহ্তা'লার উদ্দেশ্যে ঐ সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। এই ইতিহাস পাঠের পর পৃথিবীর কোন মানুষই, যাহার কিছু মাত্র বুদ্ধি আছে, এই দাবী করিতে পারে না যে, ধর্মের দিক হইতে স্বধর্ম-ত্যাগের কারণে কখনও কাহারও উপর জুলুম করা হইয়াছে। খোদার নবীগণ এক ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম গ্রহণের

শিক্ষা দিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা স্বয়ং এই শিক্ষা দেন, তখন তাঁহারা শুধু ধর্মান্তর গ্রহণের কারণে কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ বা জুলুম করা কিরূপে সহ্য করিতে পারেন? কোরআন করীম হইতে ইহাও জানা যায় যে, শুধু নবীগণের জামাতগুলিই নহে, তাঁহাদের পরলোক গমনের শত শত বৎসর পরেও এরূপ অনেক মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের প্রতি সম-সাময়িক জালেমগণ ধর্মের নামে জুলুম করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, খোদাতা'লার সন্তুষ্টি, সমর্থন বা সাহায্য তাহাদের সহিত ছিল না। ধর্মের সহিত এই অত্যাচারের দূরবর্তী কোন সম্পর্কও নাই। এই প্রসঙ্গে কোরআন করীমে আসহাবে কাহাফের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা সেই সকল খ্রীষ্টান, যাঁহারা খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দি পর্যন্ত শত্রুদের দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এত নির্যাতন করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের উপর যেভাবে নির্মম অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণে আজিও হৃদয় ফাটিয়া যায়। আমি স্বয়ং সেই এমারতগুলি দেখিয়াছি, যেখানে খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার করা হইত। সেই এমারতগুলি কলিসিয়ম (collisium) নামে খ্যাত। প্রাচীন রোমান শাসন আমলে কলিসিয়ম এক প্রকার থিয়েটার বা রঙ্গালয় বিশেষ ছিল! সেখানে পাহ্লওয়ানদের মল্ল-যুদ্ধ এবং ব্যাঘ্র ও মহিষের লড়াই হইত।

যে সময়ের কথা কোরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সময়ে এই রঙ্গালয়গুলি খ্রীষ্টানদের প্রতি অত্যাচারাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। এক দিকে, পিঞ্জরের মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র বন্য জন্তুগুলিকে অনেক দিন যাবত অনাহারে আবদ্ধ রাখা হইত এবং অন্য দিকে, সেই খ্রীষ্টানদিগকেও পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, যাহাদের সম্বন্ধে তৎকালীন ধর্মীয় নেতাগণ মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া দিত, যেহেতু তাঁহারা এক ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিঞ্জরের মধ্যে একদিকে এই সকল মুরতাদ-দিগকে অনশনে, অনাহারে, বস্ত্রহীন অবস্থায়, নগ্নদেহে রাখা হইত। তাঁহাদিগকে দিনের পর দিন খাদ্য ও পানীয় হইতে বঞ্চিত রাখা

হইত, যাহার ফলে, পিঞ্জর হইতে রঙ্গালয়ের লৌহ চক্রের মধ্যে বহিষ্কৃত হইবার সময় তাঁহারা দাঁড়াইতে পর্যন্ত পারিতেন না এবং অন্যদিকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হিংস্র জন্তুগুলিকে যখন পিঞ্জর হইতে সেই লৌহচক্রের মধ্যে তাঁহাদিগের দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তখন তাহারা হিংস্রতর হইয়া ভীষণ গর্জন সহকারে বিদ্যুৎগতিতে মানব শিকার গুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের হাড়গুলি পর্যন্ত চিবাইয়া খাইয়া ফেলিত। দর্শকে ভরা হলগুলি এই দৃশ্যে হাসির উচ্চরোলে ভরিয়া উঠিত। চতুর্দিকে রব হইত, 'ধর্মান্তর গ্রহণকারী মুরতাদদের শাস্তি ইহাই।' দর্শকগণ সেদিন সন্ধ্যায় উচ্চ রবে হাসি তামাসা করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিয়া দাবী করিত যে, ধর্মান্তর গ্রহণ বিপ্লব থামাইবার জন্য ইহা এক চমৎকার কার্যকরী উপায়! কখনও ক্ষুধার্ত ও ক্ষিপ্ত মহিষগুলিকে তাঁহাদের দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ঐ মহিষগুলি অভিনব পরিবেশ ও বিরাট জনতার ভীতিপূর্ণ দৃশ্যে উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িত। এমন সময়ে সেই সব নিগৃহীত খ্রীষ্টানগণকে তাহাদিগের দিকে বিতাড়িত হইয়া আসিতে দেখিয়া, উহাদের চক্ষুগুলি রক্তপূর্ণ হইয়া উঠিত। রাগে, দ্বেষে ও হিংস্রতায় উহারা ভীষণ রূপ ধারণ করিত এবং কামারের হাপরের ন্যায় উহাদের নিঃশ্বাস সশব্দে বাহির হইতে থাকিত। তাহারা প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া সাপের ফোঁপানির ন্যায় বিশেষ শব্দ সহকারে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে লইতে মাথা নোয়াইয়া তাহাদের দুর্বল, নিরীহ, নিরুপায় শিকারগুলিকে আক্রমণ করিত। কখনও তাহাদিগকে শৃঙ্গে বিদ্ধ করিত। আবার কখনও তাহাদিগকে পদ-তলে নিষ্পেষণ করিত। নিগৃহিত ব্যক্তিগণের ব্যথা নিঃসৃত দীর্ঘশ্বাসগুলি কৌতুহল-মত্ত দর্শকগণের কোলাহলের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। কিন্তু ঐ ধর্মবিশ্বাসী মোমেনগণের দৃঢ়তার কোনই স্খলন ঘটিত না। দারুণ ক্ষুৎপিপাসার ফলে তাঁহাদের কৃশ ও দুর্বল পাগুলি কাঁপিলেও, তাঁহাদের ঈমান কম্পিত হইত না। তাঁহারা ঈমানের বলে বলীয়ান হইয়া অতুলনীয় সাহসিকতার সহিত সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেন। কখনও তাঁহারা হিংস্র জন্তুদের ভক্ষ্য হইয়াছেন, কখনও তাঁহারা বন্য মহিষের শৃঙ্গের মালা হইয়া গিয়াছেন।

এই অত্যাচারের ধারা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশমান হইয়া ৩০০ বৎসর ব্যাপী খ্রীষ্টানদের উপর চলিতে থাকে। অবশেষে, যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তথা কথিত মানুষের মধ্যে তাঁহাদের মাথা লুকাইবার স্থান নাই, তখন তঁহারা ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়া মাটির নীচে গুহায় গমন করিলেন। তাঁহারা গুহার মধ্যে ইঁদুর, কীট, পোকা, সর্প ও বিচ্ছুর সহিত বাস করিতে নিরাপদ বোধ করিলেন কিন্তু মাটির উপর বসবাসকারী মানুষের মধ্যে তাঁহাদের জন্য কোন স্থান ছিল না। কারণ এই বিষধর প্রাণীগুলি, দীর্ঘ পোষাক পরিহিত ধর্মনেতাগণ অপেক্ষা তাহাদের জন্য কম ক্ষতিকর ছিল।

গুহাবাসী অসহাবে-কাহাফ ছাড়াও কোরআন করীমে একেশ্বরবাদী আদি খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধেও উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে ধর্মহীন শাসকগণ ধর্মের নামেই জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে। তাহাদের অপরাধ মাত্র ইহাই ছিল যে, তাঁহারা সর্বশক্তিমান, মহা গুণময় খোদার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। সূরা আল্‌বুরুজে তাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন।

والسماء ذات البروج ٥ واليوم الموعود ٥
وشاهد ومشهود ٥ قتل اصحاب الاخدود ٥ النار ذات
الوقود ٥ إذهم عليها قعود ٥ وهم على ما يفعلون
بالمؤمنين شهود ٥ وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا
بالله العزيز الحميد ٥ الذى له ملك السموات والارض ط
والله على كل شئ شهيد ٥ (سورة البروج-ع ١)

নিম্নে ইহার সরল অনুবাদ দেওয়া হইল ঃ

"কসম! রাশি সম্বলিত আকাশের ও প্রতিশ্রুত দিনের এবং এক মহান সাক্ষীর ও সেই মহাপুরুষের, যাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। পরিখার অধিকারীগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সেই অগ্নি প্রজ্জালনকারীগণ, যাহারা পরিখার মধ্যে অগ্নিকে ইন্ধন দ্বারা খুব প্রজ্জালিত করিয়াছিল। কতই ভয়াবহ ছিল ঐ

সময়, যখন তাহারা পরিখাগুলির পাড়ে বসিয়া দগ্ধমান মোমেন-গণের অবস্থা দেখিতেছিল এবং তাহাদের অসন্তুষ্টির কারণ ইহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তাঁহারা সর্বশক্তিমান ও মহাগুণময় খোদার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন, যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তা। খোদাতা'লা সকল বিষয়েরই নিরীক্ষক।"

ধর্মের নামে যাহারা নৃশংসতা করে, তাহারা নিজেরাই যে প্রকৃত-পক্ষে ধর্মহীন তাহারা আরো একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ কোরআন করীমে দেওয়া হইয়াছে। এই জালেমগণ খোদার নামে খোদার এবাদতে বাধা দেয়। তাহাদের এই অত্যাচার মোমেনগণের পক্ষে যাবতীয় দৈহিক কষ্ট হইতে অধিকতর কষ্টদায়ক। আল্লাহ্‌ত'লা সুরা বাকারার ১৪ রুকুতে বলেন ঃ

ومن اظلم ممن منع مسجد الله ان يذكر فيها
اسمهٗ وسعى في خرابها ۔ (سورة البقرة - ع ١٤)

"ধর্মের ঐ সকল মিথ্যাদাবীদার হইতে বড় জালেম কেহ হইতে পারে কি, যাহারা খোদার নাম লইয়া খোদার এবাদতে মানুষকে বাধা দেয় এবং মসজিদগুলিতে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করে ও মসজিদগুলিকে উজাড় করিবার চেষ্টা করে!' (সুরা বাকারাহ, ৪ রুকু)

বস্তুতঃ, কোরআন করীম অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে রক্তপাতের অভিযোগকে খণ্ডন করে এবং ধর্মের পবিত্র নামে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নৃশংস নির্যাতন হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াও কোরআন করীম ইহা প্রমাণ করে যে, সত্য ধর্মের খাঁটি অনুবর্তিগণ এই অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ।

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি মানুষের ব্যবহার ছিল এইরূপ, যখন খোদাতা'লার জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। কিন্তু যখন তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ বিকাশের সময় উপস্থিত হইল এবং আরব উপদ্বীপের দিগন্তে পূর্ণ সত্যের মূর্তিমান সূর্য উদিত হইল, তখনও ধর্মহীন জালেমরা

তাহাদের রীতির পরিবর্তন করিল না। যখন বিশ্ব-সম্রাটের আগমন হইল, সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ আদম সন্তানগণ যাঁহার প্রতিক্ষা করিতেছিল, যাঁহার পথ চাহিয়া এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যাঁহার জন্য বিশ্বের সৃষ্টি, যাঁহার শরীয়ত সকল শরীয়ত অপেক্ষা উজ্জ্বল, যাঁহার মর্যাদা সকল নবী হইতে উচ্চ, মানবতার সেই শ্রেষ্ঠ বিকাশ, খোদার মহিমা ও গৌরবের প্রকাশস্থল, সকল নবী অপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক নবী যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহাকেও নির্যাতন ও নিপীড়নের লক্ষস্থল করা হইল এবং এই অত্যাচার ও উৎপীড়ন এমনই নিদারুণ ছিল যে, উহার দৃষ্টান্ত ধর্মের ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না।

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি পৃথক পৃথক রকমে যে সকল নির্যাতন করা হইয়াছিল, সেই সমুদয় সমষ্টিগতভাবে একা এই নবী ও তাঁহার জমাতের উপর করা হইল। প্রখর রৌদ্রে, উত্তপ্ত বালুকায় নগ্ন দেহে তাঁহাদের বুকের উপর যন্ত্রণাদায়ক ভারী প্রস্তর রাখা হইত। মক্কার কঙ্করময় অলিগলিতে মৃত পশুর ন্যায় পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া বেড়ান হইয়াছিল, বহু বৎসর পর্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত পূর্ণ অসহযোগিতা করা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে ক্ষুৎ-পিপাসায় রাখিয়া দারুণ ক্লেশ দেওয়া হইয়াছিল। কখনও তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কখনও তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। কখনও স্ত্রীকে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। কখনও স্বামীকে স্ত্রী হইতে পৃথক করা হইয়াছে। পবিত্রা গর্ভবতী মহিলাকে উটের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া উচ্চ হর্ষধ্বনি করা হইয়াছে। এই প্রকার আঘাতের ফলে তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রার্থনায় আসীন ব্যক্তিগণে উপর উষ্ট্রের নাড়ীভূড়ি নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। কর্মশুন্য ভবঘুরে ছোকরাগণ তাঁহাদিগকে পথে ঘাটে অপমানিত করিয়াছে। পৃথিবীর জঘন্যতম অর্বাচীনেরা তাঁহাদের উপর মুষলধারে প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছে। পৃথিবীর পবিত্রতম রুধির তায়েফের রাস্তা সিক্ত করিয়াছে। তাঁহাদিগের খাদ্যের মধ্যে বিষ দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জলিত করা হইয়াছে।

তরবারি দ্বারা কুরবাণীর জন্তুর ন্যায় তাঁহাদিগকে জবেহ্ করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করা হইয়াছে। উহুদ প্রান্তর সাক্ষী যে, পাষাণ হৃদয় নরপিশাচগণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ মহাপুরুষের দাঁত শহীদ করিয়াছিল। বিশ্বাসীগণকে বর্শায় বিদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কলিজা ছিঁড়িয়া কাঁচা চর্বন করা হইয়াছে। নৃশংস রোমান নরপতিগণ হিংস্র জন্তুর সাহায্যে যাহা করিয়াছিল, আরবের হিংস্র মানুষেরা নিজেরাই তাহা করিয়া দেখাইয়াছে।

ধর্মের নামে এই নজীরবিহীন রক্তপাত শুধু এইজন্য করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বলিয়াছিলেন :

"রাব্বুনাল্লাহ্"—"আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্।" ধর্মের নামে এহেন রক্তপাত শুধু এই জন্যই করা হইয়াছিল যে, মক্কার মুশরিকদের নিকট মুসলমানগণ ছিলেন ধর্মত্যাগী। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার মতাবলম্বীদের নাম মুশরেকগণ সাবী রাখিয়াছিল। সাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হইত, যে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ছাড়িয়া অন্য কোন নূতন ধর্ম গ্রহণ করিত। এই ধর্মান্তর গ্রহণ তথা ইরতেদাদের ফিৎনা (আমরা আল্লাহ্র শরণ লই) দমনের জন্য তাহারা সেই সমস্ত উপায়ই গ্রহণ করিল, যাহা পূর্ববর্তী নবী ও জামাতগুলির বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

ধার্মিকদের উপর ধর্মহীনদের এই সকল অত্যাচার অনাচারের কাহিনী অতি দীর্ঘ। এমন এক জাতিকে এই দুঃখ দেওয়া হইয়াছিল, যাঁহারা ধর্ম-আকাশে চাঁদ ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলো প্রদান করিতেছিলেন, যাঁহাদের এমন ধর্মের উন্নতির চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল, যাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির মার্গের ঊর্ধ্বে আর কোন মার্গ নাই, যাঁহাদের অপেক্ষা ভাল মানুষ ইতিপূর্বে কোন ধর্মই উৎপাদন করে নাই, ভবিষ্যতেও মরলোকে কোন দিন উৎপাদিত হইবে না। কিন্তু বিশ্ব-শিল্পীর সেরা সৃষ্টি এই নবীসম্রাট ও তাঁহার অপুরক্তগণ অত্যান্ত ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা সহকারে সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। মুখে 'উ' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন

নাই। তাঁহারা নিজেরা দুঃখ ভোগ ও কুরবানী করিয়া এবং নিজেদের দেহের রক্ত দিয়া দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ধর্ম-বিরোধীগণই অত্যাচারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী, ধর্মগ্রহণকারীগণ নহেন।

ইহাই শেষ নহে। দৃষ্টান্তহীন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের পর তাঁহারা দয়া ও ক্ষমার এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গেলেন যে, মানুষ স্তম্ভিত হইয়া নির্বাক বিস্ময়ে তাঁহাদিগের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে ও বলে ঃ তাঁহারা কে এবং কিভাবে তাঁহারা এত উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছিয়াছেন? যখন খোদার প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন নিকটবর্তী হইল এবং মক্কার অবিশ্বাসীগণ তাঁহার পদানত হইল এবং দশ হাজার পবিত্র আত্মার চাকচিক্যময় তরবারির নীচে আরবের খুনি রক্ত-পিপাসু নেতাদের মাথা কাঁপিতেছিল, তখন মক্কা নগরীর প্রত্যেকটি ইট এ কথার সাক্ষী হইয়া রহিল যে, বিশ্বের ইতিহাস সেদিন এক অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল। ব্যাপক হত্যার আদেশের পরিবর্তে ঃ

لا تثريب عليكم اليوم - (سورة يوسف)

(অর্থাৎ, 'আজিকার দিন তোমাদিগকে কোন প্রকার তিরস্কার করা হইবে না")—ঘোষণার আনন্দ-ধ্বনিতে মক্কার আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। সেদিন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচারী মানুষ ক্ষমা লাভ করিল। তপ্তবালুকার উপর নিঃসহায় দাসদিগকে যাহারা সোয়াইত তাহারা ক্ষমা লাভ করিল। প্রখর রোদ্রে মক্কার পথে-ঘাটে অসহায় ব্যক্তিদিগকে যাহারা টানা-হেঁচড়া করিত, তাহারা ক্ষমালাভ করিল। সে দিন নিরপরাধ মানুষের উপর প্রস্তর বর্ষণকারিগণও ক্ষমা লাভ করিল। হত্যাকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারী, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক এবং লুণ্ঠনকারীকেও ক্ষমা করা হইল। ইহার পর কিছু দিন যাইতে না যাইতে সেই পাষাণগণকেও ক্ষমা করা হইল, যাহারা মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণের বক্ষ চিরিয়া হৃৎপিণ্ড ও যকৃত চর্বন করিয়াছিল।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদিউঁ ও আলা আলে মোহাম্মাদিন। কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রাহীমা ও আলা আলে ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

সুতরাং, আমি বলিতে চাই যে, আদম (আঃ) হইতে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবির্ভাব পর্যন্ত সমগ্র ধর্মীয় ইতিহাসকেও যদি মুছিয়া ফেলা হয় এবং অঁা-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হইতে এখানকার ইতিহাসকেও মুছিয়া দেওয়া হয়, তবুও এই মহাসম্মানিত নবীর কতিপয় বৎসরের ইতিহাসই এই নিগূঢ় তত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট যে, ধর্ম মানুষকে জুলুম, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, পাষণ্ডতা ও হিংসা শিক্ষা দেয় না। শিক্ষা দেয় দয়া, প্রেম, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা; বরং ইহা বলাও অন্যায় হইবে না যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যতদিন সেই এক দিনের কথা, অর্থাৎ মক্কা বিজয়-এর কাহিনী বর্ণিত থাকিবে, ততদিন ধর্মের মুখে কেহ অত্যাচারের কালিমা লেপন করিতে পারিবে না, কখনও না।

শুধু ইহাই নহে, সেই রহমতুল-লিল্-আলামীন জুলুমের প্রতিকারার্থে আরও এক পদ অগ্রসর হন এবং খোদা হইতে অহি পাইয়া চিরদিনের জন্য ঘোষনা করেন ঃ

لا اكراه فى الدين

"ধর্মের নামে কোন প্রকার জুলুম বৈধ নয়।" ইহার প্রয়োজনই বা কি ?

قد تبين الرشد من الغى

"সত্য উহার উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চেহারা লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, বক্রতার সহিত ইহাকে সন্দেহযুক্ত করিবার কোনই অবকাশ নাই।'

(সূরা বাকারা, রুকূ ৩৪)

উল্লিখিত পট-ভূমিকায় এই ঘোষণা অত্যাশ্চর্য প্রতীয়মান হয়। একদিকে অত্যাচারী দল, যাহারা উৎপীড়ন ও সীমা অতিক্রম করিয়া

কতিপয় নিঃসহায় ব্যক্তিকে ইরতেদাদ বা ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার অভিপ্রায় করিল এবং বলপূর্বক বাধ্য করিতে চাহিল, যেন তাঁহারা নূতন ধর্ম ছাড়িয়া তাঁহাদের পূর্বেকার ধর্মে ফিরিয়া আসেন। পক্ষান্তরে ঐ ধর্মাবলম্বীগণ যখন শক্তি লাভ করিলেন, তখন শক্তি লাভ সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইল :

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها - (سورة البقرة - ع ٣٤)

"ধর্মে কোন প্রকার জোর জুলুম নাই। সরল পথ এবং ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর সরল এবং ভ্রান্ত পথের মধ্যে গোলমাল হওয়ার কারণ নাই। অতএব যে ব্যক্তি খোদা-তা'লার উপর ঈমান আনিয়াছে, সে যেন এক মজবুত হাতলকে ধরিয়াছে, যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না। [সুরাহ্ বাকারাহ্ রুকু ৩৪]

এই ঘোষণা কত মহান, কত শান্তিপূর্ণ!

সুতরাং, হে ধর্মের নামে জুলুমকারিগণ, ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা তোমরা জান না। ধর্ম হৃদয়ের পরিবর্তনের নাম। ধর্ম কোন রাজনৈতিক দল গঠন নহে। ধর্ম কোম জাতির নাম নহে। ধর্ম কোন দেশকে বুঝায় না। ধর্মের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি, যাহা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ঘটিয়া থাকে। ইহার সম্বন্ধ আত্মার সহিত। কোন তরবারি, কোন ক্ষমতা, কোন বল প্রয়োগ, কোন নিগ্রহ ও নির্যাতন যত ভীষণাকারই হউক না কেন, চিত্তের পরিবর্তন আনিবার ব্যাপারে ততটুকু শক্তিও রাখে না, যতখানি একটি নগণ্য পিপীলিকা উচ্চ পর্বতমালাকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য রাখে। তারপর অন্যত্র খোদা-তা'লা কোরআন করীমে এই ঘোষণা করিয়াছেন :

وقل الحق من ربكم - فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (سورة كهف - ع ٤)

"বলিয়া দাও, সত্য তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে।" অতঃপর, কোন প্রকার বল প্রয়োগের প্রশ্নই উঠে না। যে বাস্তব প্রমাণ দ্বারা হৃদয় জয় হয়, উহাই খাঁটি সত্য। ইহার সহিত দৈহিক জোর-জবরদস্তির কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং বলা হইয়াছে ঃ "ঘোষণা কর, সত্য তোমাদের স্রষ্টা ও পালন-কর্তার নিকট হইতে আসিয়াছে। এখন ঈমান আনা, না আনা তোমাদের ইচ্ছাধীন।" [সুরা কাহাফ— ৪র্থ রুকু]

আবার অপর একস্থানে খোদা-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا

(سورة دهر ع ٢)

"ইহাই একটি উপদেশবাণী। এই উপদেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া যাহার ইচ্ছা হয় আপন স্রষ্টা ও পালন কর্তার পথ গ্রহণ করিতে পারে।" [সুরাহ্ দহর রুকু ২]

কত চমৎকার ও মধুর এই শিক্ষা এবং ইহা কত আদরনীয়! আশ্চর্যের বিষয়, ইহা সত্ত্বেও মানুষ কি প্রকারে এই ধারণা করিতে পারে যে ধর্ম জোর জুলুম, নিগ্রহ ও নির্যাতন শিক্ষা দেয় ঃ

قل الله اعبد مخلصا له دينى - (سورة زمر- ع ٢)

অন্য এক স্থানে আরও বিশদভাবে বলা হইয়াছে ঃ

"হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), ঘোষণা কর ঃ 'আমি আমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার এবাদত সমস্ত মন প্রাণ দিয়া করি।" [যুমুর, রুকু ২] আমার সকল কিছু তাঁহারই হইয়া গিয়াছে এবং আমার ধর্ম শুধু তাঁহারই জন্য।

فاعبدوا ما شئتم من دونه (سورة زمر- ع ٢)

"এবং তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়ে যাহার ইচ্ছা তাহার উপাসনা করিয়া ফিরো। আমি পথ পাইয়া গিয়াছি।" কেমন চমৎকার শান্তিপূর্ণ শিক্ষা। ইহার পরও কি ধর্মের নামে কোন জুলুমের প্রশ্ন উঠিতে পারে? আরও শুনুন ঃ

لكم دينكم ولى دين ○ (سورة كافرون)

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।"
(সূরা কাফেরুন)

বস্তুতঃ, ধর্মের নিশান-বরদারগণ অবিচ্ছিন্নভাবে সর্বদা একমাত্র এই দাবীই করিয়া আসিতেছেন এবং কার্য দ্বারা সর্বদা এই দাবীকে সাব্যস্ত করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে যাহারা ধর্ম মানে না তাহারাও চিরকাল সেই একই রব তুলিয়া আসিতেছেঃ "বল প্রয়োগ ও জুলুম দ্বারা ধর্ম পরিবর্তনের এই অশান্তি নিবারণ কর।" সর্বদা তাহারা এই একই প্রকার কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ জোর জুলুম ও নিগ্রহ দ্বারা তাহারা কার্যতঃ ধর্মকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

এই বিষয় সম্বন্ধে অন্য একস্থানে আরও বিশদভাবে খোদাতা'লা বর্ণনা করিয়াছেন। সূরাহ্ ইউনুসে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন পূর্বক আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন ঃ

ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا
(سورة يونس - ع ١٠)

তোমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার ইচ্ছাই যথেষ্ট ছিল। বল প্রয়োগের আবশাক কি? তিনি সর্বময় কর্ত্তা। তিনি স্রষ্টা। সৃষ্টি সংক্রান্ত সম্যক শক্তি তাঁহার আছে। যদি তিনি চাইতেন ভূ-পৃষ্ঠেস্থ সকল জায়গার অধিবাসী এক মুহূর্ত্তে একই ধর্মে ঈমান আনে, তাহা হইলে তরবারির বলে এহেন সর্বশক্তিমান খোদার কাহাকেও মোমেন করিবার চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি তাঁহার বিধি ইহাই চাহিত যে, স্বেচ্ছায়

বা অনিচ্ছায়, মন সরল হউক বা বক্র হউক প্রত্যেককেই ইসলাম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহার একটি মাত্র আদেশই যথেষ্ট ছিল। বান্দা তাহা পালন করিত। কিন্তু খোদাতা'লার চিরন্তন বিধানে ইহা নির্দিষ্ট হয় নাই। ইহা তাঁহার সুদূর প্রসারী হিকমতের সহিত খাপ খায় না। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বলেনঃ

افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين٥
(سورة يونس - ع ١٠)

"ঈমান আনিবার জন্য তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য করিতে পার ?"
(সুরাহ্ ইউনুস, রুকু ১০)

وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله-
(سورة يونس - ع ١٠)

"অথচ ব্যাপার এই যে, কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত ঈমান আনিতে পারে না, যে পর্যন্ত খোদার আদেশ না হয়।"

অর্থাৎ, শুধু তাহারাই ঈমান আনিতে পারে, যাহাদের সম্বন্ধে খোদা এই ফয়সলা করেন যে, তাহারা ঈমানের সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। কিন্ত একান্তই দুঃখের বিষয়, যদিও এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ধারাবহিকভাবে সকলেই ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্য ও জীবন রচিত দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত ধার্মিকগণ অত্যাচারিতের জীবন যাপন করেন, তাঁহারা অত্যাচারী নহেন। নৈতিক শক্তির দ্বারা ধর্ম হৃদয়কে জয় করে, তরবারি দ্বারা নহে। তথাপি উত্তরকালে বিরাট আলখাল্লাধারীগণ, যাঁহারা ধর্ম-জ্ঞানী বা পীর ফকীর বলিয়া অভিহিত হইতেন, কোথাও তাঁহাদিগকে সাধু সন্ন্যাসী, কোথাও যাজক ও ফরিসী, কোথাও পাদ্রী বা চার্চ-মিনিষ্টার এবং কোথাও মন্ত্রদাতা ও মহন্ত বলা হইত—ধর্মের প্রকৃত রূহ্ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ধর্মের এই সমস্ত ইজারাদার, তাঁহাদের স্ব-স্ব নবীগণের নাম গ্রহণ পূর্বক তাঁহাদের সম্মান রক্ষার্থে

এমন সব অত্যাচার করিয়াছেন, যাহা দেখিলে মানবতা লজ্জায় আপনাআপনি মাথা নত করে।

হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলাহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেও এই প্রকারই হইয়াছে এবং তাঁহার আবির্ভাবের পরেও এইরূপই হইয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে খ্রীষ্টান ধর্মের, বরং বলা উচিত বিকৃত খ্রীষ্টান ধর্মের বিকৃত চরিত্রের বড় বড় পাদ্রী, বিশপ ও কার্ডিন্যালগণ ধর্মের নামে খ্রীষ্টান জগতে যে সকল অত্যাচার করিয়াছেন ঐ গুলির দৃষ্টান্ত কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঐ যুগে মানুষকে দুঃখ দেওয়ার যে সকল উপায় খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রধানগণ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহা এত ভয়াবহ যে, মানুষ ঐ সকল বৃত্তান্ত জানিবার পর বিস্ময় ও লজ্জায় হতভম্ব হইয়া ভাবে, মানবতা কি অধঃপতনের এমন গভীর অতলে পৌঁছিতে পারে? মানব চিত্ত কি পাথর অপেক্ষা কঠিন হইতে পারে? বস্তুতঃ এইরূপই হইয়াছে এবং খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ একথা স্বীকার করেন যে, খ্রীষ্টান ধর্মের নামে যে সকল অত্যাচার মানুষের উপর করা হইয়াছে, মানবতা তাহা চিন্তা করিয়া লজ্জাবনত হয়।

ইংলণ্ডে আমি নিজে ঐ সমস্ত জুলুম করিবার কোন কোন অস্ত্র দেখিয়াছি। লণ্ডনে Madame Toussand (মাডাম টুসো) নির্মিত একটি যাদুঘর আছে। এই যাদুঘরে ফরাসী মহিলা মাডাম টুসো বিশ্বের প্রধান প্রধান সাধু পুরুষগণের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া উহাতে রাখিয়াছেন এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিও স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিমূর্তিগুলি এমন সুন্দরভাবে নির্মিত যে, সম্পূর্ণ জীবিত মানুষের ন্যায় দেখায় এবং কোন কোন সময় প্রতিমূর্তির পরিবর্তে মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়। বস্তুতঃ কোন কোন সময় এমনও ঘটিয়াছে যে, বিদেশী লোক কোন সিপাইকে দাঁড়ান অবস্থায় দেখিয়া তাহার নিকট রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইহা জীবিত সিপাহী নহে বরং ইহা সিপাহীর প্রতিমূর্তি। যাঁহারা অতিশয় মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্তিও সেখানে আছে এবং অতি জঘন্য রক্ত পিপাসু জালেম ও

কুখ্যাত অপরাধীদেরও প্রতিমূর্তি সেখানে আছে। শুধু ইহাই নহে, ঐ কুখ্যাত জালেমদের অস্ত্র-শস্ত্রও সেখানে একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতিও সেখানে আছে, যেগুলি দ্বারা খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রধানগণ কোন কোন ব্যক্তিকে ধর্ম-চ্যুতির অপরাধে শাস্তি স্বরূপ কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেন অথবা ধর্ম-ত্যাগ অপরাধ স্বীকার করাইতে ব্যবহার করিতেন, যেন ঐ সমস্ত অত্যাচার, নিপীড়ন ও কষ্ট ভোগের ফলে ক্লিষ্ট হইয়া তাহারা তাহাদের ধর্মত্যাগ অপরাধ স্বীকার করে। ঐ সকল যাতনা এত ভয়াবহ হইত যে, বিনা ব্যতিক্রমে মানুষ হয়তো সীমাতীত যন্ত্রণায় ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সেখানেই প্রাণ-দান করিত বা অপরাধ স্বীকার করাকেই শেষ উপায় মনে করিত। স্পেন বা ফ্রান্সের ইন্‌কুইজিশনের হস্তে অসহনীয় যন্ত্রণায় প্রাণ অপেক্ষা জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবন্ত নিক্ষিপ্ত হইয়া মরাকে ভাল মনে করিত। লণ্ডনের যাদুঘরে এই প্রকার যে সকল যন্ত্রপাতি রাখা হইয়াছে, উহাদের কোন কোনটা পর্দা দিয়া ঢাকা এবং তথায় লিখিত আছে যে, 'স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণ এগুলি দেখিবে না'। অর্থাৎ, যন্ত্রণা দেওয়ার ঐ উপায়গুলি এত সাংঘাতিক যে, কর্তৃপক্ষ মনে করেন, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণের পক্ষে অসহনীয় এবং তাদের প্রকৃতির উপর ঐগুলির অতি গভীর বিষময় প্রতিক্রিয়া হইতে পারে।

আমি স্বচক্ষে ঐ যন্ত্রগুলি দেখিয়াছি এবং ভাবিয়া আকুল হইয়াছি যে, মানুষ খোদা-তা'লার এক অপূর্ব সৃষ্টি; উন্নতি ও অবনতি, উভয়েরই শেষ পর্যায়ে সে পৌঁছিতে পারে। যখন তাহার গতি উর্ধ্বে ধাবিত হয় তখন সে নবুওতের সোপানে পদস্থাপন করে এবং স্বীয় প্রভু, স্রষ্টা ও মালিকের সহিত বাক্যালাপ করে। পক্ষান্তরে, অধঃপতনের সময় সে বিকৃত ধর্ম আলখাল্লাধারী যাজকের আকৃতিতে এক অভিশাপ স্বরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়।

যীশুর প্রতি অত্যাচারের ছবির উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। ক্রুশের দারুন যন্ত্রণায় তিনি ভীষণ কণ্ঠে "ইলী, ইলী, লেমা সাবাক্তনী" (ইশ্বর আমার। ইশ্বর আমার তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?)

বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার জাতির মতে তিনি ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। শুধু এই অপরাধে তাঁহাকে ক্রুশ যন্ত্রনা সহিতে হইয়াছিল। অন্যদিকে রক্তপিপাসু আলখাল্লাধারী খ্রীষ্টান ধর্ম নেতাগণকে দেখিতে পাইলাম, তাহারা এই নিগৃহীত ব্যক্তির নামে অসহায় ব্যক্তিগণের উপর সেই ধর্ম-ত্যাগেরই অপরাধে এমন এমন অবর্ণনীয় নিপীড়ন করিয়াছিল যে, ক্রুশবিদ্ধ করার অত্যাচার ঐ সকল নির্যাতনের সম্মুখে অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইসলাম ঘোষণা করিয়াছে :

لا إكراه فى الدين ٥

"হে মানবকুল, আনন্দিত হও। ইসলাম অনন্তকালের জন্য এই শান্তির বাণী ঘোষণা করিতেছে. ধর্মের ব্যাপারে চিরতরে নিগ্রহকে দূর করিতেছে : لا إكراه فى الدين—ধর্মে কোন জোর জুলুম নাই। ধর্মের নামে দুঃখ দেওয়া অবৈধ।" قد تبين الرشد "ইসলাম সমুজ্জল সূর্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দেখান পথ অতি সুস্পষ্ট।" আমি ভাবিতেই লাগিলাম। এইরূপ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শান্তির বার্তার পরেও কি প্রকারে কোন মুসলমান মনে করিতে পারে যে, ইসলাম ধর্মের নামে জোর-জুলুম শিক্ষা দেয়। তখন আমার দৃষ্টি এ যুগের উলামাদের উপর পড়িল। লজ্জায় আমার চোখ নত হইয়া গেল। আমার হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। আজ, এ যুগেও এমন সব ধর্মনেতা আছেন, যাঁহারা সেই 'রহমতুল্-লিল্-আলামীন'—যিনি আজীবন বিশ্বে শান্তি, নিরাপত্তা, ধৈর্য গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া ও প্রেম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; যিনি জীবনে স্বয়ং নির্মম নির্যাতন ভোগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও যাতনা দেন নাই, তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার দাবী রাখা সত্ত্বেও তাহাদিগের হৃদয় অত্যাচার-মুক্ত নহে, বরং তাহাদের হৃদয়ে দ্বেষ ও রোষানল জ্বলিতেছে। ধর্মের নামে কঠোরতা ও নিগ্রহ করা তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে।

যে স্বর্গীয় বারিধারা হৃদয়ের আগুনকে নিভাইবার জন্য আসিয়াছিল, উহারই বরাত দিয়া অশিক্ষিত জন সাধারণের বক্ষে তাহারা

হিংসা-দ্বেষ ও রোষাগ্নি প্রজ্জলিত করে। তাহারা সেই শান্তি-কর্তার নামে, যিনি তাঁহার রক্তের কুরবাণী দিয়া খুনখাবারির দেশ হইতে অন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুবর্তিগণকে নিরপরাধ ব্যক্তিগণের হত্যার জন্য প্ররোচিত করে। যে আল-আমীনের গৃহ লুণ্ঠন করা হইয়াছিল তাঁহারই প্রেমের দোহাই দিয়া তাহারা পৃথিবীকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করিবার শিক্ষা দেয়। তিনি পরস্ত্রীর, এমন কি কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের স্ত্রীদেরও সতীত্ব রক্ষা করিতেন, যিনি সকল লজ্জাপরায়ণ অপেক্ষা অধিক লজ্জাপরায়ণ ছিলেন, যিনি নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্য আসিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই মূর্ত শ্লীলতার সুনামের বরাত দিয়া বহু বৎসরের বিবাহিতা স্ত্রীগণকে তাহাদের স্বামীর জন্য হারাম করা হইতেছে। যে উপাসক-শ্রেষ্ঠ অন্য ধর্মগুলির উপাসনালয়ের হেফাজত করিয়াছিলেন, আজ উল্লিখিত ধর্মযাজকগণ তাঁহারই কলেমাপাঠকারী আবেদগণের এক সম্প্রদায়ের মস্‌জিদ উৎখাত করিবার ফতওয়া দিয়াছে এবং যে সকল অন্যায়, অনাচার ও অত্যাচার সেই পবিত্র নবী-প্রধান দূর করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, উহা সেই মজলুম, নিগৃহিত নবীর নামেই অবাধে করা হইতেছে। কোন মুসলমান কি ভাবিতে পারে যে, আজ আমাদের প্রভু (তাঁহার উপর খোদার অশেষ কল্যাণ বর্ষিত হউক) আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলে তিনি তাঁহার উম্মতের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন? না, না কখনও এরূপ মনে করিও না। ইহাতে সেই মূর্তিমান সৌন্দর্য ও কল্যাণের অবমাননা করা হয়। কোন মুসলমান ভ্রমেও কি কখনও মনে করিতে পারে যে, তিনি তাঁহার উম্মতের উলামাকে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া একে অন্যের সম্মানিত ব্যক্তিগণকে অবমাননা ও লাঞ্ছনা করিতে শিক্ষা দিবেন এবং উৎসাহ দিয়া বলিবেন, "আরও অধিক গালি দাও, জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ দিয়া কুৎসা রটনা করিয়া এবং পর্দাশীলা পবিত্রা মহিলাগণের নাম উচ্চারণ করিয়া এমন জঘন্য কুবাচ্য প্রচার কর, যাহা লইয়া আলোচনা করিতে এক অধার্মিকও লজ্জানুভব করিবে।" কোন মুসলমান কি এই প্রকার ধারণা করিতে পারে যে, সেই শান্তির শাহ্‌জাদা তাঁহার

উলামাকে এইরূপ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভাষণ দেওয়ার জন্য উৎসাহদান করিবেন, যাহার ফলে জনপদগুলির শান্তি লোপ পায়? বা এরূপ অগ্নি সংযোগের আদেশ প্রদান করিবেন, যাহার ফলে অসহায় দুর্বল ব্যক্তিগণের গৃহ ও জিনিষ-পত্র অধিবাসীগণ সহ অগ্নিসাৎ হয় এবং তিনি বলিবেন যে, "নিবৃত্ত হইও না, মুরতাদগণের মসজিদগুলি ভাঙ্গিয়া দাও। যাহাদের ইসলাম তোমাদের ইসলামের কোন আংশ বিশেষের সহিত মিলে না, তাদের পুরুষদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদিগের নারীদিগকেও হত্যা কর? কারণ ধর্মান্তর গ্রহণের আন্দোলন দূর করিবার ইহাই একমাত্র আধ্যাত্মিক উপায়।"

খোদার খাতিরে আপনারা আপনাদের হৃদয় পরীক্ষা করুন এবং উত্তর দিন যে, কোন মুসলমান মুহূর্তের জন্যও কি এইরূপ ধারণা মনে স্থান দিতে পারে? কখনও না। সেই খোদার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ আছে এবং মক্কার পথগুলির প্রত্যেকটি ইট সাক্ষী, আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা, যাহার উপর দিয়া নিপীড়িত গোলাম-দিগকে ধর্মান্তর গ্রহণের শাস্তিস্বরূপ মৃত জীবজন্তুর ন্যায় হেঁচড়ান হইতে সেই বালুকা সাক্ষী এবং সূর্যতাপে উত্তপ্ত অগ্নিময় বৃহৎ প্রস্তর ফলকগুলি যাহা নিরীহ ব্যক্তিগণের বুকের উপর রাখা হইত, সে প্রস্তরগুলি সাক্ষী যে, এই সকল জঘন্য ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি আদম-কুল-রবির আদর্শ নহে। ইহা সেই পবিত্র রসুলের রীতি নহে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, সেই খোদার কসম খাইয়া আমি বলিতেছি, তায়েফের প্রস্তর ও কঙ্করময় ভূমির প্রত্যেকটি প্রস্তর ও কঙ্কর সাক্ষী, যাহার উপর মানবকুল শিরোমণীর রক্ত পতিত হইয়াছিল. যে, আমার নির্যাতিত প্রভু কখনও ধর্মের নামে জোর জুলুম করিবার শিক্ষা দেন নাই, শ্লীলতার নামে শ্লীলতা হানির আদেশ দেন নাই, এবাদতের আড় লইয়া উপাসনালয় উৎখাত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন নাই। তবে কেন আমার চক্ষু লজ্জাবনত হইবে না? কেন আমার প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিবে না? সেই পবিত্র মহাপুরুষের সহিত সম্বন্ধের দাবীদার এই প্রকার ধর্ম-যাজক আজিও আছে!

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله
على نصرهم لقدير (سورة الحج - ع ٧)

"যাহাদের সহিত (অকারণে) যুদ্ধ করা হইতেছে, তাহাদিগকেও (যুদ্ধ করিবার) অনুমতি প্রদত্ত হইল ; কারণ তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইয়াছে এবং আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম।"

[সুরাহ্ হজ্ রুকু—৬]

ইস্‌লাম প্রচার সম্বন্ধে দুইটি মত

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে পৃথিবীতে দুইটি অভিমত পাওয়া যায়।

১। ইস্‌লামের শত্রুগণের মতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ সমূহ আক্রমণাত্মক ছিল এবং ইসলাম তরবারির বলে প্রচারিত হইয়াছে।

কিন্তু

২। নিরপেক্ষ গবেষণা দ্বারা নির্ণীত হয় যে. হযরত রসুলে আকরাম্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াল্লাম কখনও ইস্‌লাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করে নাই এবং তাঁহার সকল যুদ্ধই আত্মরক্ষামূলক ছিল। ইসলাম শুধু তাঁহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা চরিত্রের বলে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে মৌলানা মওদুদী

এবং

কোন কোন বিজাতীয়দের অভিমত

জুলুমের একশেষ যে, কোন কোন মুসলমান ধর্মনেতা জোর-জুলুমের মতবাদ শুধু তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং আমাদের নবী করীমকেও (সাঃ) ইহাতে জড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ধর্ম ও পবিত্রীকরণ শক্তিকেও অসার যুক্তি ও কীটদুষ্ট শক্তির ন্যায় এমন দুর্বল মনে করেন যে, তরবারি তাঁহার হাতে না থাকিলে, তিনি কখনও সেই মহান আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন করিতে পারিতেন না, যাহা আরবদেশে নিঃসৃত সেই আধ্যাত্মিক প্রস্রবন কতিপয় বৎসরের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছিল। তাঁহাদিগের মতে সেই নিপীড়িত নবীর আত্ম-রক্ষা-মূলক যুদ্ধগুলি শুধু তাঁহার ধর্ম-বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটা প্রচার-মূলক ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার মক্কাবাসের জীবন শক্তিহীনতার দলিল-স্বরূপ ছিল। দৃষ্টান্তস্থলে, জমাতে ইসলামীর আমীর মৌলানা মওদুদী খোলাখুলিভাবে বলিয়াছেন ঃ

'রসুলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত আরবকে ইসলামের আহ্বান জানাইতে থাকেন। মানুষকে বুঝাইবার জন্য যত প্রকার উৎকৃষ্ট পন্থা আছে তাহা অবলম্বন করেন। যুক্তি প্রমাণ দেন। বাগ্মিতাপূর্ণ তেজস্বী-ভাষায় শিক্ষা দেন। তিনি আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে বিস্ময়কর মোজেযা প্রদর্শন করেন। তিনি সদাচার ও স্বীয় পবিত্র জীবন দ্বারা পুণ্যের সেরা আদর্শও পেশ করেন। তিনি সত্য প্রকাশ ও সংস্থাপনের জন্য উপযোগী কোন উপায় বাদ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার সত্যতা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হওয়া সত্বেও তাঁহার স্বজাতি তাঁহার আহবানে সাড়া দেয় নাই। * * * *

কিন্তু ওয়াজ-নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহবায়ক যখন তরবারি হাতে লইলেন * * * * * * তখন মানুষের মন হইতে

ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুস্কৃতির কালিমা দূর হইতে লাগিল। তাহাদের প্রকৃতি হইতে আপনাআপনি ক্লেদ দূর হইয়া গেল। মনের গ্লানি পরিষ্কার হইয়া কেবল চক্ষুই আবরণমুক্ত হইয়া সত্যের আলো দৃশ্যমান হইল না, পরন্তু তাহাদিগের ঘাড়ে সেই কঠোরতা এবং তাহাদিগের মস্তিষ্কে সেই অহঙ্কারও রহিল না, যাহা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষকে উহার সম্মুখে নতি স্বীকারে বিরত রাখে।

আরবের ন্যায় অন্য দেশগুলিও এত তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করিল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে এক চতুর্থাংশ পৃথিবীর মুসলমান হইয়া পড়িল। ইহার একই কারণ ছিল যে, ইসলামের তরবারি হৃদয়ের উপরিস্থিত সকল আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল।

[আল-জেহাদ ফিল ইসলাম, ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা]

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন

অর্থাৎ যে অপবিত্র ও পাশব অপবাদ ইসলামের ভীষণতম শত্রুগণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের উপর আরোপ করিতেছিল, যাহা ইউরোপের নিন্দুক প্রাচ্যবিদগণ বিগত শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টান জগতে বিস্তার করিতেছিল এবং ইসলামের প্রতি ঘৃণা জন্মানোর কাজে ব্যাপৃত ছিল, আজ তাহাই এক মুসলমান নেতার দিক হইতে সেই পবিত্র রসুলের পবিত্র জীবনের উপর আরোপ করা হইতেছে। এই নেতা দাবী করেন যে, তিনি হইলেন 'মিযাজ্ শিনাসে রসুল' অর্থাৎ রসুলচরিত্র বিশারদ। যদিও কথা মোলায়েম করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে, যদিও তরবারির এই খেয়ালী বিজয়কে শানশওকতের রূপ দিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সেই তিক্ত, বিষাক্ত, নাপাক গুলি, যাহা ইসলামের শত্রুদের তরফ হইতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ছোড়া হইতেছিল। ইহা সেই পাথর, যাহা ইতিপূর্বে জর্জ্জ সেল্, স্মিথ্ এবং ডোজি আঁ-হযরত (সাঃ) এর প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহা সেই অপবাদ, যাহা গান্ধীজি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর সেই সময় আরোপ করেন যখন তিনি ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল হন নাই এবং

শুধু ইসলামের শত্রুদের কথা শুনিয়া এই ধারণা পোষণ করিতেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

"ইসলাম এমন পরিবেশের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে যে, উহার মীমাংসাকারী শক্তি পূর্বেও তরবারি ছিল এবং এখনও তরবারিই আছে।'

ডেজি বলেন ঃ

"মোহাম্মদ (সাঃ) এর সেনাপতি এক হাতে তলওয়ার এবং অন্য হাতে কোরআন লইয়া শিক্ষা দান করিতেন।"

স্মিথ্ বলেন যে, সেনাপতিদের কথা দূরে যাউক,

"তিনি স্বয়ং এক হাতে তলওয়ার এবং অন্য হাতে কোরআন লইয়া বিভিন্ন জাতির নিকট উপস্থিত হইতেন।'

জর্জ সেল্ এই মীমাংসা দিয়াছেন ঃ

"তাঁহার দল-বৃদ্ধি হওয়ার পর তিনি দাবী করেন যে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এবং তরবারির বলে পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন করিয়া সত্য ধর্ম স্থাপনের অনুমতি তিনি আল্লাহ্ তা'লা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

ইসলামের এই শত্রুদের কথাগুলি প্রনিধান করুন। তারপর, উপরে উদ্ধৃত মৌলনা মওদুদী সাহেবের বাক্যগুলি পাঠ করুন। ইহা কি অবিকল সেই অপবাদই নয়, যাহা ইতিপূর্বে ইসলামের বহু শত্রু নিষ্কলঙ্ক রসুলের উপর আরোপ করিয়াছিল? ইহা তাহা অপেক্ষাও অনেক সাংঘাতিক এবং তাঁহার পবিত্রীকরণ শক্তির উপর আরো বড় আক্রমণ। ইসলামের শত্রুদের বিবৃতিগুলি পাঠ করুন। ইহাদের মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ) এর কুওতে-কুদ্সিয়া সম্বন্ধে কল্পিত দুর্বলতা ও মুজেযা সমূহের অক্ষমতার এরূপ ভীষণ চিত্র কোথাও দেখিতে পাই না যেরূপ মৌলনা মওদুদীর রচনায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁহার ক্রমাগত তের বৎসর ব্যাপী ইসলামের দিকে আহবান মানুষের হৃদয় জয় করিতে পারিল না, কিন্তু তরবারি, শক্তি ও জাঁকজমক উহা করিয়া ফেলিল। উৎকৃষ্ট ওয়াজ নসিহত, উপদেশ মরু বাত্যায় মিশিয়া গেল। কিন্তু বর্শা ফলকের আঘাত হৃদয়ের গভীরতম অংশে ইসলাম পৌঁছাইয়া

দিল। তাঁহার আকাট্য যুক্তি-প্রমাণ মানুষের বুদ্ধিকে স্পর্শ করিল না। কিন্তু ভারি গদার মার হৃদয় ভেদ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিকে কাবু করিয়া ফেলিল। স্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তাহাদের বোধ শক্তিকে কোনরূপে প্রভাবান্বিত করিল না, কিন্তু ঘোড়ার পায়ের খটাখট শব্দ ইসলামের সত্যের সম্যক নিগূঢ় তত্ত্বরাজি তাহাদের বোধগম্য করিয়া দিল। প্রাঞ্জল ভাষণ বাগ্মীতা ব্যর্থ হইয়া গেল, বক্তৃতা শক্তি তাহাদিগের হৃদয় এতখানি উত্তপ্ত করিতে পারিল না যে, তাহাদের হৃদয়ে ইসলামের আলো জলিয়া উঠে। এমন কি, আরশের খোদার তরফ হইতে প্রকাশিত বিস্ময়কর মোজেযা সমূহ ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহা কোন পবিত্র পরিবর্তন আনিতে পারিল না। * * * * কিন্তু সেই ইসলামের আহবায়ক হাতে তরবারি লইলেন * * * *। 'ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন।' পাঠক! কত ব্যঙ্গপূর্ণ এই মত! কত অবমাননাসূচক মৌলনা সাহেবের কথাগুলি! ইহা পাঠ করিলে কান্না আসে। ইসলামের একজন পথপ্রদর্শকের কলম দ্বারা এগুলি লিখিত। ইনি রসূলের মহব্বতের দাবীদার। মৌলানার এই কথাগুলি পাঠ করুন এবং বিদ্বেষী 'মিযানুল হক' প্রণেতা পাদ্রী ফাণ্ডরের কথাগুলিও পাঠ করুন ঃ

"এ যাবৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ১৩ বৎসর ধরিয়া নম্র ও অনুগ্রহপূর্ণ পন্থায় তাঁহার ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন * * * * এজন্য এখন হইতে আঁ-হযরত আন্-নাবী-বিস্-সাইফ বলিয়া অভিহিত হইলেন। অর্থাৎ, অসি চালক নবী হইয়া পড়িলেন। এখন হইতে ইসলামের সব চাইতে মজবুত ও কার্যকরী দলীল হইল তলোয়ার।"
(মিযানুল হক, ৪৬৮ পৃঃ)

"আমরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার অনুবর্তিদের নীতি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব যে, এখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন 'ওকবায়' প্রকাশিত প্রশংসনীয় নৈতিকতা পালনের প্রয়োজন নাই। এমন খোদা তাঁহার নিকট শুধু এই একটি বিষয়ই চাহিতেন যে, আল্লাহর পথে যেন তিনি যুদ্ধ করেন এবং তরবারি, তীর-ধনুক ও খঞ্জর দ্বারা হত্যার পর হত্যা করিয়া যান।" (মিযানুল হক, ৪১৯ পৃঃ)

অতঃপর এই গ্রন্থকার খ্রীষ্টের নির্যাতন উপলক্ষে সহিষ্ণুতার সহিত হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তথাকথিত বল প্রয়োগের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন ঃ

"প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কালিমাতুল্লাহ ও হযরত মোহাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে এক জনকে পছন্দ করিতে হইবে। হয় তাঁহাকে পছন্দ করিতে হইবে, যিনি পুণ্য কার্য করেন, অথবা যিনি 'আন্-নাবী-বিস্ সাইফ' (তরবারিধারী নবী) বলিয়া অভিহিত।"[২]

তারপর, মৌলনা মওদুদী সাহেবের সমর্থনে ইসলামের আরও এক শত্রু মিঃ হেন্‌রী কুপারের নিম্নলিখিত কথাগুলি পড়ুন ঃ

"তাঁহার নবুওতের ত্রয়োদশ সনে তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে, খোদা তাঁহাকে শুধু আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধেরই অনুমতি দেন নাই, বরং তাঁহার ধর্ম তরবারির বলে বিস্তার করিবারও অনুমতি দিয়াছেন।"[৩]

ডাঃ স্প্রেঙ্গারও মৌলানা মওদুদীর সহিত একমত। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"এখন পয়গম্বর (সাঃ আঃ) বিপ্লব থামাইবার জন্য তাঁহার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার আইন খোদার নামে প্রকাশ করিলেন এবং এখন হইতে (নাউযুবিল্লাহ-লেখক) তাঁহার খুনি ধর্মের নীতি হইল যুদ্ধং দেহি শ্লোগান"।[৪]

কোনই আশ্চর্যের কথা নয় যে, যাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ধর্ম বিষয়ে বল প্রয়োগ করিবার অপবাদ দিয়াছে, সেই অপবাদদাতাগণ সকলেই তাঁহার পরম শত্রু। বিদ্বেষ ও হিংসায় তাহাদের মন ভরা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের উপর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিষ্পাপ, নির্যাতিত 'মাসুম মযলুম' রসূলের অনুবর্তিতার দাবী

(১) মিযানুল হক, ৪৯৯ পৃঃ। (২) 'মিযানুল হক', উপসংহার, ২ পৃঃ। (৩) হেন্‌রী কুপার প্রণীত, "আরব জাতীর স্পেনের ইতিহাস", ১ম খণ্ড ৩৯ পৃঃ। (৪) 'মুকদ্দমা তহ্‌কিকুল জেহাদ', তারিখে মুহাম্মদীর বরাতে, ২০৭ পৃঃ এলাহাবাদ সংস্করণ, ১৮৫১ সন।

করিয়াও কেহ কিরূপে তাঁহার পবিত্র জীবনের বিরুদ্ধে এমন সাংঘাতিক অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার অভিযোগ আনিতে পারে?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মৌলনা মওদুদী সাহেবের মতে পূর্বেও কখনও ইসলামের এই শক্তি ছিল না যে, তরবারির সাহায্য ছাড়া শুধু সৌন্দর্য্য ও গুণের দ্বারা ইহা হৃদয় জয় করিতে পারে এবং আজিও ইহার এই শক্তি নাই। হকিতুল জেহাদে তিনি লিখিয়াছেন:

"কোন একটি দেশও উহার নীতি সম্পূর্ণ পালন করিতে পারে না, যে পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশে ঐ নীতির প্রচলন না হয়। সুতরাং, মুসলিম পার্টির পক্ষে সাধারণ সংস্কার এবং আত্মরক্ষা উভয় উদ্দেশ্যেই ইহা ছাড়া উপায় নাই যে, কোন একটি মাত্র দেশে ইসলামী নেজাম স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া বরং এই নেজামকে চারিদিকে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করে। তাহারা একদিকে তাহাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীকে বিশ্বে প্রচার করিবে এবং সকল দেশের অধিবাসীকেই এই নীতি গ্রহণের জন্য আহবান করিবে এবং এই নীতি গ্রহণেই তাহাদের মঙ্গল। পক্ষান্তরে, তাহাদের শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করিয়া অমুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিবে এবং তথায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করিবে।"

উপরের উদ্ধৃতিকে জনাব মৌলানা সাহেবের পূর্বোল্লিখিত বিবৃতির সহিত একত্রে পাঠ করিলে আপনাপনি গান্ধীজির সেই অভিমতের কথাই মনে পড়ে:

> "ইসলাম এমন পরিবেশের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছে যে, ইহার মীমাংসাকারী শক্তি পূর্বেও তরবারি ছিল এবং এখনও তরবারিই আছে।"

আরো মনে পড়ে অাঁ-হযরত (সাঃ) এর কাল্পনিক ছবির কথা, যাহা ওয়াশিংটন আরভিং প্রণীত মোহাম্মদ [সাঃ] এর চরিত্রের প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। ছবিটিতে অাঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াল্লামের এক হাতে তলওয়ার এবং অন্যহাতে কোরআন দেখান

হইয়াছে। স্বতঃই মনে একথা ঘনীভূত হইয়া পড়ে যে, ইসলাম ও ইহার পবিত্র রসুল (সাঃ) সংক্রান্ত মৌলানার ধারণা এবং ওয়াশিংটন আরভিং এর ধারণার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

একদিকে তো এই মুসলমান আলেম পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মাসুম (নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদীদের রঙে রঙীন হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে জুলুম, বল-প্রয়োগ, সীমাতিক্রম ও বিদ্রোহের অপবাদ দিতেছেন, অন্যদিকে আমরা এমন অসংখ্য ন্যায়পরায়ণ অমুসলমান চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে পাই যাঁহারা নানা বিষয়ে ঘোর মতদ্বৈধতা থাকা সত্ত্বেও ইহা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ধর্ম কখনও তরবারির বলে বিস্তার লাভ করে নাই, বরং ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও নৈতিক শক্তিই হৃদয় জয় করিয়াছে। মৌলানা ও ইসলামের মহাশত্রুদের লিখা উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলির পর ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যদি আমরা কোন কোন ন্যায়পরায়ন অমুসলমানের অভিমতও পেশ করি। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ইসলামের সমর্থকও গুন-গ্রাহী ছিলেন না। কেহ কেহ এমনও আছেন, যাঁহারা লেশমাত্র ছুতা পাইলে ইসলামের উপর আক্রমন করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াল্লামের আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধগুলির প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ

"ইসলামের প্রায় সকল বিরুদ্ধবাদী বিশেষতঃ বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী প্রচারকগণ এবং দেশে অশান্তির অনল প্রজ্জালনকারী দল বলিয়া থাকে যে, হযরত মোহাম্মদ সাহেব (সাঃ) মদীনা যইয়া শক্তি সঞ্চয় পূর্বক দয়া ও সৌজন্য সূচক তাঁহার কৃত্রিম শিক্ষায় অটল থাকিতে পারেন নাই। বরং তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসার আসক্তি, রাষ্ট্র-ক্ষমতা, পদবী, ধনদৌলৎ প্রভৃতি লাভের জন্য প্রবল পরাক্রমের সহিত তিনি তরবারি ও শক্তি প্রয়োগ করেন। বরং এইরূপ পর্যন্ত বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই যে,

তিনি খুনী পয়গাম্বররূপে পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া-কাণ্ডের একশেষ করিলেন এবং তিনি তাঁহার কৃত্রিম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মানদণ্ড হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু ইহা ঐ সকল সংকীর্ণ-চেতা বিরুদ্ধবাদীগণের অভিমত যাহারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অযথা বিদ্বেষ পোষণ করে। উপযুক্ত দৃষ্টি শক্তির অভাব বশতঃ ও পক্ষপাতিত্বরূপী অজ্ঞানতার পর্দা তাঁহাদের চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখার কারণে তাঁহারা আলোর পরিবর্তে অনলের, গুণের পরিবর্তে দোষের, ভালর পরিবর্তে মন্দেরই অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং যাবতীয় উচ্চ মার্গ ও শিক্ষাকে এমনই বিশ্রীভাবে উপস্থিত করেন যে, তাহাতে তাঁহাদের কুৎসিত আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তাঁহাদের চিত্ত-কালিমার সন্ধান পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায়।''[১]

এই উদ্ধৃতিটি এক অমুসলমান বক্তা পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্র দেব শর্মা শাস্ত্রীর একটি বক্তৃতা হইতে গৃহীত। তিনি ১৯২৮ সনে গোরক্ষপুরে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতাদানকালে উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। পরে পণ্ডিত মহাশয় এই বক্তৃতাতেই ইসলামের মীমাংসাকারী শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার সারমর্ম নিম্নোদ্ধৃত কথায় বর্ণনা করেন ঃ

"বিরুদ্ধবাদীগণ অন্ধ। তাহারা দেখিতে পায় না যে, মোহাম্মদ (সাঃ) এর দয়া ও সৌজন্য, বন্ধুত্ব ও ক্ষমাই ছিল তাঁহার তরবারী, যাহা বিরুদ্ধাচারীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিত। ইহা তাহাদের হৃদয়কে পরিষ্কৃত করিয়া আয়নার ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া দিত। লৌহ নির্মিত তরবারি অপেক্ষা ইহার কাটিবার ক্ষমতা ভয়ঙ্কর এবং ইহা অতীব ধারাল।''[২]

---

(১) 'দুন্‌য়্যাকা হাদীয়ে আযম গাইরোঁ কি নজর মে মকবুল,' ৫৭ পৃঃ।
(২) 'দুনয়া কা হাদীয়ে আজম গাইরোঁ কি নজর মে,' ৬১ পৃঃ।

এই উদ্ধৃতির উপর টীকা অনাবশ্যক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মৌলনা মওদুদী তাঁহার প্রভুর প্রতি একজন কৃষ্ণভক্তের ন্যায়ও ন্যায়পরায়ণ হইতে পারেন নাই। শুধু একজনই নহেন, শ্রীকৃষ্ণের অনেক ভক্তই ইসলামের ইতিহাস গভীরভাবে পাঠের পর আমাদের প্রভুর অপরিসীম গুণ-গরিমা অনুভব করিয়াছেন এবং ইহা না বলিয়া পারেন নাই যে ঃ

"লোকে বলে, ইসলাম তরবারির বলে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাদের এই অভিমতের সহিত একমত হইতে পারি না, কারণ বলপূর্বক যাহা বিস্তার করা হয়, শীঘ্রই অত্যাচারীর নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লওয়া হয়। (দুঃখের বিষয় মৌলানা সাহেবের নবুয়তের প্রকৃতির সহিত পরিচিত চক্ষু'র সম্মুখে এই স্থূল কথাটিও ধরা পড়ে নাই।—উদ্ধৃতি দাতা) ইসলামের প্রচার অত্যাচার মূলক হইয়া থাকিলে, আজ ইসলামের নাম গন্ধও থাকিত না। কিন্তু ইহার পরিবর্তে আমরা দেখিতে পাই যে, ইসলাম দিন দিনই উন্নতি করিতেছে। কেন? এইজন্য যে, ইসলাম ধর্মপ্রবর্তকের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। মানুষ মাত্রের জন্যই তাঁহার প্রেম ছিল। তাঁহার মধ্যে প্রেম ও দয়ার পবিত্র বৃত্তিগুলি কাজ করিতেছিল। সৎ-চিন্তা তাঁহার পথ প্রদর্শক ছিল।"[১]

কিন্তু মৌলানা সাহেব তবু জিদ করিবেন যে, ইসলামের মীমাংসাকারী শক্তি আঁ-হযরত (সঃ)-এর মোজেযাপূর্ণ জীবনে নিহিত ছিল না, পরন্তু তাহা তরবারির মধ্যে নিহিত ছিল। পরিতাপ! শত পরিতাপ !!

তাঁহার পবিত্র জীবনের যে মুজেযা এক বিরুদ্ধবাদী আর্য সমাজীর চক্ষু দেখিয়া ফেলিল, মৌলানার জ্ঞানপূর্ণ চক্ষু উহা দেখিতে পাইল না। 'আর্য মুসাফের' পত্রিকার ইসলামের শত্রুতার কথা কে

(১) সম্পাদক—'সৎ-উপদেশ'; লাহোর ৭ই জুলাই, ১৯১৫ ইসাব্দ, বরগুযিদা রসুল গয়রুঁ মে মকবুল', ১২—১৩ পৃঃ।

না জানে? আর্যধর্মের এই মুখপত্রটি সর্বদা ইসলামের বিরোধীতা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু যখন ইহার একজন প্রবন্ধ লিখক রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিজয়ের কারণগুলি লইয়া আলোচনা করিলেন, তখন তরবারি শক্তির অপবাদকে একটি অলীক ও উদ্ভট কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার জয়ের কারণ শুধু তাঁহার জীবন যে এক মূর্ত মুজেযা ছিল, ইহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন এবং ইহা মানব প্রকৃতির কেমন সত্য ও পবিত্র সাক্ষ্য ঃ

"যে মহাপুরুষ কোরেশগণকে জলন্ত ইমানের পানপাত্র পান করাইয়াছিলেন, তিনি এক মূর্তিমান মুজেযা ছিলেন। * * * যদি মোহাম্মাদের জীবন একটা মুজেযা না হইত, তবে কে আমাদিগকে অলিদের (যথাসম্ভব 'খালিদ-বিন্ অলীদকে' লেখক বুঝাইতেছেন —উদ্ধৃতি-দাতা) নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা অনুপ্রাণিত করিত? হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম—উদ্ধৃতিদাতা) ঈমানের সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়াছেন এবং আরবের মরুবাসীগণকে এক ওয়াহেদ খোদার উপাসকে পরিণত করিয়াছেন।"[১]

তারপর, লাহোরে অনুষ্ঠিত আর্য সমাজের এক সম্মিলনীর অধিবেশনে গুরুকুল নগরীর বৈদিক কলেজের প্রাক্তন প্রফেসার এবং বৈদিক ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক প্রফেসার রামদেব মহাশয় আমাদের প্রভু মোহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে তরবারির দ্বারা ইসলাম প্রচার করিবার অপবাদটি ভ্রান্ত হওয়া নির্ধারণ পূর্বক তাঁহার গবেষণার ফল বর্ণনা করেন ঃ

"কিন্তু মদিনায় বসিয়া থাকিয়া মোহাম্মদ সাহেব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম—উদ্ধৃতি-দাতা) তাহাদের মধ্যে যাদুর বিদ্যুৎ ভরিয়া দিলেন। এমন এক বিদ্যুৎ যাহা মানুষকে দেবতায় পরিণত করে। * * * * ইসলাম শুধু তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে,

---

(১) 'আর্য মুসাফের,' অক্টোবর ১৯১৩ ইসাব্দ, ১, ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা 'বরগুযিদা রসুল গায়রুঁ মে মকবুল,' ২৪ পৃঃ।

ইহা ভ্রান্ত কথা। বস্তুতঃ, ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলাম বিস্তারের জন্য কখনও তরবারি ধারণ করা হয় নাই। যদি ধর্ম, তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আজ কেহ বিস্তার করিয়া দেখাইয়া দিক।"[১]

শেষ উক্তিটি কিরূপ চিরস্থায়ী সত্যে ভরা। "যদি ধর্ম তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আজ কেহ বিস্তার করিয়া দেখাইয়া দিক।" আমাদের পবিত্র প্রভু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বল প্রয়োগ করেন বলিয়া যারা অভিযোগ করে, তাহাদিগের জন্য ইহা ভাবিবার বিষয়। ইহা তাহাদিগের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। যে পরম সত্ত্বা ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি দিব্যি করিয়া বলিতেছি যে, নবুওতের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর যইতে ইতিপূর্বও কোন বল-প্রয়োগকারী অত্যাচারী এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেয় নাই এখনও দিতে পারে না এবং ভবিষ্যতেও কখনও পারিবে না। এক। মওদুদী সাহেব কেন, পঞ্চাশ কোটি মওদুদী সম্মিলিত হইয়া চেষ্টা করিলেও একটি মানুষের হৃদয় হইতেও তরবারির দ্বারা তাহার ধর্মকে বিতাড়িত করিতে পারিবে না। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী একথার সাক্ষী যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীগণের তরফ হইতে বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করাইবার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার তরবারি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবারেই বিরুদ্ধবাদী-গণকে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে। তাহাদিগের হাত পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, তরবারি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ধর্ম তাহাদের ছায়ার নীচে বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা কিরূপে সম্ভব যে নবীগণের প্রধান উক্ত নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক এবং পবিত্র সম্প্রদায়ের প্রচারনীতি ছাড়িয়া বিফলকাম জালেমদের নীতি গ্রহণ করেন? কখনও না। এমন কথা বলিও না। আমাদের প্রভুর উপর ইহা সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম। ইহা এমন জুলুম যে অপরেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, এরূপ হয় নাই। মোসিয়ু আওজিন ক্লোফল তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

---

(১) আখবার "প্রকাশ"-বহাওয়ালা বরগুজিদা রসুল গাইরুঁ মে মকবুল, ২৪ পৃঃ।

"মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম—উদ্ধৃতি-দাতা) সমগ্র বিশ্ব জয় করিতে ও ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অত্যাচার করেন নাই। তাহাদিগকে ধর্মমতের স্বাধীনতা দিয়েছেন, বিবেচনা শক্তির স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাহাদের কৃষ্টি ও সামাজিক অধিকার বজায় রাখিয়াছেন।"[১]

মিঃ গান্ধী অতিশয় প্রতিভাবন সূক্ষ্ম-দর্শী ছিলেন। পরে তিনিও তাঁহার পূর্বোল্লিখিত মত পরিবর্তন করেন এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজের এক সংখ্যায় স্বীকার করেন ঃ

"আমি যতই এই বিস্ময়কর ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি, এই সত্য আমার কাছে ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ইসলামের প্রাধান্য তরবারির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।"

ডাঃ ডি, ডাবলিও লাইটজ কোরআন করীম হইতেই এই অপবাদ খণ্ডনার্থে এক অকাট্য দলিল দিয়াছেন ঃ

"বস্তুতঃ, তাহাদের সকল যুক্তিই পণ্ড হইয়া যায়, যাহারা মনে করে যে, জেহাদের উদ্দেশ্যে ছিল তরবারির দ্বারা ইসলামের বিস্তার। কারণ ইহার বিরুদ্ধে সুরাহ হজ্জে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, জেহাদের উদ্দেশ্য মসজিদ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও সাধু সন্ন্যাসীদের তপস্যালয়কে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা।"[২]

সুতরাং তরবারির বলে ইসলাম বিস্তারের অপবাদদাতাদিগকে আমি কোরআন করীমের উক্তি দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতেছি ঃ

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها - (سورة محمد ع)

(১) 'ইসলাম আওর ওলামায়ে ফেরিঙ্গ', ৯ পৃঃ, 'বরগুজিদা রসুল গয়রুঁ মেঁ মকবুল, ১১ পৃঃ।

(২) 'এসিয়েটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ,' অক্টোবর ১৮৮৬ ইসাব্দ।

"তাহারা কি কোরআন লইয়া চিন্তা করে না. অথবা তাহাদের হৃদয়ে তালা লাগিয়া গিয়াছে?' [সূরা মোহাম্মাদ, ৩য় রুকু]

মৌলনাকে বুঝাইবে কে? তিনি জোর করিয়াই এই দাবী করেন এবং ঢোল পিটাইয়া উহা প্রকাশ করেন। ফিণ্ডর, সেল, হেনরী কুপার; স্মিথ্ ও স্প্রেঙ্গারের রঙে রঙীন হইয়া তিনি জিদ করিয়া ঘোষণা করেন ঃ

"এই পলিসীই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ছিল। তাঁহার পর খোলাফায়ে-রাশেদীন ইহাই পালন করেন। আরব, যেখানে প্রথম মুস্‌লিম পার্টি জন্ম গ্রহণ করে, সেই দেশকেই সর্বপ্রথম ইসলামী হুকুমতের অধীন করা হয়। ইহার পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পার্শ্ববর্তী দেশ-গুলিকে তাঁহার নীতির দিকে আহবান করেন। কিন্তু এই আহবানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, শক্তি সঞ্চয় করা মাত্র তিনি রোমক সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। আঁ-হযরত (সাঃ) এর পর হযরত আবু বকর (রাযিঃ) পার্টির নেতা হইলে, তিনি রোম ও ইরাণ উভয় গয়ের ইসলামী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেন এবং হযরত উমর (রাযিঃ) এই অভিযানকে বিজয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছান।'[১]

যদি এই উদ্ধৃতিটি কোন কম্যুনিষ্ট ঐতিহাসিকের লিখা হইত এবং মার্কস, লেনীন বা ষ্ট্যালীনের প্রতি আরোপ করা হইত এবং মুসলিম পার্টির স্থলে কম্যুনিষ্ট পার্টি লিখা হইত, তাহা হইলে কোন আশ্চর্যের কথা ছিল না। চিত্তে কোনরূপ চঞ্চলতা অনুভব না করিয়াই আমরা এই কথাগুলি পড়িয়া আগাইয়া যাইতাম। কখনও ভাবিতাম না যে, কে কি লিখিয়াছে। হায়, যদি তাই হইত! কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা হয় নাই। আবার বলি, দুঃখের বিষয়, এরূপ হয় নাই।

(১) 'হকিকতে জেহাদ,' ৬৫ পৃঃ।

উদ্ধৃতিটি এক মুসলমান রাহ্-নুমা বা ধর্ম-নেতার লিখা। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেই মহাপবিত্র পুরুষের উপর অপবাদ দিয়াছেন, যাঁহার গোলামীর দাবী তিনি করেন।

ইহা মৌলানা মওদুদীর লিখা। কথা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। অপবাদ অত্যন্ত ঘৃণিত ও উলঙ্গ। শুধু একটি অপবাদই নয়। অপবাদের পর অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই লিখাটি পড়াও আমার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর। আমি বর্ণনাতীত কষ্ট পাই যখন আমার নজর এই কথাগুলির উপর পড়ে যে আহবান পাঠান হইল, কিন্তু

> "এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, শক্তি সঞ্চয় করা মাত্র তিনি রোমক সাম্রাজ্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।"

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পলিসী সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রকৃতির ছিল। ইহা সদ্য-প্রসূত শিশুর চিত্তের ন্যায় পবিত্র ও বিমল ছিল। তরবারি, তিনি তখন, শুধু তখনই ধারণ করিয়াছিলেন, যখন তাঁহার প্রতি সকল অত্যাচার ও নিপীড়ন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাঁহার হাত শান্তির হাত ছিল। আক্রমণাত্মক অস্ত্র ধারণ তিনি আদৌ জানিতেন না। অমুসলমান সাধুচিত্ত সুধী মণ্ডলীও তাহার এই পলিসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহাকে সর্বতোভাবে শান্তিপূর্ণ ও আত্মরক্ষা মূলক নীতি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। মওদুদী সাহেবের লিখিত উপরের উদ্ধৃতিটি পাঠের পর এখন এক শিখ সাময়িকী হইতে একটি উদ্ধৃতিও পাঠ করুন ঃ

"প্রথমে যখন আঁ-হযরতের বিরুদ্ধাচারীগণ তাহার জীবন যাত্রাকে অসহনীয় করিয়া তুলিল, তখন তিনি তাঁহার অনুবর্তিগণকে জন্মস্থান ছাড়িয়া মদিনায় যাইতে বলিলেন। অর্থাৎ, দেশের কোন ভ্রাতার উপর হাত তুলিবার পরিবর্তে হজুর প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ পছন্দ করিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন তাঁহার প্রতি জুলুম সীমা ছাড়াইয়া গেল, তখন অগত্যা তিনি তাঁহার ও ইসলামের হেফাজতের জন্য তরবারি ধারণ

করিলেন। ধর্ম প্রচারের জন্য বল প্রয়োগ করা যায় বলিয়া যে ঘোষণা করা হয়, উহা ঐ সকল নির্বোধ ব্যক্তিদের ধারণা, যাহারা না জানে ধর্ম, না জানে দুনিয়া। তাহারা প্রকৃত সত্য হইতে দূরে বলিয়া এই ভ্রান্ত বিশ্বাস লইয়া গৌরবানুভব করে।''[১]

আমি ইহার উপর কোনই সমালোচনা করিতে চাই না। পাঠকের হৃদয় আপনিই সাক্ষ্য দিবে যে, কে সত্যবাদী। শিখ সাংবাদিক না নবুওত-চরিত্র-বিশারদ মৌলানা মওদুদী?

---

(১) 'নাওয়াঁ হিন্দুস্থান', দিল্লী প্রকাশের তাং ১৭-১১-৬২ ইসাব্দ।

ইতিহাসের আলোকে

ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগের অভিযোগ

পূর্ব অধ্যায়ে মৌলানা মওদুদীর লেখা হইতে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, ("কিন্তু ওয়ায-নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহবায়ক যখন হাতে তরবারি লইলেন * * *,") ইহা তাহার প্রণীত 'আল্-জেহাদ ফিল-ইসলাম,' পুস্তক হইতে গৃহীত। এই পুস্তকপাঠে মানুষ অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ইহা এমন এক ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্বের ফল, যাঁহার চিন্তা-ধারা তাঁহার ব্যক্তিগত ভাব-প্রবণতা ও মনোবৃত্তির অধীন।

আল্লাহতা'লা মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন ন্যায় বিচারকারীরূপে, যাহা তাহার হৃদয় আবেগ এবং জ্ঞানের সমানভাবে বিচার করিয়া চলে। যেমন একদিকে এই দুইটিকে পরস্পর অন্যায় হস্তক্ষেপ হইতে নিবৃত্ত রাখে, তেমনই অন্যদিকে উহাদের মধ্যকার সাম্যকে কায়েম করে। কিন্তু যদি কাহারও বিচার দৃষ্টি ও চিন্তা ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে বিবেচনাহীন হইয়া পড়ে, কিম্বা নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে না পারিয়া স্বীয় প্রবৃত্তির দাস হইয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির মনো-জগতে এক প্রকার বিশৃঙ্খলা ও আইন-হীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি এইরূপ পরাধীন ও বিচারহীন বুদ্ধি কোন অপগণ্ড মূর্খ বা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়হীন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সমষ্টিগতভাবে তাহার দ্বারা মানুষের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। কিন্তু যতই এইরূপ ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানের বা আবেগের প্রাচুর্য ঘটে, ততই সে নানা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর জন্য বিপদ ও পরীক্ষার কারণ হয়। বিচার-বুদ্ধি দুর্বল হইলে কখনও মানুষ আপন ভাব-প্রবণতার দাস হইয়া পড়ে এবং কখনও সে বাহ্যিক জ্ঞানের কিঙ্কর হয়। কখনও এক বিভ্রান্ত কবি বা পাগলের বেশে সে উপস্থিত হয় এবং কখনও সে এক শুষ্ক দার্শনিক বা আধ্যাত্মিকতা-হীন বিদ্বানের রূপ ধারণ করে। এইগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি অবস্থা মানব জাতির জন্য একটা বিপদ ও আশঙ্কার বিষয়।

মৌলানা মওদুদীর কোন কোন পুস্তক যেমন 'আল-জেহাদ ফিল্-ইসলাম' পাঠ করিয়া আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তাঁহার বিচার-বুদ্ধি স্বাধীন নহে. বরং উহা তাঁহার ব্যক্তিগত ভাব-প্রবণতার অধীন। এই কারণেই তাঁহার সংগৃহীত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে যে সকল সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, ঐগুলি অত্যন্ত চঞ্চল, বরং পরস্পর বিরোধী। ইসলাম সম্বন্ধে মৌলানা প্রথম হইতেই এই মত স্থির করিয়াছেন যে, নিষ্কলঙ্ক ধর্ম বিস্তার করিতে হইলে তরবারির জোর চাই। কিন্তু মধ্যে এই মুশকিল দেখা দেয় যে, এক তো কোরআন এই মতের বিরোধী এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা ইহার বিরোধী, তারপরে অন্যদের সমালোচনারও কিছু কিছু ভয়। তাহারা কি বলিবে না যে, ইসলাম পশুর ধর্ম ? এইজন্য মৌলানা এক আশ্চর্যজনক হাবুডুবুর মধ্যে পতিত হন। তিনি যাহা চান, তাহাও সম্পূর্ণ বলিতে পারেন না, এবং যাহা পারেন, তাহা মনের পূর্ণ কথা নয়। এই গোলক ধাঁধায় পড়িয়া মৌলানা মনের কথা বলার জন্য একটা অত্যন্ত কুটিল উপায় বাহির করেন। আলোচ্য পুস্তকের প্রথমদিকে তিনি এই দাবী করেন যে, ইসলাম ধর্মে বলপ্রয়োগ বৈধ রাখা হয় নাই। কিন্তু শেষের দিকে তিনি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পুস্তকখানির প্রথমদিকে সমস্ত জোর এই কথা প্রমাণ করিবার উপর দেওয়া হইয়াছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে আলিহী সল্লামের যুদ্ধগুলি আত্মরক্ষা মূলক ছিল। ঐগুলির উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা কায়েম করা, উৎপীড়ন দ্বারা ইসলামকে দমন করিবার জন্য বিরুদ্ধবাদীগণের সকল নাপাক চেষ্টাকে ব্যর্থ করা এবং তাহাদের আরোপিত বিধি-নিষেধের বেড়াজাল হইতে সত্যকে মুক্তি দান করা।

এক পা অগ্রসর ঃ মৌলানার আলোচ্য পুস্তকের উক্ত মন্তব্য পাঠে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে যে, বাহ্! ইহা বেশ পবিত্র ধর্ম। ইহা মানুষের প্রকৃতির সঠিক প্রতিধ্বনি। ইহা স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা দেয় এবং মানুষের এই অধিকারকে স্বীকার করে যে, সে তাহার ধর্মীয় চিন্তায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্য ধর্মমত তাহার উপর চাপাইতে কোন প্রকার বল প্রয়োগের প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী

হয় না। মওদুদী সাহেব এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরেন। তাঁহার সমস্ত যুক্তিধারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহার পর তাঁহার যুক্তির মোড় ফিরিয়া গিয়া কিরূপে ইসলামের সহিত বল প্রয়োগের ধারণাকে সংযুক্ত করা যায় তিনি সেই পথে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। আপনি ইহা পাঠ করিয়া অবশ্য হয়রান হইবেন যে, পূর্বোক্ত মত স্বীকার করা হইলে যখন ইসলামের যুদ্ধগুলি শুধু আত্মরক্ষা মূলক হয় এবং ধর্মে বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে ইহা এক প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তখন একই নিঃশ্বাসে একথা বলার স্থান কোথায় যে, ইসলাম নিজেই ধর্মের নামে বল প্রয়োগ বৈধ করিয়াছে? ইহা বুঝা আপনার ও আমার জন্য কঠিন। কিন্তু মওদুদী সাহেবের জন্য কঠিন নয়। দাঁত-ভাঙ্গা উত্তর দিয়া শত্রুর মুখ বন্ধ করার পর তিনি নিশ্চিত হইয়া স্বগৃহে আপন লোকের মধ্যে বসিয়া মনের কথা বলা আরম্ভ করিয়াছেন এবং আশ্চর্য-জনক মানসিক ডিগবাজি খাইয়া কোরআন ও হাদিসকে মনগড়া অর্থের রূপ দিয়া এবং বৈধতার অবোধ্য অজুহাত পেশ করিয়া অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, মুসলমান করিবার জন্য অবশ্য যুদ্ধ সর্বাবস্থায় অবৈধ, কিন্তু অনাচার প্রতিরোধ করিবার জন্য শুধু বৈধই নয় বরং অবশ্য কর্তব্য—কেননা অনৈস্লামিক দেশগুলিতে এবং তাহাদের সমাজে বহু অনাচার প্রচলিত থাকিলেও ইসলাম কখনও স্বদেশে পরস্পর অনাচারে লিপ্ত থাকা বরদাশ্‌ত করিতে পারে না এবং এই প্রকার বল-প্রয়োগকে মানুষের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ধরা যাইবে না; কারণ ইসলাম বিস্তারের সহিত উহার কোনই সম্পর্ক নাই, শুধু অনাচার রোধের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

আরো এক পদ অগ্রসর: ইহা বলার পর মৌলানা তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতার অনেক খানি নিকটে আসিয়া পৌঁছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার মনের সকল কথা বলা হয় নাই। ভাল, কাহাকেও তরবারির বলে অনাচার হইতে ক্ষান্ত করিলে, আনন্দ কোথায়? অনাচার নিবৃত্তির জন্য একবার তরবারি ধরিয়া কি কেহ আর বসিয়া পড়ে? না, ইহার আরো কোন উদ্দেশ্য থাকা চাই। সেই উদ্দেশ্য খোঁজা কোন কঠিন কাজ নয়। যদি কোরআন করীমের

আয়েতকে শুধু স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত পরিবেশের মধ্যে ইচ্ছামত অর্থের পোষাক পরাইয়া দেওয়া হয়, তবে সহজেই ইহা হইতে পারে। বস্তুতঃ এই সহজ পথ গ্রহণ করিয়া মওদুদী সাহেব বলেনঃ

"যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য حتى يعطوا الجزية [যে পর্যন্ত জিজিয়া না দেয়'] বাক্য উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে (যে যুদ্ধ অন্যায় কাজ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আরম্ভ করা হইয়াছিল—উদ্ধৃতিদাতা)। যদি حتى يسلموا ['যে পর্যন্ত স্বীকার না করে'] বলা হইত, তাহা হইলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হইত তাহাদিগকে তরবারির বলে মুসলমান করা। কিন্তু 'হাত্তা ইয়্‌তুল্ জিযইয়াতা' (জিজিয়া না দেওয়া পর্যন্ত) কথাগুলি স্পষ্টই জানাইতেছে যে, তাহাদের জিযিয়া দানে সম্মত হওয়া যুদ্ধের শেষ সীমা। অতঃপর, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, তাঁহাদের ধন-প্রাণের উপর কোনই আক্রমণ করা যায় না।"[১]

পাঠক, এখন আশা করি আমার এই ভূমিকা দেওয়ার উদ্দেশ্য বেশ ধরিতে পারিয়াছেন। গোলামী বুদ্ধির সহিত যখন কিছু বিদ্যা সংযুক্ত হয়, তখন উহা পৃথিবীর সম্মুখে আশ্চর্যজনক চাঞ্চল্য ও ধ্বংসকারী পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়া থাকে। পরিহাসের একটা সীমা আছে। শুরু করা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গ নিয়া যে, ইসলাম বিবেকের স্বাধীনতার ধর্ম এবং ইসলামের যুদ্ধগুলির কারণ ছিল, বিরুদ্ধবাদির দ্বারা ধর্মে স্বাধীনতায় পদদলন, মধ্যে আসিয়া এক অভিমত খাড়া করা হইল যে, প্রকৃত পক্ষে ইসলামের দুইটি ভাগ—ভাল বিষয়ের আদেশ দান এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধ। ভাল বিষয়ের আদেশ দানে অবশ্যই বিবেকের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়। এজন্য ইসলাম তাহা করে না। কিন্তু যেহেতু মন্দ কাজ কোন অবস্থাতেই সহ্য করা যায় না, সেইজন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাবতীয় মন্দ কার্য তরবারির বলে বিলোপ সাধনের জন্য ইসলাম যুদ্ধের আদেশ দেয়। ইহার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, যেহেতু গহিত

(১) 'আল-জিহাদ ফিল্—ইসলাম,' ৯৩ পৃঃ।

কর্ম লোপের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হইয়াছিল সেইজন্য ইসলাম জিযিয়া নিয়া সন্তুষ্ট হয়। "তারপর, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক তাহাদের ধনপ্রাণের উপর কোন আক্রমণ করা যায় না"—এখানে পৌঁছিয়া মৌলানা অর্ধ ইসলাম অর্থাৎ গর্হিত কর্ম রোধও একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। কারণ জিযিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এমন কি, ইহাও স্মরণ রহিল না যে, এখানে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার অর্থ কি? ভাল বিষয়ের আদেশ ও অপকর্ম রোধ, দুইটিই বা দুইটির মধ্যে একটি?

শেষ ঝম্প ঃ কিন্তু এখন পর্যন্ত মৌলানা তাঁহার প্রাণের কথা সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারেন নাই। শেষ লম্ফ দেওয়া বাকী আছে। মওদুদী চিন্তায় কখনও একথা আসিতে পারে না যে, ইসলাম প্রচারে তরবারির কোন সম্পর্ক নাই এবং বল প্রয়োগ ছাড়াও পৃথিবীতে ধর্ম বিস্তার লাভ করিতে পারে। এইজন্য তিনি যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য জিযিয়া আদায় বর্ণনার পর প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ইসলাম বিস্তারের জন্য তরবারি সর্বাবস্থায় অপরিহার্য ছিল। তাই, ইংরাজী প্রবাদ "The cat is out of the bag" (গোমর ফাঁক হইয়া পড়িল) অনুযায়ী তাঁহার মনের কথা অবশেষে বাহির হইয়া পড়িল। মওলানা হঠাৎ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওআলিহী ওসাল্লাম-এর পবিত্র নামের উপর এই অপবাদ লাগাইবার জন্য লাফাইয়া পড়িলেন ঃ

['কিন্তু যখন মুজেযা বিফল হওয়ার لیکن جب معجزات کی ناکامی کے بعد داعیٔ اسلام نے تلوار ہاتھوں میں لی পর ইসলামের আহবায়ক তরবারি হাতে হাতে লইলেন] এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের সব কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহা এখন পর্যন্ত বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যদিও ইহার পূর্বে মৌলানা সাহেবের পদযুগল উপহাসের সীমানার মধ্যে বিচরণ করিতেছিল, কিন্তু এই ঝম্পের পর তিনি প্রকাশ্য অত্যাচারের সীমানায় গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং তিনি তাঁহার নিজস্ব রঙে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত বলিতে যাইয়া ধর্ম প্রচারের

এই রক্ত-প্রিয় মতবাদকে সাক্ষাৎ সত্য বলিয়া উপস্থাপিত করিলেন। তাহার কালিমা লিপ্ত পৃষ্ঠাগুলির শেষ ফল দাঁড়াইল নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে ঃ

جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنانا ہے اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصہ نہیں ہے -

অর্থাৎ, "ইসলাম তরবারির বলে মানুষকে মুসলমান করিয়াছে বলা যেমন ভুল, তেমনি ইহাও বলা ভুল যে, ইসলামের প্রচারে তরবারির কোন অংশ নাই।"[১]

পাঠক! দেখিলেন আপনি কোথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং কোথায় গিয়া পৌঁছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তরবারি গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং কোথায় ব্যবহৃত হইতে লাগিল?

মৌলানার এই চালবাজি দেখিলে আপনাপনি ঐ সকল দেশের উপর দৃষ্টি পতিত হয়, যাহারা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করিয়া আক্রমণাত্মক কার্যে ব্যবহার করে। মৌলানা যাহা খুশি করিতে পারেন এবং যেভাবে ইচ্ছা তাঁহার চিন্তা-শক্তিকে চালনা করিতে পারেন। শুধু এইটুকু সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল যে, যে বিদ্বেষী শত্রুগণ প্রথম দিন হইতেই ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্তকের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে, যাহারা প্রতি মুহূর্ত সুযোগ অন্বেষণে একান্ত তৎপর, তাহাদের জন্য স্বহস্তে দুগের ফটক উদ্ঘাটন না করা।

যদি মৌলানা কোরআন ও হাদিস অধ্যয়ন না করিতেন বা তিনি ইসলামের ইতিহাস কিছুই না জানিতেন তবে আমি এই মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতাম যে, তিনি যাহা কিছু বলিতেছেন, অজ্ঞতা বশতঃ বলিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাও বলিবার কোন উপায় নাই। সব জ্ঞান স্বস্থানে আছে এবং তিনি সবই

(১) আল্-জেহাদ ফিল্-ইসলাম, ১৩৮ পৃঃ।

বুঝেন। কিন্তু যদিও ইসলামের ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা ও এক একটি শব্দ এই ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ইস্‌লাম প্রচারে তরবারির অনুমাত্র দখল ছিল, তবুও তিনি এই মতের উপরই জিদ ধরিতেছেন এবং উচ্চ কণ্ঠে তিনি তাঁহার জিদের কথা ঘোষণা করিতেছেন। অথচ বলিতে পারেন না যে, হৃদয়ের মরিচা বিদূরিত করিবার জন্য তরবারি যদি এতই প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা হইলে আবু বকর (রাযিঃ), উমর (রাযিঃ), উসমান (রাযিঃ) ও আলী (রাযিঃ)র হৃদয়ের মরিচা কোন্ তরবারির দ্বারা বিদূরিত হইয়াছিল? কোন্ তরবারি হাবশী বেলাল (রাঃ)র হৃদয়ে তৌহীদের আলো প্রবেশ করাইয়াছিল? তারপর কোন্ সে তরবারি ছিল, যাহা যায়েদ-বিন্ হারেস ও যুবায়ের ইবনুল্ আওয়ামকে মুসলমান করিয়াছিল? উহা কোন্ তরবারি ছিল, যাহা হামযা ও তালহার হৃদয়ে ঈমান আনিয়া দিয়াছিল? আবদুর রহমান বিন্ আউফ, আবু ওবায়দা বিন্ আবদুল্লাহ্, উসমান বিন্ মাযউন এবং সাআদ বিন আবি ওক্কাসের হৃদয় কোন্ তরবারির ঝলকে পরিষ্কৃত হইয়াছিল? আর সেই আনসার, যাঁহাদের সংখ্যা সহস্রে সহস্রে পৌঁছিয়াছিল, যাঁহাদের সম্বন্ধে স্বয়ং মৌলানাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাঁহাদের ইস্‌লাম গ্রহণে কোন তরবারির যোগাযোগ থাকার নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না, হৃদয়ের পবিত্রতা সাধনের এই অপরিহার্য অস্ত্র ছাড়া কি প্রকারে তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র করার কাজ সফলকাম হইয়াছিল? কি প্রকারে তাঁহাদের হৃদয়ের মরিচা অপসারিত হইয়াছিল এবং কি প্রকারে নূতন রঙ দেওয়ার জন্য মাজিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছিল? মৌলানা ইস্‌লামের ইতিহাসের উপর একবার দৃষ্টিপাত করুন। তারপর বলুন, ইহা কি সত্য নয় যে, এই সকল মুহাজের ও আন্‌সার যাহাদের ইসলাম গ্রহণে তরবারির সংস্রব থাকা আপনিও অস্বীকার করিবেন, তাঁহারাই তো ইস্‌লামের ঐ সকল ফল, যে ফলোৎপাদনের জন্য ইস্‌লাম প্রবর্তক জগতে আবির্ভূত হন। ইঁহারাই সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহাদিগকে ইস্‌লামের রসূল গৌরবের সহিত বিশ্বের সম্মুখে এই

বলিয়া উপস্থিত করিতে পারিতেন ঃ "হে মানবমণ্ডলি, ইঁহারাই সৃষ্টির সার, যাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য এ বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে।' তাঁহাদিগকেই ধর্মাকাশের নক্ষত্র বলা হইয়াছে। তাঁহাদেরই কাহারও কাহারও সম্বন্ধে বদর প্রান্তরে ইসলামের পয়গম্বর (সাঃ) করুণ কান্না সহ খোদার হুযুরে দোয়া করিয়াছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ اَهْلَكْتَ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِى الْاَرْضِ اَبَدًا

"হে আল্লাহ্! যদি এই জামাতটিকে আপনি ধ্বংস হইতে দিন, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর কখনও আপনার এবাদত করা হইবে না।"

ইহাই খোদাভক্তগণের মধ্যে সেই প্রধান জামাত, যাঁহাদিগের হৃদয় আরশ অধিপতি আল্লাহ্র আসনে পরিণত হইয়াছিল এবং খোদার জিকির (স্মরণ) দ্বারা পরিপ্লুত হইয়াছিল। তাঁহারা কে ছিলেন এবং এ সব কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? তাঁহারা কি আরবের সেই উচ্ছৃঙ্খল অধিবাসী ছিলেন না? আরববাসীর হায় ইস্লাম গ্রহণের পূর্বে (ইল্লা মা শা-আল্লাহ) নানা প্রকার পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত ছিল, শেরকের কালিমা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া যাহাদের হৃদয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, যাঁহাদিগকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওয়া সাল্লাম আধ্যাত্মিক পানি দিয়া ধৌত করিয়া পরিষ্কার ও পবিত্র করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাদের ভিতর ও বাহিরকে খোদা-তা'লার রঙে প্রভূতভাবে রঙীণ করিয়াছিলেন। এমন কি, সেই রঙ তাঁহাদের অন্তঃকরণের অন্তঃস্থলে গিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং তথা হইতে বিকীর্ণ হইয়া ললাটে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মহা আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনিতে একবারও ইস্লামের আহবায়কের যুদ্ধাস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হয় নাই।

পরবর্তী মুসলমানগণ, যাহারা ইস্লামের রুহানিয়তের সাধারণ বিস্ময় দেখিয়া মুসলমান হইয়াছিল, তাহারা কি সেই নক্ষত্র সমূহের পদ-ধূলার তুল্য ছিল? মৌলানা, আপনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন? কোন্ বিজন বনে ঘুরিতেছেন? শুনুন, আমি খোদার মহিমা ও

প্রতাপের কসম খাইয়া বলিতেছি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী সাল্লামের ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন অতীতেও ছিল না, আজও নাই এবং ভবিষ্যতেও কদাচ হইবে না।

আপনার মুখে একি কথা শুনি যে, তরবারির কাজ ভূ-কর্ষণ মাত্র! আপনি এ কি বলিয়াছেন যে, তরবারির হেদায়েত (ধর্ম-পথ) গ্রহণের পূর্বে হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত করে। আপনি কি মানব প্রকৃতির ক, খ, গ তথা প্রাথমিক পাঠও অবগত নহেন? আপনি কি এই সহজ সরল সত্যটিও জানেন না যে, সত্যের বীজের জন্য তরবারি ভূ-কর্ষণের কার্য করে না, বরং উহা ঘৃণা ও বিদ্রোহের বীজ বপন করে এবং মানুষের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিষাক্ত করিয়া দেয়। না, না, ইসলাম কখনও তরবারির চাকচিক্যের মাধ্যমে হৃদয়ের উপর অধিকার বিস্তার করে নাই। ইসলাম স্বয়ং এক পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক শক্তি। ইহা আপন সত্যের জোরে সব উদ্ধত ব্যক্তির ঔদ্ধত্য নাশ করিয়া তাহাদের মাথা নত করাইতে সক্ষম। বলুন, উমর (রাযিঃ)-এর মাথাকে কে নত করিয়াছিল? আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের তরবারি অথবা সূরা মরয়ামের কতিপয় আয়াত?

ইস্‌লাম নিজস্ব শক্তিতে নহে পরন্তু তরবারির সাহায্যেই বিস্তার লাভ করিতে পারে বলিয়া মৌলানার যে বল প্রয়োগের মতবাদ, তাহার সম্বন্ধে ইস্‌লামের ইতিহাসে যদি কোন দূরবর্তী সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তবে তাহা শুধু ইহাই যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন ইস্‌লাম রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিল এবং হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুদের শেষ শক্তিও বিনষ্ট হইল, তখন ইসলাম অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে প্রসারিত হইতে লাগিল। ইহাই একমাত্র ঐতিহাসিক যুক্তি, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই মতবাদের মত নর্তন, কুর্দন। আসুন, আমরা কিছুক্ষণের জন্য এই যুক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া দেখি যে, অতঃপর যে সকল ব্যক্তি মুসলমান হইয়াছিলেন, তরবারি তাঁহাদের অন্তঃকরণকে

কতখানি পবিত্র করিয়াছিল? ইতিহাস আমাদিগকে বলে যে, এই পরবর্তী মুসলমানগণই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের ওফাতের পর সর্বাগ্রে ইস্‌লামের খেদমত ইহাই করিয়াছিল যে, সর্বত্র ইস্‌লামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া তাহারা দলে দলে ইস্‌লামের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মৌলানা! আসুন ও প্রত্যক্ষ করুন যে, ইহারাই যদি ঐ সকল ব্যক্তি ছিল যাহাদের মাথা তরবারির নিকট অবনত হইয়াছিল, এবং তরবারি যাহাদের হৃদয়কে মরিচা-মুক্ত করিয়া ইস্‌লামের আলো গ্রহণার্থে প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা হইলে দেখুন তাহাদের চিত্তের কালিমা দৌড় দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তাহাদের অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আরো দেখুন, তাঁহারা কে ছিলেন, যাহারা ইস্‌লামের এই দুর্দিনে শত্রুর বাণ-বৃষ্টির সম্মুখে স্বীয় বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন? তাঁহারা কি আবু-বকর, উমর, উস্‌মান ও আলী (রাঃ আঃ) ছিলেন না? তাঁহাদের হৃদয় হইতে জাহেলিয়তের কালিমা কোন্ তরবারি দূরীভূত করিয়াছে?

আমি উপরোল্লিখিত যুক্তি শুধু ক্ষণেকের জন্য ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া উপস্থিত করিয়াছি যে, উহারাই ছিল ঐ সকল ব্যক্তি যাহাদের হৃদয়ে ইস্‌লাম স্বীয় সত্যের বলে নহে, বরং তরবারির সাহায্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তরবারির প্রথম ভূ-কর্ষণ করে, তারপর ইসলামের বীজ বপন করিয়া দেয়। তারপর আর এক সময়ে গিয়া ফসল উৎপন্ন হয়।[১] সুতরাং আমি মৌলানাকে এই ফসলের শস্য দেখাইতেছিলাম, যাহা স্পষ্টতঃ তরবারির কর্ষণে উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমি পাঠকগণের সম্মুখে ঐ সকল তত্ত্ব উপস্থিত করিতেছি, যদ্দারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, আরববাসীদের ইস্‌লাম গ্রহণে তরবারির স্থান প্রথমে, মাঝে বা শেষে কোথাও ছিল না।

---

(১) মৌলানা মওদুদী এই প্রকার ইস্‌লাম প্রচারকে তাঁহার আল্-জিহাদ ফিল্ ইস্‌লাম কেতাবের ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠায় উপস্থিত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ আমি ঐ সকল লোকের বিষয়েই আলোচনা করিব, যাহারা সকলের পরে মুসলমান হইয়াছিল এবং যাহাদের সম্বন্ধে মনে করা যাইতে পারে যে, তাহারা সোজাসুজি তরবারির ভয়ে বা পরোক্ষ ভাবে তরবারির প্রভাবে ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলী উপস্থিত করিবার পূর্বে প্রসঙ্গ-পরিচিতিরূপে কয়েকটি কথা পাঠকের গোচরীভূত করা জরুরী বলিয়া মনে করি।

বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে ইস্‌লামের ইতিহাস পাঠ করিলে, মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়াই পারে না যে, ইস্‌লাম প্রচারে তরবারি কখনও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের সাহায্য করে নাই। বরং ব্যাপার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিতান্ত বাধ্য হইয়া মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে মুসলমানগণ যে সকল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে, ঐ সকল যুদ্ধ ইস্‌লামের দ্রুত প্রসারে বাধা স্বরূপ ছিল। এই সমস্ত বাধা কয়েকভাবে সৃষ্টি হইত। যথা—

(১) এই যুদ্ধগুলিকে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঘৃণা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইত এবং দুষ্টমতি ব্যক্তিরা মুসলমানদের কাল্পনিক অত্যাচারের কাহিনীর দ্বারা মুসলমানদের প্রতি ভীষণ উত্তেজনা মূলক কবিতার মাধ্যমে আরবের সর্বত্র ক্রোধানল প্রজ্জলিত করিত। 'কাআ'ব বিন্‌ আশ্‌রফ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে এই দুর্ভাগা বদর যুদ্ধের পর তাহার কবিতা দ্বারা কোরাইশদের প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত করিবার বিশেষ উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছিয়াছিল। এই 'কাআ'ব বিন্‌ আশ্‌রফ' অন্যান্য আরব গোত্রগুলিতেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত, কোরাইশদের পক্ষ হইতেও ধারাবাহিক ভাবে মুসলমানগণকে বদনাম করিবার জঘন্য চেষ্টা চলিতে থাকে এবং তাঁহাদিগকে ('নাউযুবিল্লাহ্‌') খুনী এবং লুন্ঠনকারী ডাকাত দল বলিয়া চিত্রিত করা হইতে থাকে।

(২) আক্রমণকারীদের মধ্যে যাহারা মুসলমানদের হাতে মারা যাইত, তাহাদের পরবর্তিরা আরব প্রথা অনুসারে প্রতিশোধ গ্রহণের

বংসর খাইত এবং সমগ্র কুল বা গোত্র এই সকল মৃত্যুর জন্য ইস্‌লামকেই দায়ী করিত এবং অন্যায়ভাবে এই নিপীড়িত ধর্ম তাহাদের সকলের ঘৃণার লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িত।

(৩) এই সকল বিরুদ্ধ অবস্থায় আরবের অধিকাংশ জনপদ পর্যন্ত ইস্‌লামের বার্তা পৌঁছান এবং হৃদয় হইতে ভুল বুঝাবুঝি দূর করা একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে বাধ্য হইয়া তবলীগ সীমাবদ্ধ স্থানে আটক হইয়া রহিয়াছিল।

(৪) যে সকল লোকের নিকট ইস্‌লামের বার্তা পৌঁছিতে পারিয়াছিল এবং যাহারা ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও একদল দুর্বলচেতা লোক শুধু এই বিরোধপূর্ণ পরিবেশকে ভয় করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের এক ভয়াবহ প্রভাব তাহাদের অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

(৫) যেখানে ব্যক্তিগতভাবে শত্রুতার ভয় ছিল না, সেখানেও ইসলামে যোগদান করিতে বিশেষ প্রকার সৎ-সাহস ও পৌরষের প্রয়োজন ছিল। কারণ এই যোগদানকে মুসলমানগণের আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধ সমূহে যোগদান বুঝাইত। মুসলমানগণের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকারান্তরে ইহার অর্থ দাঁড়াইত যে দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া মৃত্যুর মুখে পা রাখা।

(৬) আত্ম-রক্ষার উদ্যোগ আয়োজনে মুসলমানদের এত সময় ব্যয় হইত যে, তাঁহারা তবলীগের জন্য অতি অল্প ফুরসতই পাইতেন।

যদি আমার উপরোক্ত দাবী সত্য হইয়া থাকে, তবে ইহার অবধারিত ফল ইহাই হওয়া উচিত যে, এই সকল যুদ্ধের অবসান হওয়া মাত্র ইসলামের বিস্তার দ্রুত হইতে দ্রুততর গতি ধারণ করে। বস্তুতঃ, আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাই হইয়াছিল এবং ইসলামের শেষ বিজয়ের পূর্বে সন্ধির সময়ে ইসলাম বিস্তারের গতি অসাধারণ-ভাবে দ্রুত হইয়াছিল। যদি কেহ জিদ করিয়া সন্দেহ করে, তবে

মক্কা বিজয়ের দিনই সেই প্রথম দিন ছিল, যাহার পর এই সন্দেহ করা যাইতে পারিত যে, তরবারির দ্বারা লব্ধ বিজয়ের ফলে ইসলাম গ্রহণ করিবার দিকে জনগণ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে এই সন্দেহ করা যায় না। কারণ এই সন্ধি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুর্বলতার একটি দলিল ছিল এবং শত্রু ইহাকে তাহাদের জয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। এখন দেখুন, নবুওতের দাবী হইতে লইয়া হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত বিপদাবলী ও অশান্তির প্রায় উনিশ বৎসর সময়ের মধ্যে যত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক মানুষ সন্ধির দুইবৎসর সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই তুলনা অশ্চর্যজনক। কিন্তু ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় যে এইরূপই ঘটিয়াছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে কোন যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমানদের সংখ্যা তিন সহস্রের অধিক ছিল না। আহ্যাব যুদ্ধে ইসলামী ফৌজের সিপাহীগনের সংখ্যার ইহাই সবচেয়ে বড় অনুমান। ইহার মুকাবিলায় মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান সৈন্যবাহিনীতে দশ সহস্র সাধু পুরুষ ছিলেন। এই দশ সহস্রের মধ্যে খুব অল্প লোকই ছিলেন যাঁহারা আহযাব যুদ্ধ ও হুদায়বিয়া সন্ধির অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে মুসলমান হইয়াছিলেন। ইহা সুনিশ্চিত যে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরই দুই বৎসরের শান্তির সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমর ইবনুল আস এবং হযরত খালিদ বিন্-অলীদ সাইফুল্লাহ এই সময়েরই মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই তুলনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ গুলিও ইসলাম বিস্তারের সহায়ক নহে, বরং ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছিল। অথচ মওদূদী সাহেবের পরিভাষায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লাম (নাউজুবিল্লাহ্) ধর্ম বিস্তারের জন্য উদ্দেশ্যমূলক যুদ্ধাবলী শুরু করেন। এতদ্ব্যতীত, উপরোক্ত তুলনার দ্বারা ইহাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধের পর যখন শান্তির সময় আসিল, তখন দলে দলে আরববাসী-গণের মুসলমান হওয়া কোনও যুদ্ধ বিজয়ের ফলে ছিল না। পরন্তু

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ের ন্যায় মুসলমানগণের শান্তিপূর্ণ তবলীগের ফলে ছিল।

এখন রহিল এই প্রশ্ন যে, মুসলমানগণ হযরত আবুবকর (রাযিঃ)-এর শাসনকালে বিদ্রোহ করিয়াছিল কেন? ইহার উত্তর অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের অধিকাংশ মুসলমান বেদুইন গোত্রজ ছিল। তাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লামের নিকট শিক্ষা গ্রহণের সময় পায় নাই। বরং অনেকেই এরূপ দুর্ভাগা ছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের জ্যোতির্ময় চেহারা মোবারকও এক নজর দেখিতে পায় নাই।

সে যুগের সফর অত্যন্ত ক্লেশকর ছিল। দূর দূর হইতে গোত্রগুলির প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়া সম্ভবপর ছিলনা। এজন্য আরবদের প্রথানুসারে বিভিন্ন গোত্র হয় তো কোন একদল প্রচারক তাহাদের নিকট চাহিয়া আনিত বা তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের নিকট পাঠাইত। তাঁহারা যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেন। অতঃপর প্রতিনিধিগণ যে মীমাংসাই করিতেন, জাতি তাহা মানিয়া লইত। এই কারণেই তাহাদের অনেকেই এরূপ ছিল যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের নিকট শিক্ষা পাওয়া তো দূরের কথা, তাহারা প্রধান সাহাবীগণের নিকটও শিক্ষা লাভ করিতে পারে নাই। উপরন্তু, আরো মহা বিপদ উপস্থিত হইল। এই ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণের ইস্‌লাম গ্রহণের অল্প সময় পরেই সকল পথ-প্রদর্শকের পথ-প্রদর্শক তথা হেদায়েত-রবি (সাঃ) অস্তগমন করিলেন। ইহার ফলে সমস্ত আরব আকাশ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। ইতিহাসের এই পৃষ্ঠাগুলিতে আমাদের জন্য এক মহা শিক্ষা রহিয়াছে। যখন জাতিগণ সমাগত নবীকে অস্বীকার করে এবং বল প্রয়োগে সেই আলো নিভাইবার চেষ্টা করে, তখন ইহলোকে তাহারা এই ভীষণ শাস্তি পায় যে, তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির ভাগ্যে

এমন সময় ঈমান আনার সুযোগ হয়, যখন তাহাদের মধ্য হইতে সেই নবীর বিদায় কাল উপস্থিত হয়, অথবা আরও বিলম্বে ঐ নবীর মহা প্রয়াণের অনেক পরে তাহাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়। সুতরাং কত হতভাগ্য ঐ সকল প্রেমিকের দল, যাহারা মিলনের সময় মহা প্রেমাস্পদকে ঘৃণা করিতে থাকে, কিন্তু যখন বিদায়ের মুহূর্ত উপস্থিত হয় অথবা বিরহের রাত্রিগুলি নামিয়া আসে, তখন তাহাদের হৃদয়ে প্রেম-শিখা প্রজ্জলিত হয়।

আসুন, আমরা এখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের নবুওতের দাবীর সময় হইতে তাঁহার মৃত্যু-কাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলির উপর সন্ধানী-দৃষ্টি চালাইয়া দেখি যে, কোনও সময়ে অন্য কোনও প্রকারে বল প্রয়োগে মুসলমান করিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না? দৃষ্টান্ত-স্থলে, যুদ্ধে বিজয় লাভের অব্যবহিত পরেই সন্ত্রাস-যুক্ত শত্রুদিগকে জোর করিয়া ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রণোদিত করা হইয়াছে কিনা বা তাহাদের প্রাণ রক্ষা করা হইয়াছে কিনা বা স্বাধীনতার জন্য মুসলমান হওয়াকে শর্ত রাখা হইয়াছে কিনা?

হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মক্কাবিজয় কাল পর্যন্ত জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

প্রথম, নবুওতের দাবী হইতে হিজরত পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় চরম অত্যাচার ভোগের কাল। সাধারণতঃ, ইহাকে মক্কায় অবস্থান কাল বলা হয়। দ্বিতীয়, মদীনায় অবস্থান কাল। ইহা হিজরতের বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে, ইহাও ভীষণ অত্যাচার ভোগের সময়। কারণ, যদিও এ সময় মুসলমানগণকে আত্ম-রক্ষার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু শত্রুদের তুলনায় সংখ্যা অথবা যুদ্ধ উপকরণ কোন দিক দিয়াই তাহাদের কোন মর্যদা ছিল না। সমগ্র আরবের বুকে কেবল মদীনাই ছিল একটি জনপদ। যেখানে মুসলমানগণ একতাবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন এবং এই একটি মাত্র বসতিও তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত ছিল না। ইহার এক বৃহৎ অংশ তিনটি অত্যন্ত ধনাঢ্য ইহুদী গোত্রের অধিকারভুক্ত ছিল;

আউস এবং খাযরাজ গোষ্ঠির সকল ব্যক্তি তখনও ইসলাম বরণ করে নাই। মুসলমানগণের তখনকার অবস্থার দৃষ্টান্ত যেন কোন মহা শক্তিশালী পাহ্লওয়ানের মুকাবিলায় কোন দুর্বল শিশুকে আত্ম-রক্ষার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পাহ্লওয়ান দুর্ভেদ্য বর্মাবৃত। তাহার হাতে বর্শা। তলোয়ার কোটিতে বাঁধা। সে এক বিরাট যুদ্ধের ঘোড়ায় সওয়ার। কিন্তু শিশুর গা নগ্ন। দেহ অর্ধ উলঙ্গ। সে এক ভাঙ্গা তরবারি নিয়া সেই পাহ্লওয়ানের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে। সমগ্র আরবের শক্তি মদীনাবাসী এই মুষ্টিমেয় মুসলমানের তুলনায় অত্যন্ত প্রবল ছিল। শুধু বদর যুদ্ধেই আক্রমণকারী শত্রুদের ও মুসলমানগণের আত্ম-রক্ষাকারী বাহিনীর তুলনা করিলে, উহা এমনই প্রকার তুলনা হইবে। এই সময়কেও ভীষণ অত্যাচার ভোগের কালই বলিব, যতই কেন স্বীকার করা হউক না যে, আত্ম-রক্ষার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল।

তৃতীয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিস্তৃত সময়। ইহা শান্তি ও সন্ধির কাল। এই সময়ে মক্কার কুফ্ফারের দিক হইতে মুসলমানগণের উপর কোন আক্রমণ চলে নাই। তথাপি ইহুদী ও অন্য কোন গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মুসলমানগণকে আত্মরক্ষামূলক সামরিক তৎপরতায় বাধ্য হইয়া নামিতে হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে হযরত রসূল করিম (আঃ) কে স্বয়ং পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং কোন কোনটিতে তিনি সাহাবাগণকে পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন।

প্রথম কাল ঃ
মক্কায় অবস্থান

তের বৎসরব্যাপী অশেষ অত্যাচার ভোগের প্রথম সময়। ইসলামের ঘোরতম শত্রুরাও এই সময়ের মধ্যে ইসলামের দিক হইতে কোন উদ্দেশ্যেই তরবারি উত্তোলনের অভিযোগ করে না। কিন্তু ইহার বিপরীত এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে, শত্রুর তরবারির ভয় থাকা

সত্ত্বেও অনেক বিমুগ্ধ ব্যক্তি ইসলামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবেশ করেন। অতএব, মক্কায় যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে যাঁহারা মুহাজের নামে খ্যাত হন, তাঁহারা এই অপবাদ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত যে, তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণে তরবারির কোন দখল ছিল।

দ্বিতীয় কাল ঃ
হিজরত হইতে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত

এই সময়ে মুসলমানগণ আত্মরক্ষার্থে তরবারি গ্রহণ করেন বলিয়া হয়তো কোন কোন কুমনা ব্যক্তি বলিতে পারে যে, এই আত্মরক্ষা মূলক তরবারি-ধারণের ভয়ের ফলে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এই সময়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রতি একবার ভাসা দৃষ্টিতে হাল্কা নজরে দেখিলেও এই ভ্রম সূর্য উদয়ে রাত্রির আঁধারের ন্যায় মিলাইয়া যাইবে।

এই সময়ে মদীনায় যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন, তাঁহারা আনসার নামে অভিহিত। তাঁহাদের প্রায় সকলেই আওস ও খাযরজ গোত্রীয় ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইহুদীজাতি হইতে কতিপয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনা ছাড়া অন্য কোন কোন স্থানেও কেহ কেহ মুসলমান হইয়াছিলেন। মক্কায়ও ইসলাম গ্রহণ একেবারে বন্ধ হয় নাই। মক্কার কাফেরদের কঠোর নিপীড়ন সত্ত্বেও সেখানে মানুষ একজন, দুইজন করিয়া ধারাবাহিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়া চলিতেছিল।

মদীনার এই সময়কার মুসলমানগণ সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগুরু আনসারগণ লইয়া গঠিত। আনসারগণের ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ না থাকা এমন দেদীপ্যমান সত্য ও খোলা কথা যে, বন্ধু কেন শত্রুও একথা বলিতে পারে না যে, আনসারগণকে মুজাহেরগণের তরবারি মুসলমান করিয়াছিল, বা তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণে তরবারির কোন দখল ছিল।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম আওস ও খাযরাজের সহিত কদাচ কোন যুদ্ধ করেন নাই। সুতরাং, তরবারির বলে মুসলমান করিবার প্রশ্নই উঠে না। ইহুদী হইতে যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প ছিল। তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই যে, তাঁহারা তরবারির ভয়ে মুসলমান হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে তুমুল বিরোধিতা ও সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে মুসলমান হইয়াছিলেন, তখন মুসলমানগণের ভবিষ্যৎ দৃশ্যতঃ ভীষণ সঙ্কটাপন্ন ছিল। অন্য স্থানীয় গোত্রগুলি হইতে যাঁহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা আন্‌সারগণের তুলনায় নগন্য ছিল। তাঁহারা তরবারির ভয়ে মুসলমান হন নাই, ইহা সুনিশ্চিত। পরন্তু তাঁহারা ভীষণ বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এখন রহিল এই সময়ের যুদ্ধ ও সামরিক তৎপরতা। ঐগুলির ফলে তরবারির ভয়ে যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশ যুদ্ধ বন্দীদের মধ্য হইতে হওয়াই সবচেয়ে বেশী সম্ভবপর। এই বিষয়ের পর্যালোচনার্থে হিজরত হইতে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সমস্ত গাযওয়া ও সারিইয়া অর্থাৎ সামরিক তৎপরতার উপর দৃষ্টিপাত করা অত্যাবশ্যক। এই সকল গাযওয়া ও সারিইয়ার সর্ব মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হইবে।

গাযওয়া ও সারিইয়া দ্বারা যুদ্ধ বুঝায় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এই সংশয় প্রকৃত বিষয় না জানার ফলে জন্মে। 'গাযওয়া' শুধু ঐ প্রকার সামরিক তৎপরতাকে বুঝায়, যাহাতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন। সামরিক তৎপরতা দ্বারা যুদ্ধ, চোর-ডাকাতের পশ্চাদ্ধাবন বা পর্যবেক্ষণের জন্য কোন দল বাহিরে যাওয়া ইত্যাদিকে বুঝায়। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, সারিইয়াতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম স্বয়ং যোগদান করেন নাই। এ ছাড়া, তবলীগী সফরকেও গাযওয়া ও সারিইয়ার মধ্যে গণনা করা হয়। কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত কার্যকেও সারিইয়া বলা হয়। উক্ত সময়ে এই ভাবের পঁচাশটি গাযওয়া ও সারিইয়া সংঘটিত হয়। এমধ্যে যুদ্ধ বলিবার উপযোগী শুধু তিনটি ঘটনা। ওহুদের যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ ও

আহ্‌যাবের যুদ্ধ। উল্লিখিত ৫০টি গায্‌ওয়া ও সারিইয়ার মধ্যে ৪২টিতে কোন শত্রু যুদ্ধে বন্দী হয় নাই। যে ৮টিতে বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে বদরের যুদ্ধের বন্দীগণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে সর্বমোট ৭২ জন বন্দী হয়। তাহাদের দুইজনকে পূর্বেকার অপরাধের ফলে বধ করা হয়। অবশিষ্ট সকলকেই ফিদিয়া নিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের জন্য আনসার বালকদিগকে লিখিতে শিখানকে ফিদিয়া ধার্য করা হইয়াছিল। ওহুদের যুদ্ধে কোন শত্র বন্দী হয় নাই এবং আহ্‌যাব যুদ্ধেও কেহই বন্দী হয় নাই। বনি মুস্তালিক নামক গায্‌ওয়াতে এক শতের উপর স্ত্রী-পুরুষ বন্দী হইয়া আসে। কিন্তু সকলকেই বিনিময়ের কোন টাকা না নিয়া বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত, কোন কোন সারিইয়াতে দুই একজন লোক বন্দী হয়। তাহাদিগকে বিনা শর্তে ও বিনিময়ের কোন টাকা না নিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। এই সমস্ত বিষয়ই মৌলানার স্বীকার্য।

কিন্তু তর্কের খাতিরে অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লইলেও, এই সকল যুদ্ধ বন্দী যদি তরবারির বলেই মুসলমান হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের সংখ্যা এত অল্প ও অনুল্লেখযোগ্য যে, মুহাজের ও আনসারগণের মিলিত বিপুল সংখ্যাগুরুত্বের তুলনায় তাহাদের কোনই মূল্য নাই এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়া মৌলানা মওদুদীর গৃহীত সিদ্ধান্তে কোন মতেই উপনীত হওয়া যায় না। অবশ্য কৌতুকচ্ছলে কাহাকেও হাসাইবার জন্য ইহা বলা যাইতে পারে, অথবা ঘোর বিদ্বেষ বশতঃ কোন বিরুদ্ধবাদীর চক্ষে পর্দা পড়িয়া গিয়া থাকিলে, সে আঁ-হযরত (সাঃ) এর উপর দোষারোপ করিবার জন্য এই বিষয়কে তৃণ স্বরূপ সাহায্যের জন্য পাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে।

তৃতীয় কাল :

হুদায়বিয়ার সন্ধি হইতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত

এই সময়ের গয্‌ওয়া ও সারিইয়ার মোট সংখ্যা বাইশ। ঐগুলিতে তিনটিতে বন্দী হস্তগত হয়। একটি হাসমীর সারিইয়া। ইহা হিজরী

সাত সনের জমাদি-উল-আখের মাসে সংঘটিত হয়। ইহাতে হযরত যায়েদ-বিন্-হারেস (রাঃ) হানিদ্ ডাকাত ও তাহার সঙ্গী লুণ্ঠনকারীদের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের একশত ব্যক্তিকে বন্দী করেন। কিন্তু লুণ্ঠনবৃত্তি পরিত্যাগের তাওবা করায়, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বনু কিলাবের সারিইয়া ও বশীর বিন-সা'দ আনসারী পরিচালিত সারিইয়াতে মুষ্টিমেয় বন্দী হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

সুতরাং, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিল না যে, হিজরত হইতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত একটি বন্দীরও তরবারির বলে মুসলমান হইবার কোথায়ও কোন উল্লেখ নাই এবং তাহাদের সম্বন্ধে এ মন্তব্য করা আরও দূরের কথা যে, তরবারি তাহাদের শুধু কালিমা স্খালন করিয়া দিয়াছিল এবং পরে তাহাদের হৃদয়কে ইসলামের রঙে রঙিন করিয়াছিল। কারণ, প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাহাদিগকে আবার সেই কালিমাময় শেরকের জগতে স্বশরীরে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এখন মৌলানা মওদুদী কি বলিতে পারেন, সব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যর্থতার পর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লহু আলাইহে ও সাল্লাম (নাউযুবিল্লাহ) তরবারির চাকচিক্য প্রদর্শন করিয়া যাহাদিগকে মুসলমান করিয়াছিলেন তাহারা কে ছিল? তাহারা কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? কোথায় তাহাদের বাসভূমি ছিল? কোথা হইতে তাহারা আসিয়াছিল এবং কোথায় চলিয়া গেল? তাহাদিগকে পৃথিবী গলাধঃকরণ করিয়াছিল অথবা আকাশ তাহাদিগকে উদরস্থ করিয়াছিল? যদি শুধু মৌলানার কল্পনাই তাহাদের উৎপত্তির স্থান হইয়া থাকে এবং নিশ্চয়ই তাঁহার কল্পনাই উহাদের স্রষ্টা, তাহা হইলে আদম সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষের (সাঃ) উপর এই প্রকার ভয়ঙ্কর ও ভিত্তিহীন অপবাদ সৃষ্টি হইতে তাঁহার নিবৃত্ত না হওয়ার কারণ কি? যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম ধর্মে বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী হইতেন, তবে তিনি নিঃসহায় বন্দীদিগকে অস্ত্র দেখাইয়া মুসলমান করেন নাই কেন?

বনু কয়নকা, বনু নযীর ও বনু কুরায়যা :

শেষোক্ত সময়ের বন্দীদের মধ্যে বনু কয়নকা, বনু নযীর ও বনু কুরায়যা নামক ইহুদী গোষ্ঠীগুলির বন্দীদের গণনা করা হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে মুসলমানগণকে ইহাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে এখন স্বতন্ত্র আলোচনা করা হইতেছে।

এই অংশের বিষয়-বস্তুর ভিত্তি শুধু এই অভিযোগের উপর রচিত যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সময় ইস্‌লামের জয়, নৈতিক শক্তির পরিবর্তে তরবারির জোরে হইয়াছিল এবং আমরা এখন শুধু এই কথাই বিচার করিব যে, সকল পর্যায়ের যুদ্ধগুলিতে এমন কতজন বন্দী হস্তগত হইয়াছিল, যাহাদিগকে বল পূর্বক মুসলমান বরা হইয়াছিল বা যাহাদের ইস্‌লাম গ্রহণ সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে।

এ পর্যন্ত আমরা যে গবেষণা করিয়াছি, তাহাতে ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিপন্ন হয়। কোথায় আমরা দেখিব যে, বন্দীর দল মুসলমানগণের তরবারির নীচে কাঁপিতে কাঁপিতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কলেমা পাঠ করিতেছে, আর তৎপরিবর্তে কোথায় আমরা দেখিতে পাই যে, তরবারির দ্বারো নহে, শত্রুর তরবারির ভয় সত্ত্বেও আরব-বাসীগণ ক্রমাগত মুসলমান হইতেছেন। আমরা আরো দেখিতে পাই যে, নিপীড়িত মুসলমান কার্যতঃ মদীনার ন্যায় এক ক্ষুদ্র বস্তিতে বন্দী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা এই বস্তির মধ্যেও নিরাপদ নহেন। কারণ বস্তির মধ্যে ইহুদীগণ যখনই সুযোগ পায় অনর্থের সৃষ্টি করে। তাঁহারা বাহিরেও নিরাপদ নহেন। কারণ সমগ্র আরব তাঁহাদের প্রাণের শত্রু। তথাপি কতক লোক এমন ছিলেন, যাঁহারা জীবন উপেক্ষা করিয়া মুসলমান হইয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। যদি বিরুদ্ধবাদীগণকে অগ্নির সহিত তুলনা করা হয়, তবে মদীনায় মুসলমানগণের অবস্থা একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কেন্দ্রস্থলে বাস করিবার ন্যায় ছিল। তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য সমস্ত আরব ব্যাপিয়া তাঁহাদিগের চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছিল। আমি সেই

সময়ের কথা বলিতেছি, যাহাকে ইসলামের দুশমনগণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের ক্ষমতা লাভ ও তরবারির যুগ বলিয়া অভিহিত করে। সুতরাং এ সময়ে যাঁহারা মুসলমান হইয়া মদীনায় আসিয়া বাস করিতেন, তাঁহারা দগ্ধকারীদিগকে ছাড়িয়া যাহারা দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ছুটিয়া আসিতেন। বিরাট সংখ্যাগুরু দল ছাড়িয়া তাঁহারা নিতান্ত সংখ্যা-লঘুদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিতেন। যাঁহারা মদীনায় হিযরত করিতে পারিতেন না এবং শত্রু পরিবেশের মধ্যেই থাকিতে বাধ্য হইতেন, তাঁহাদের অবস্থাও কতকটা এমনই ছিল যেন বনের এক পাল নেকড়ে বাঘের মধ্যে কয়েকটা নেকড়ে বাঘ আসিয়া স্বেচ্ছায় ও আগ্রহে হঠাৎ ভেড়া হইয়া গেল। এই বেচারীদের সম্বন্ধে নেকড়ে বাঘে ভরা এক বনের মধ্যে অবরুদ্ধ একটা ক্ষুদ্র ভেড়ার পাল বিপুল সংখ্যক নেকড়ে বাঘগুলিকে ভয় দেখাইয়া ধমক দিয়া বলপূর্বক ভেড়া বানাইয়া লইতেছে বলিয়া তুলনা দেওয়া অপেক্ষা অধিক কৌতুক-পূর্ণ কথা আর কি হইতে পারে ?

ইহুদী গোত্র ও ইহুদী বন্দীদের বিষয় এ জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা করিতেছি, যাহাতে মদিনার মধ্যে মুসলমানগণ অনুক্ষণ যে বিপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, উহার দিকে যেন পাঠকের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এই তিনটি ইহুদী গোত্রই এমন অঙ্গীকার-ভঙ্গকারী, হীন-স্বভাব বিশিষ্ট ও বিশ্বাস-ঘাতক ছিল যে, শান্তির সময়েও তাহারা মুসলমানদিগকে স্থির থাকিতে দিত না এবং যুদ্ধের সময় তাহাদের দুষ্টামি নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হইত। মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্বের চুক্তি সত্ত্বেও, যখন মুষ্টিমেয় মুসলমান বদরের যুদ্ধে আক্রমণকারীদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত, তখন বনুকয়নকা গোত্র মদীনায় দাঙ্গা আরম্ভ করিল এবং সর্বৈব মিথ্যা ও নানা বিভ্রান্তিকর খবর রটনা করিল। আজিও এই অপরাধের শাস্তি একান্ত সদাশয় গবর্ণমেন্টের কাছেও প্রাণ-দণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। বিশেষতঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মদীনা জীবনের প্রথম বর্ষেই ইহুদী সমেত মদীনার অধিবাসী সকল জাতির সহিত যে চুক্তি করা হইয়াছিল,

তৎ-প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বিশ্বাসঘাতকগণ সকলেই প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য ছিল। সিরতে-ইব্‌নে হিসাম (কাইরো বুলাক প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণ) প্রথম খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠায় এই চুক্তির আমূল বৃত্তান্ত আছে। এই চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে তিনটি নিম্নরূপ ছিল :—

(১) যুদ্ধের সময় ইহুদীগণ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধের খরচ-পত্রের অংশ গ্রহণ করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি চুক্তির বিরুদ্ধজনক কোন কার্য করিবে না।

(৩) মদীনার মধ্যে খুন-খারাবী করা চুক্তি আবদ্ধ সকল জাতির জন্য নিষিদ্ধ।

কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে শুধু দেশ ত্যাগের দণ্ড দেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পরে আক্রমণকারীদের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বাসঘাতক ইহুদীগণ মুসলমানগণের আরো অধিক ক্ষতি করিবে বলিয়া যদি ভবিষ্যতে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকিত, তবে আঁ-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম তাহাদিগকে এই শাস্তি না দিয়াই সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া দিতেন। যাহা হউক, গবেষণার মূল বিষয় হইল, বিজয় লাভ সত্ত্বেও এই গোত্রকে তরবারির বলে মুসলমান করা হয় নাই।

দ্বিতীয় ইহুদী গোত্র, যাহাদিগকে বিদ্রোহ করিবার এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামকে বিষ দিয়া প্রাণনাশ করিবার চেষ্টার অপরাধে দেশান্তর করা হইয়াছিল, উহারা ছিল বনু নযির গোত্র। যেহেতু মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুষ্টামি ও চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে সমগ্র গোত্রই লিপ্ত ছিল এবং রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে হত্যা করিবার চেষ্টা একটা সংগঠনমূলক ষড়যন্ত্রের ফল ছিল, সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্বেষীরাও চুক্তি ও মানব রচিত সাধারণ আইনের দিক দিয়া প্রাণদণ্ড লাভের যোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রতি অসাধারণ নরম ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং শুধু

শহর হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। যাহা হউক, সুনিশ্চিত ভাবে একথা জানা যায় যে, তরবারির বলে তাহাদিগকে মুসলমান করা হয় নাই।

তৃতীয় দুষ্টমতি ইহুদী গোত্র হইল বনূ কুরায়যা। এই গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা অন্য গোত্রগুলির চেয়ে বেশী সাংঘাতিক ছিল। কারণ আহ্যাব যুদ্ধে যখন মুসলমানগণ চারিদিক হইতে হৃদয়আলোড়ন-কারী বিপদ রাশির দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং মদীনায় অবরুদ্ধ মুষ্টিমেয় মুসলমান এবং আক্রমণকারী বিশাল শত্রু বাহিনীর মধ্যে বাঁধা ছিল, শুধু একটা সরু পরিখা, তখন তাহারা চরম হীনমন্যতা ও ধূর্ততার বশবর্তী হইয়া জঘন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারা চুক্তি-ভঙ্গ করিয়া শত্রুদের সহিত গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। যদি আজ কেহ এই ভীষণ বিপদের কিছুটা অনুমান করিতে চায়, তবে ইহার শুধু একটি মাত্র উপায় হইল কোরআন করীমের ঐ সকল আয়াত পাঠ করা, যেগুলিতে খোদা-তা'লা স্বয়ং আপন ভাষায় ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اذ جاءوكم من فوقكم و من اسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديدا ٥ (سورة الاحزاب ع ٢)

"যখন তাহারা (শত্রু) তোমাদের উপর হইতেও (আক্রমণ পূর্বক) উপস্থিত হইয়াছিল এবং নীচ হইতেও (অর্থাৎ উঁচু ও ঢালু উভয় দিক হইতেই বা আধ্যাত্মিক অর্থে যখন তোমাদের মুক্তির সব পথ বন্ধ হইয়াছিল, ভূমিও সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং আকাশও সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং যখন চক্ষু ভয়ে স্থির হইয়া গিয়াছিল এবং আত্মা (ভয়ে) গলার মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছিল এবং তোমরা খোদার সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা করিতে-ছিলে, সেই ছিল ঐ স্থান ও সময় যখন ঈমানদারদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং ভীষণ ভূ-কম্পনের ধাক্কার মধ্যে তাহাদিগকে আপতিত করা হইয়াছিল।' [সুরাহ্ আহ্যাব, রুকু ২]

অর্থাৎ প্রচণ্ড ভূমি-কম্পের ধাক্কার সময় যেমন পাকা বাড়ীগুলির পরীক্ষা হয় এবং যে সকল দালানের দেওয়ালগুলিকে গলিত সীসার পানি দেওয়া হয় বা লৌহ বন্ধনী দ্বারা সুদৃঢ় করা হয় এবং গভীর ভিত্তির উপর যেগুলি মজবুত ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, ঐগুলি ছাড়া অন্য দালানগুলি ঐ ধাক্কায় ভূমিসাৎ হয়, তেমনই মোমেনগণের ঈমানের প্রাসাদের জন্য হৃদয় আলোড়নকারী এক মহা পরীক্ষার সময় ছিল। ইহা সেই সময় ছিল, যখন আল্লাহ্‌তায়া'লা মদীনাবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন ঃ

"তোমরা (এই ভীষণ বিপদ দেখিয়া) আল্লাহ্‌তা'লার সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলে।"

সুতরাং, একদিকে কোরআনের বর্ণনা অনুসারে বাহিরের বিপদ এই প্রকার ভীষণ ছিল এবং অন্য দিকে, আভ্যন্তরীণ বিপদ এমন ছিল যে, মুনাফিকগণ খোলাখুলিভাবে মোমেনগণের উদ্যমহানি করিতে ব্যাপৃত ছিল। এই আভ্যন্তরীণ বিপদ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ—

اذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا - و اذ قالت طائفة منهم يا هل يثرب لا مقام لكم فارجعوا - (سورة الاحزاب ع ٢)

"এবং যখন মুনাফিক ও রুগ্ন-চিত্ত ব্যক্তিগণ বলিতেছিল ঃ খোদা ও তাঁহার রসুল আমাদের সহিত প্রবঞ্চনা ছাড়া অন্য কোনই প্রতিশ্রুতি দেন নাই এবং যখন তাহাদের এক দল লোক বলিতেছিল ঃ ইয়াস্‌রাব বাসিগণ! (পলায়নের তো প্রশ্নই নাই) তোমাদের দাঁড়াইবারও কোন স্থান নাই, অতএব তোমরা (তোমাদের পূর্ব ধর্মে) ফিরিয়া যাও।"

[সুরাহ্ আল্ আহ্‌যাব, রুকু ২]

'ইয়াসরাব'—মদীনার সাবেক নাম। (অনুবাদক)

সুতরাং, এইরূপ ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সময়, যখন মুসলমানগণ উপরের দিক হইতেও বিপদাপন্ন ছিলেন এবং নীচের দিক হইতেও বিপদে ঘেরা ছিলেন, ভিতরেও বিপদ এবং বাহিরেও বিপদ, তখন বনু কুরায়যা গোত্র মুসলমানদের সাথে থাকার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও এরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করিল যে, মুসলমানগণের বিরুদ্ধে চুক্তি করিতে আরম্ভ করিল। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, আহ্যাব যুদ্ধের পর মুসলমানগণ যখন তাহাদিগকে কাবু করিলেন এবং শাস্তির সময় উপস্থিত হইল, তখন এই দুষ্টের দল তাহাদের ভাগ্য নিরূপণের জন্য রহমতুল্-লিল্-আলামীনের উপর ভার সমর্পণের পরিবর্তে হযরত সাদবিন্ মাআ'যের হস্তে বিচারভার সমর্পণ করিল। তাঁহার আদেশে তাহাদের সব পুরুষগুলির প্রাণ-দণ্ড হইল। এখানেও গবেষণার্থ প্রশ্ন ছিল: তাহাদিগকে তরবারির বলে মুসলমান করা হইয়াছিল কি? পুণরায় মৌলানাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে কি ন্যায়-সঙ্গত হইবে না যে, ইসলামের তরবারির প্রভাবে যাহারা মুসলমান হইয়াছিল, বলুন তাহারা কে ছিল?

মনে পড়ে, একদিন ইতিহাস ক্লাশে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির এক বিদ্বেষী প্রফেসার এই ঘটনা প্রসঙ্গেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করেন। আমি ও আমার প্রিয় বন্ধু মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব, আমরা দু'জনে ইহা সহ্য করিতে পারি নাই এবং প্রতিবাদ করিবার জন্য দাঁড়াই। ইহাতে প্রফেসার বলিলেন, "এখানে তর্ক করিবার সময় নাই। যাহা কিছু বলিতে হয়, আমার খাস কামরায় আসিয়া বলিবে।" আমরা তাঁহাকে বলিলাম, "এ কিরূপে সম্ভবপর? আপনি আমাদের ধর্ম গুরুর উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ করিবেন এবং আমরা নির্জনে আপনার অভিযোগের উত্তর দিব!" অতঃপর, আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি প্রকাশ করিবার পর একজন ইহুদী ছাত্র দাঁড়াইয়া বলিল, "যদিও আমি ইহুদী এবং এই বিষয়ে আমারই সবচেয়ে অধিক ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই তর্ক শুনিবার পর আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ও সাল্লাম-গ্রন্থকার) এই ব্যাপারে কোন মতেই দোষারোপ করা যায় না। কারণ, এক তো এই দণ্ডাদেশ তাঁহার ছিল না। তারপর, সাআ'দ বিন্ মাআ'যের আদেশও আমার মতে ঠিক ছিল। ঐ বিশ্বাসঘাতকগণ প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ারই যোগ্য ছিল।"

আজও সেই ভদ্রাত্মা ইহুদীর কথাগুলির গভীর ক্রিয়া আমার হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব এবং সর্বদা আমার প্রাণ হইতে তাঁহার জন্য দোয়া নিঃসৃত হইতে থাকিবে। তিনি বিচারচ্যুত হন নাই এবং অসাধারণ ভদ্র স্বভাব ও সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়া আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ধর্ম-গুরুর নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেন। কিন্তু যখন আমার দৃষ্টি ঐসকল লোকের উপর পড়ে, যাহাদের মতে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে কোরআন ছিল, তখন আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে চায়।

মক্কা বিজয়ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সময় শেষ হইল। মক্কা বিজয়ের সময় উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে উহা হযরত রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম সম্বন্ধে বল প্রয়োগের অপবাদ দূরীভূত হওয়ার দিন। তখন আঁ-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম মক্কার কাফেরদের উপর মহা বিজয় লাভ করেন। কিন্তু কোন এক ব্যক্তিকেও তিনি তরবারির বলে মুসলমান করেন নাই। সুতরাং আমি সেই সময়ের মধ্যবর্তিতায় এই অপবাদ আরোপকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, নবীদের সেই সর্দার যখন দশ সহস্র সাধুসহ পারাণ পর্বতগুলি হইতে জ্যোতির্বিকাশ করিলেন এবং মক্কা তাঁহার মহাপ্রতাপে আপ্লুত হইল, তখন বল প্রয়োগের তরবারি কোষাবদ্ধ ছিল কেন? মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কার মুশরিকগণ সেই রসুলের সম্পূর্ণ কৃপাধীন হইল, যখন তরবারির নীচে উদ্ধত মস্তক নীচু করিবার সময় উপস্থিত হইল এবং বর্শাগ্র দ্বারা ঈমান হৃদয়ে ঢুকাইবার সুবর্ণ সুযোগ আসিল সেই সময়, যখন মুসলমান বিজেতাদের ভয়ে আরবের সর্দারদের দেহ কাঁপিতেছিল, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করিতেছিল, সমগ্র মক্কা একটি কম্পমান হৃদয়বৎ হইয়াছিল,

তখন কেন ঐ সকল বিজেতাগণের সর্দার তরবারির বলে তাহাদিগকে মুসলমান করেন নাই? যদি এরূপ না করিয়া থাকেন এবং ইহা অবধারিত সত্য যে, নিশ্চয়ই তাহা করেন নাই, তবে আশ্চর্যের বিষয়! কোন্ প্রাণে এই সকল ব্যক্তি সব প্রেমাষ্পদের প্রেমাষ্পদ, সেই অতুলনীয় হৃদয়-বিজেতার সম্বন্ধে এই দাবী করেন যে, তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণী শক্তি ব্যর্থ হওয়ার পর তরবারির শক্তি সফলতা লাভ করিল? মৌলানার হৃদয়ের অবস্থা আমি জানি না, ইহা লিখিবার সময় তাঁহার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, বা কিরূপ হইতে পারিত? কিন্তু হায়! যদি তাঁহার কলম ভাঙ্গিয়া যাইত, কালি রক্তে পরিণত হইত তাহা হইলে কত ভাল হইত!

মক্কা বিজয়ের দিবস সেই দিন, যেদিন চিরকাল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পবিত্র জীবনের উপর হইতে বল প্রয়োগ ও জোর জবর করিবার অপবাদকে ব্যর্থ করিতে থাকিবে। সেই দিনের সাক্ষ্যের এমনই প্রভাব, ইহার সাক্ষ্যের কন্ঠ এতই উচ্চ যে, কত শতাব্দী গিয়াছে, কিন্তু আজিও উহা ঐতিহাসিকগণ নিজ কানে শুনিতেছেন এবং তাঁহাদের হৃদয় বিশ্বাসে পূর্ণ হইতেছে। এই সাক্ষ্য খ্রীষ্টানেরা শুনিয়াছে, হিন্দুগণও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে। আশ্চর্যের কথা! মৌলানার কান ঐ দিনের কন্ঠ-ধ্বনি শুনিতে বঞ্চিত রহিল কেন? ঐ দিনের সাক্ষ্যের কথা বলিতে গিয়া এক প্রাচ্য তত্ত্ববিদ মিঃ ষ্ট্যানলী লেইন পুল লিখিয়াছেন :—

> "এখন সময় ছিল পয়গম্বর [সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম—উদ্ধৃতি-দাতা] রক্ত পিপাসু প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার চির-উৎপীড়কগণ তাঁহার পদানত। এখন কি তিনি তাঁহার নির্দয় ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে পদদলিত করিবেন, ভীষণ দণ্ড বিধান করিবেন অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন?

তখনই তাঁহার স্বীয় প্রকৃত রূপ ধারণ করিবার সময় ছিল। এখন আমরা এমন নিপীড়নের প্রতীক্ষা করিতে পারি, যাহা

শুনিলে লোম-হর্ষণ হইবে। ইহার কথা ভাবিয়া যদি আমরা পূর্ব হইতেই ঘৃণা ও ভৎর্সনাপূর্ণ চীৎকার আরম্ভ করি, তবে উহা আমাদের জন্য উচিৎ হইবে।

কিন্তু একি ব্যাপার! বাজারে কি কোন হত্যাকাণ্ড হয় নাই? সহস্র সহস্র নিহত ব্যক্তির মৃত-দেহগুলি কোথায়? ঘটনা সব সময় কঠোর ও নির্মম হইয়া থাকে। কাহাকেও রেহাই দেয় না। ইহা সত্য ঘটনা যে, যেদিন আঁ-হযরত [সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম —উদ্ধৃতি-দাতা] তাঁহার শত্রুদের উপর জয় লাভ করিলেন, সেই দিনই তাঁহার নিজের আত্মার উপর সর্বাপেক্ষা গৌরবময় বিজয় লাভ করিবার দিন ছিল। কোরাইশগণ বৎসরের পর বৎসরব্যাপী তাঁহাকে যে সকল দুঃখ-কষ্ট দিয়াছিল এবং নির্দয় অবমাননার বন্যা তাঁহার উপর দিয়া বহাইয়াছিল, তিনি তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণে ঐ সবই উপেক্ষা করিলেন এবং সাধারণভাবে মক্কার সকল অধিবাসীর প্রতি এক সাধারণ ক্ষমাপত্র প্রদান করিলেন।" (১)

হয় তো আমাদের কোন কোন উলামার বিবেক-ধ্বনি বলিয়া উঠিবেঃ 'হায়! মক্কার সকল অধিবাসীকে তিনি এক সাধারণ ক্ষমাপত্র দিয়া মক্কা-বাসীকে বল পূর্বক মুসলমান করিবার এক মহা সুযোগ স্বহস্তে হারাইলেন!'

কিন্তু ঘটনা সব সময়ই কঠোর ও নির্মম। কাহারও কোন পরওয়া করে না। তবে, যদি ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চক্ষু মুদিয়া রাখা হয়, তবে অন্য কথা। বস্তুতঃ, ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চক্ষু বুজিয়া রাখা হইতেছে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধ-গুলিকে আক্রমণাত্মক পরোৎপীড়ক যুদ্ধ বলিয়া নির্ধারণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। চরম কথা এই যে, এই ভিত্তিহীন অপবাদ প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলীর বিপক্ষে গিয়া করা হইতেছে।

মক্কাবিজয় হইতে অন্তিম সময় পর্যন্ত ঃ হয় তো এখানে পৌঁছিয়া কাহারও এই ভ্রম জন্মিতে পারে যে, মক্কা বিজয়ের পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে

(১) 'কোরআন-চয়নিকা', ভূমিকা, (উর্দু) ৬৭ পৃঃ।

মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান করা হইয়াছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরবর্তী যুদ্ধগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এই ভ্রমের আপনিই অপনোদন হইয়া যাইবে। মহা কবি দাগ বলেন ঃ

تھی خبر گرم کہ غالب کے اُڑیں گے پرزے
دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا

[জোর গলায় প্রচার করা হইল গালিবের দফা-রফা হইবে। দেখিতে আমরাও গেলাম। কিন্তু তামাসা হইল না।]

মক্কা বিজয়ের পরবর্তী 'গয্ওয়া' ও 'সারিইয়ার' সংখ্যা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। মক্কা বিজয়ের পর যে সকল 'সারিইয়াতে' (সাহাবা পরিচালিত সামরিক তৎপরতায়) কোন যুদ্ধ হয় নাই, বা যুদ্ধবন্দী হস্তগত হয় নাই—২

২। যে সকল 'গায্ওয়া' বা 'সারিইয়াতে' যুদ্ধ-বন্দী হস্তগত হইয়াছিল—৪

৩। যুদ্ধ-বন্দীর মোট সংখ্যা—৬০০০+৬২+বনুতাই কবিলার বন্দীগণ+১

এই সময়কার বন্দী-সংখ্যা পূর্ববর্তী সব সময় অপেক্ষা অসাধারণ-ভাবে অধিক। ইহার কারণ, শুধু হুনাইনের যুদ্ধেই ৬,০০০ ছয় সহস্র শত্রু বন্দী হইয়াছিল। আসুন, আমরা দেখি এই বন্দীগণের প্রতি 'রহমতুল্লিল্-আলামীন' কি ব্যবহার করিয়াছিলেন? সকলকেই কি হত্যা বা তরবারি দেখাইয়া মুসলমান করা হইয়াছিল? না, এক জনকেও না। কাহাকেও বাদ না দিয়া সকলকেই বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। হুনাইনের যুদ্ধে ধৃত ৬০০০ ছয় সহস্র বন্দীকে রহমতুল-লিল্-আলামীন বিনা শর্তে শুধু মুক্তি দেন নাই, বরং তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খেলাত দেন এবং অর্থ পুরস্কারও দিয়াছিলেন। দয়া ও দানশীলতার চরম অভিব্যক্তি! কোন

কোন বন্দীর বিনিময়ের টাকা তিনি নিজ পকেট হইতেই দিয়াছিলেন। এই প্রকার দান ও দয়াপূর্ণ ব্যবহার বনুতাই কবিলার বন্দীদের প্রতিও করা হয় এবং হাতেম তাইয়ের কন্যাকে অসাধারণ সম্মান দেখাইয়া বিদায় করা হয়।

এতদ্ব্যতীত, উয়াইনাহ্ বিন্ হাসিন নামক সারিইয়াতে বনুতামীম গোত্রের ৬২ জন বন্দীকে মদীনায় আনা হইয়াছিল। কিন্তু এই গোত্রের সর্দার আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া দয়ার আবেদন করিলে সেই দয়ার অবতার তাহাদের সকলকেই মুক্তি দান করেন।

আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম সর্বদা বন্দীদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উদারতা, দয়ার্দ্রতা, মহানুভবতা ও বদান্যতা-পূর্ণ ছিল। অত্যাচারী অত্যাচারের বাহানা খুঁজে, কিন্তু তিনি দয়া ও দানের বাহানা তালাশ করিতেন বলিয়া দেখা যায়। বনু হাওয়াযানের বন্দীদিগকে ক্ষমা করিবার ঘটনাও আশ্চর্যজনক। এই একটি মাত্র ঘটনা হইতেই বিজিতগণের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ও চিন্তা ধারার সম্যক সন্ধান পাওয়া যায়। এই বন্দীদের মুক্তির জন্য দয়ার আবেদন উদ্দেশ্যে বনু হাওয়াযানের এক প্রতিনিধি দল (ওফদ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধাত্রী হযরত হালিমার কথা স্মরণ করাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। ধাত্রী হযরত হালিমা এই গোত্র হইতেই ছিলেন। তখন তিনি তাহাদিগকে একথা জিজ্ঞাসা করেন নাই যে এখন পরাজিত হওয়ার পর আমার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর কথা তোমাদের স্মরণ হইয়াছে? কিন্তু যখন তোমরা মক্কা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলে বা হুনাইন উপত্যকায় আমার ও আমার সাথীদের প্রতি তীর বর্ষণ করিতেছিলে, তখন কি তোমরা স্মরণ করিতে পার নাই যে, এ তো তোমাদের গোত্রে প্রতিপালিত সেই নিরাপরাধ এতীম শিশু! না, তিনি এই প্রকার কোন প্রশ্ন তুলেন নাই। তিনি বলিলেন, যত বন্দী আমার ও বনু আবদুল মুত্তালিবের ভাগে আছে, তাহাদিগকে লইয়া যাও। তাহারা মুক্ত। এই কয়টি কথা তাঁহার অতুলনীয় সদাচার ও গভীর দূরদর্শিতার উপর ব্যাপক

আলোকপাত করে। প্রথমতঃ একজন দূরবর্তী ধাত্রীমার স্মরণে, তাঁহার গোত্রের জালিম বংশধরগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য পুরাপুরি চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে এই প্রকারে ক্ষমা করা যারপর নাই স্নেহ ও মহানুভবতার কাজ। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার এ কথা বলা যে, শুধু বনু আবদুল মুত্তালিবের ভাগের বন্দী আজাদ, তাঁহার দূরদর্শিতা ও চরিত্রের আরো কোন কোন দিকের উপরও আশ্চর্যজনক আলোকপাত করে। মনে হয়, যদিও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের প্রাণ সকলকেই ক্ষমা ও আজাদ করিতে উদগ্রীব ছিল, কিন্তু হযরত হালিমার স্তন্যদানের সম্পর্ক তাঁহার শুধু নিজের সহিত, বা খুব বেশী তাঁহার বংশের সহিত ছিল। এই জন্য তিনি ইহা পছন্দ করেন নাই যে, তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া বাকী মুসলমানকে সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা হউক। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, যদিও তাঁহার দয়া ও দানশীলতার গুণ সব মানুষের তুলনায় অতুল, প্রশস্ত ও গভীর ছিল, কিন্তু উহা মাত্রাহীন ছিল না। দয়া ও বদান্যতার আবেগে কেহ কেহ অন্যের হকও দান করিয়া থাকে, কিন্তু তিনি এরূপ করেন নাই। বরং তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বদান্যতার ও কৃপার উচ্চাকাশে সর্বদা চাঁদ ও তারার ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে। তিনি জানিতেন যে, এই ব্যাপারে তিনি লোকের সহিত পরামর্শ করিবার পরিবর্তে যদি নিজেই বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাহা হইলে কোন মুসলমানের গৃহে একটিও বন্দী থাকিবে না। অতএব, তিনি ইহাই করিলেন। "আমার এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের ভাগের সব বন্দী আজাদ।" তাঁহার এই আদেশের বিষয় যখন তাঁহার অংশেকগণ জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিলেন : ما كان لنا فهو لرسول الله

"হে আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রসুলুল্লাহ্ ! আমাদের যাহা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র রসূলের।" ইহা বলিতে বলিতে তাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া ঐ সকল বন্দীকে দ্রুত মুক্তি দিলেন এবং যুদ্ধোত্তর আকাশ হাহাকার ও আহতদের আর্তনাদের পরিবর্তে মুক্তির গানে পূর্ণ হইল।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম অসীম দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। বনু তাই-এর বন্দীদিগকে মুক্তিদানের ঘটনাটি তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। এই সব বন্দীকে বিনিময় গ্রহণ না করিয়া শুধু এই কারণে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল যে, আরবের এক বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাই-এর কন্যাও তাহাদের মধ্যে ছিলেন এবং সকলের মুক্তি হইলে তবে তিনি নিজে মুক্তি গ্রহণ করিবেন বলিয়াছিলেন। ফলে, পরলোকগত দানবীর হাতেম তাই-এর সম্মানার্থে তাঁহার গোত্রের দুষ্টদিগকে রেহাই দেওয়া হইল। এই স্থলে, বনু আবদুল মুত্তালিবের অধীন বন্দীদের কোন শর্ত রাখা হয় নাই। কারণ, এখানে যে কারণে বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইতেছিল, তাহাতে সমগ্র আরব সংশ্লিষ্ট ছিল। হাতেম তাই-এর দানশীলতা জাতির মূলধন স্বরূপ ছিল। সমগ্র আরব এই গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল।

এই সকল অবস্থার উপর দৃষ্টি পড়া মাত্র আপনাপনি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে তাঁহার জন্য দরূদ আসে এবং কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না যে, দয়া ও কৃপার আধার সকল মহানুভব ও বদান্য ব্যক্তির সেরা মহানুভব ও বদান্য নবীর প্রতিও কেহ এই অপবাদ আনিতে পারে যে, তাঁহার যুদ্ধগুলির মধ্যে কোনটি ইসলাম বিস্তারের উদ্দেশ্যে ছিল বা এই উদ্দেশ্যে ছিল যে, তরবারির ফলার দ্বারা মনের ক্ষেতে হাল চালাইয়া উহাতে ইসলামের বীজ বপন করিবেন। মতবাদ বিস্তারের এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির শুধু কার্লমার্কস, লেনীন ও ষ্ট্যালীনের মতবাদে পাওয়া যায়। তবে মৌলানা কেন ভাবিয়া দেখেন না যে, কম্যুনিজমের মঞ্চ হইতে কত উচ্চ ছিল আদমের সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানের ভাবধারা, যিনি সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায় উত্থিত হইয়াছিলেন এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন।

মৌলানার কল্পিত নীতির সহিত সেই আধ্যাত্মিক নীতির কোনই সম্পর্ক নাই, যাহা এলহাম যোগে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র ও উজ্জ্বল প্রকৃতিতে ঐশী আলোকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মৌলানার নীতির কোনই সম্পর্ক নাই সেই মহানুভব রসুলের নীতির সহিত, যাঁহার

দূরদর্শিতা খোদার দূরদর্শিতা ছিল, এবং যিনি সূক্ষ্ম-সর্বজ্ঞ খোদা হইতে একান্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। পবিত্র জগতের সহিত মাটির তুলনা কিরূপে হইতে পারে? মৌলানা যাহা বলিয়াছেন, অত্যন্ত অন্যায় ও অনর্থক। তাঁহার নিজের জঘন্য কল্পনাকে সেই কামেল ইন্‌সানের প্রতি আরোপ করিবার অধিকার তাঁহার কোথা হইতে আসিল? ক্ষমতা দখলের জন্য কি শুধু এই একটি বাহানাই ছিল?

—০—

فذكر انما انت مذكر o لست عليهم بمصيطر

"অনন্তর, [হে মুহাম্মদ (সাঃ)] তুমি উপদেশ দাও। তুমি এক উপদেষ্টা মাত্র। তাহাদের উপর তুমি দারোগা নও।" (আল্লাহ্‌র আদেশ)

অতীতের উপদেষ্টাগণ ও এ যুগের 'খোদায়ী ফৌজদার।'

'ইহা কোন ধর্ম প্রচারক, উপদেশদাতা ও সুসংবাদদাতাগণের জমাআত নহে। ইহা "খোদায়ী ফৌজদারগণের জমাআত।"

(মওদুদী সাহেবের ইরশাদ)

অতীতের উপদেষ্টাগণ ও এ যুগের 'খোদায়ী ফৌজদারদের' একটি জামাত

মানব প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রত্যেক সত্যকার প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদের চেহারা সুন্দর দেখিয়া থাকে এবং প্রত্যেক ভৃত্য তাহার প্রভুকে সকল সদগুণের অধিকারী বলিয়া ধারণা করে। এই বৃত্তি মানুষের প্রকৃতিতে এমন গভীরভাবে বদ্ধমূল যে, অনেক সময় প্রেমিকের চক্ষু তাহার প্রেমাস্পদের মধ্যে এমন রূপও দেখে, যাহার কোন অস্তিত্ব তাহার মধ্যে নাই। প্রেম থাকিলে কৃষ্ণকায়া লায়লাও সুন্দরী হইয়া উঠে এবং লায়লার কুকুরের মধ্যেও সৌন্দর্য ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখা যায় না। ইহার বিপরীত, ঘৃণার দৃষ্টি দিয়া দেখিলে সব গুণ ও সৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং প্রত্যেক দোষই বড় বলিয়া মনে হয়। কোন আরব কবি বিষয়টি বড় সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

و عين الرضا عن كل عيب كليلة
كما ان عين السخط تبدى المساويا

"সন্তোষভরা দৃষ্টির সম্মুখে কোন দোষই ধরা পড়ে না এবং অসন্তোষ ভরা দৃষ্টি সব দোষকেই বড় করিয়া দেখে।"

মানব প্রকৃতির এই নিয়ম দিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে মৌলবী মওদুদী সাহেবের ভয়ানক মতবাদগুলি যাচাই করিলে স্বভাবতঃ মনে প্রশ্ন জাগে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলামীর দাবী করিয়া মৌলানা সাহেব কিভাবে মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী এই প্রকার যুক্তিহীন পথ অবলম্বন করিলেন, যদ্বারা সুদর্শন চেহারায় তিনি দোষ দেখিলেন, অথচ যাঁহার মধ্যে অপরেও সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই দেখে নাই।

আমার মতে তাঁহার এই ভাবোচ্ছ্বাসের তিনটি পরিপূর্ণ সমাধান আছে বলিয়া মনে হয় ঃ—

প্রথম, এই গোলামীর সব দাবী ভুয়া। প্রকৃতপক্ষে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত মৌলানার দূরবর্তী সম্পর্কও নাই। পূর্ব অধ্যায়ে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কোন বন্ধু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এত দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। 'মুসলমান' হইবার কোন দাবীদারের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি জাতসূত্রে শত্রুতা পোষণ করিবার অভিযোগ অতিশয় সাংঘাতিক কথা। যতই উপকরণ থাকুক, অন্ততঃ আমার প্রকৃতি কোন শত্রুর বিরুদ্ধেও এইরূপ অভিযোগ করিতে প্রস্তুত নয়। আমি নিজে ঐ মজলুম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, যাহাদের হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই নবীর জন্য গভীরতম প্রেম থাকা সত্ত্বেও জালেমগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন।

এই অপবাদের আঘাত যে কত গভীর ও দুঃখপ্রদ আমি স্বয়ং ভুক্তভোগী বলিয়া মৌদুদী সাহেবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনায় বিরত হইতেছি।

দ্বিতীয়, আর এক সমাধান হইতে পারে যে, মওদুদী সাহেবের দৃষ্টি ভালমন্দ বিচারে অক্ষম। কোন কোন Colour Blind (বর্ণান্ধ) ব্যক্তি যেমন রকমারি রঙের তারতম্য করিতে পারে না, মওদুদী সাহেবও ভালমন্দ চরিত্রের মধ্যে ভেদাভেদ করিতে অক্ষম। ইহা অনেকটা সম্ভবপর, বরং সম্যক সম্ভবপর যে মৌলানার গুণবিচার বোধে ত্রুটি আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এই অভিনব পন্থা অবলম্বনের রহস্য নিম্ন বর্ণিত তৃতীয় সম্ভবপর সমাধানে নিহিত।

তৃতীয়, 'বাতিক রোগ' ইংরাজীতে ইহাকে Obsession বলে। অর্থাৎ, মন ও মস্তিষ্কে বাতিক এমনভাবে চাপিয়া বসে যে, ডাইন-বাম, অগ্র-পশ্চাৎ কোন কিছুরই হুঁস থাকে না। মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তা-শক্তির জন্য ইহা একটা প্রাণ-নাশক মহাব্যাধি, যাহা ক্ষয়রোগের ন্যায় তাহার সব যোগ্যতাকে নষ্ট করে এবং চিন্তা সংক্রান্ত আরো বহুবিধ রোগ টানিয়া আনে। দুর্ভাগ্যক্রমে, মওদুদী সাহেবও এই রোগে

আক্রান্ত হইয়াছেন। সব সময়ই এই বাতিক তাঁহার লাগিয়াই আছে যে, খোদার সৃষ্টিকে ঘাড়ে ধরিয়া ডাণ্ডার জোরে এমন সংস্কার করিয়া দেখাইবেন, যাহা ইতিপূর্বে কোন সত্য নবীও করিতে পারেন নাই। ইহা সেই বাতিক, যাহার জন্য তিনি হোঁচটের পর হোঁচট খাইতেছেন। ভীষণ কুঝটিকার ন্যায় ইহা তাঁহার পথে অন্তরায় জন্মাইয়া তাঁহাকে এক প্রান্তর হইতে আর এক প্রান্তরে ইতস্ততঃ ঘুরাইতেছে। অনেক সময় তাঁহাকে ধ্বংসের ঐসব পথেও লইয়া যাইতেছে, যে সমস্ত পথ হযরত আদমের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সত্যের বিরোধীগণ সর্বদা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। এই চিন্তার কুহকে কখনও তিনি মুরতাদকে কতল করিবার অভিলাষ বশবর্তী হইয়া চির জালিমদের চিরাচরিত নীতির সমর্থন করেন, যাহারা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম ও তাঁহাদের জমাত সমূহের সহিত শুধু এইজন্য শত্রুতা করিত যে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ববর্তী ধর্ম-ত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার কখনও তিনি আঁ-হযরত (সাঃ) এর হাতে তরবারি দিয়া ইসলাম বিস্তারকে (নাউযুবিল্লাহ্) তরবারির কৃপায় হইয়াছে বলিয়া নির্ধারণ করেন।

তরবারির প্রয়োজন উপদেশের উপকারিতাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। যদি উপদেশের উপকারিতা স্বীকার করা হয়, তবে তরবারির আবশ্যকতা থাকে না। সুতরাং মওদুদী সাহেব তরবারি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উপদেশের উপকারিতা অস্বীকার করিতে বাধ্য।

আলোচ্য অধ্যায়ে পাঠকগণের সম্মুখে মওদুদী সাহেবের ঐ মতবাদগুলিই পেশ করা হইবে, যদ্দারা উপদেশকে বৃথা সাব্যস্ত করিয়া ধর্মে তরবারির ব্যবহারকে বৈধ করার একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হইয়াছে। মওদুদী সাহেব বলেন :

"ان کو آپ محض پند و نصیحت سے چاہیں
کہ اپنے فائدوں سے ہاتھ دھولیں تو یہ کسی طرح
ممکن نہیں ہاں اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ
بزور ان کی شرارتوں کا خاتمہ کردیں"

"আপনারা উহাদিগকে শুধু উপদেশ দ্বারা মুনাফাখুরী হইতে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, ইহা কোনক্রমেই সম্ভবপর হইবে না। অবশ্য, ক্ষমতা দখল করিয়া আপনারা বলপূর্বক তাহাদের সব দুষ্টামির অবসান করিতে পারেন।" ১

আপাত দৃষ্টিতে, ইহা সংস্কারের একটা অত্যন্ত কার্যকরী উপায় বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ, ওয়াজ-নসিহতের দুর্গম পথের তুলনায় ইহা সহজ উপায় বলিয়া ইহার মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। কোথায়, মানুষের সংশোধনের জন্য দীনহীন দরবেশে পরিণত হইয়া উপদেশ দিতে যাইয়া দ্বারে দ্বারে হোঁচট খাওয়া ও প্রতি দ্বার হইতে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও উন্মত্ত প্রেমিকের ন্যায় অতুলনীয় ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত আপন পথে স্থির থাকা এবং প্রত্যেক পরীক্ষার সময়েই বলিতে থাকা ঃ

یہ تو نے کہا ناصح نے جانا کوئے جاناں میں
ہمیں تو راہروں کی ٹھوکریں کہانا مگر جانا

"হে উপদেষ্টা ঃ তুমি একি বলিলে ঃ বন্ধুর দ্বারে যাইব না! আমাদিগকে যাত্রীদের ধাক্কা সহিয়াও যাইতে হইবে।"

ইহার বিপরীত কি হইল তরবারির জোরে মুহূর্তের মধ্যে দলে দলে লোককে সালেহ্ মুসলমান করা। প্রথমোক্ত পথের বাধা-বিপত্তির সহিত শেষোক্ত সহজ পথের কোনই তুলনা নাই।

প্রথমোক্ত পথ, অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণ করিয়া জানিয়া শুনিয়া কেহ কঠিন পথ গ্রহণ করিবে কেন? এই কঠিন পথ গ্রহণের ফল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। পূর্ব্ববর্তী উপদেষ্টাগণের দুঃখময় ভাগ্যে উহাই লিখিত হইয়াছে। কোরআন করীমে এই কথা নিম্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

---

(১) 'হকিকতে জিহাদ', ১০ পৃষ্ঠা।

ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ○ واذا مروا بهم يتغامزون ○ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ○ واذا رءوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ○ وما ارسلوا عليهم حافظين ○

অনুবাদঃ "অবশ্য, অপরাধীগণ ঈমানদারগণকে লইয়া হাস্য করিত এবং তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া যাওয়ার সময় অবমাননাসূচক সংকেত করিত এবং আপন পরিবার পরিজনের নিকট দর্পভরে প্রত্যাগমন করিত এবং যখন তাঁহাদিগকে দেখিত, তখন বলিতঃ নিশ্চয় ইহারাই প্রকৃত বিপথগামী! অথচ উহাদিগকে তাঁহাদের (ঈমানদারগণের) উপর দারোগা নিয়োগ করা হয় নাই।"

সম্ভবতঃ এই কারণেই মওদুদী সাহেব মানব সংস্কারের জন্য এই কাঠোর বিপদসংকুল জীবন যাপনের নীতি কখনও স্বীকার করেন না। কারণ ইহার ফল জগৎ-জোড়া হাসি-বিদ্রূপ এবং অসম্মান ছাড়া কিছুই নয়। মানুষের হাস্য ও উপহাসের পাত্রে পরিণত হইতে হয় এবং জনগণ সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া চোখের ইশারায় বলেঃ দেখ, কেমন এই সব বিশ্ব-সংস্কারক দল। ইহাদের নিকট উপদেশ বাক্য ছাড়া কোন অস্ত্র নাই। ইহারা এমন দুর্বল যে, আমরা ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্তে ইহাদিগকে আমাদের পদতলে দলিত করিতে পারি। অথচ ইহারা দাবী করে যে শুধু উপদেশ দ্বারা ইহারা বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করিবে। বস্তুতঃ এই প্রকার উপহাস করিয়াই জনগণ ক্ষমতার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়া যখনই ঐ নকল উপদেষ্টার প্রসঙ্গ উঠে, তখন তাহারা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বিপথগামী ও সত্যপথ ভ্রষ্ট বলিয়া নির্ধারণ করে। তারপর, এই প্রকার উপদেশে লাভ কি? অকারণ লাঞ্ছনা-অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার বিপরীত, এমন একটা পন্থা আছে, যাহা অবলম্বন করিলে খোদার সৃষ্টির খুব তালমত 'সংস্কার' হইতে পারে এবং মওদুদী সাহেবের কথায় তাহা এইঃ

جو کوئی حقیقت میں خدا تعالیٰ کی
زمین سے فتنہ فساد کو مٹانا چاہتا ہو اور واقعی یہ
چاہتا ہو کے خلق خدا کی اصلاح ہو تو اسکے لئے محض
واعظ اور ناصح بن کر کام کرنا فضول ہے۔ اسے اٹھنا
چاہئے اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط
کار لوگوں سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور طریقے
کی حکومت قائم کرنی چاہیئے *

"যে কেহ প্রকৃতই খোদাতা'লার জমিন হইতে ফিৎনা-ফ্যাসাদ লোপ করিতে চায় এবং সত্যই আগ্রহ করে যে, খোদার সৃষ্টির সংশোধন হয়, তাহার পক্ষে শুধু ওয়ায়েজ ও উপদেষ্টারূপে কাজ করা বৃথা। তাহাকে খাড়া হইতে হইবে এবং ভ্রান্ত নীতির রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া শুদ্ধ নীতির হুকুমত কায়েম করিতে হইবে।"১

ইহাই ইস্‌লাহে-খলক সম্বন্ধে মওদুদী মতবাদ, যাহা কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত হুবহু এক। বাহ্যতঃ ইহা একান্তই তড়িৎ ফলপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার পর স্বভাবতঃ মনের মধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই মতবাদ যদি মানুষের প্রকৃতির সহিত খাপ খাইত এবং গৌণ ফলের দিক দিয়া ইহাতে মানব জাতির জন্য বিরাট উপকারিতা নিহিত থাকিত, তবে মানব প্রকৃতির স্রষ্টা নিশ্চয় আম্বিয়া (আঃ)-কে ইসলাহের এই নীতিই শিক্ষা দান করিতেন এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি এই বাণীদ্বারা পূর্ণ থাকিত যে, "হে বান্দা উঠ এবং হাতে তরবারি ধর।" এমন কি দুই তিনবার আল্লাহর আদেশ হওয়ার পর কঠোরভাবে তাকিদ করা হইত ঃ "হে খোদায়ী ফৌজদারগণ! উপদেশ দেওয়া একটা বৃথা কাজ। মনের মধ্যে কখনও এই চিন্তাকে স্থান দিবে না। যদি তোমরা খোদার বান্দাগণের ইসলাহের একটা

(১) 'হকিকতে-জিহাদ', ১১ পৃঃ

কাল্পনিক ধারণাও পোষণ কর, তবে সাময়িক সরকারের গদি উল্টাইয়া দাও এবং বল প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের দুষ্টামি দূর কর।" কিন্তু আক্ষেপ এই মতবাদের সমর্থকদের জন্য! কারণ, ব্যাপার কখনও এইরূপ হয় নাই। দুঃখের বিষয়, ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। এই সম্পর্কে মানুষের প্রকৃতির যিনি স্রষ্টা, তাঁহার মীমাংসা উপরোল্লিখিত সাম্যবাদ ও মওদূদী মতবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়। খোদাতা'লার দৃষ্টিতে উপদেশ এমন এক প্রয়োজনীয় বস্তু যে ইহার দ্বারা জগৎ জোড়া অধঃপতনের যুগে, যখন মানবতা সকল দিক দিয়া অবনতির পথে দ্রুত নামিয়া যাইতে থাকে, তখন শুধু সেই সকল সৎ-কর্মশীল ঈমানদার সফলতা লাভ করিবেন, যাঁহাদের মহিমা হইবে ঃ

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ○

"সত্য ও ধৈর্যসহ উপদেশ দান কর।" (সূরা আল-আস্‌র)

বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলে মানুষ এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে যে, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব আনয়নের জন্য খোদাতা'লা তাঁহার বান্দাগণকে যে উপায় অবলম্বনের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা হইল দোয়া ও ধৈর্যের সহিত এবং ধৈর্য্য ও দোয়ার সহিত কেবল সত্যের শিক্ষা দিয়া যাওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতা'লার এই ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হয় যে,

"পরিণামে মুত্তাকীদেরই জয় হইবে।" ○ والعاقبة للمتقين

খোদাতা'লার প্রেরিত সব নবী এই মতবাদেরই সমর্থক ছিলেন এবং তাঁহাদের বিশ্ব-সংস্কারের চিন্তাধারা সাম্যবাদের বল প্রয়োগ দ্বারা সংস্কারের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরিত ছিল। কোরআন করীমে আল্লাহ-তা'লা পবিত্র আম্বিয়া-কুলকে ধর্ম-প্রচারক, উপদেষ্টা ও সুসংবাদদাতা-গণের জামাতরূপে পেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম-ধারার আলোচনা মানব জাতির পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য এই গ্রন্থে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। সুতরাং, এই ঐশী বিবৃতি অনুসারে হযরত নূহ

(আঃ)-এর বৈপ্লবিক অস্ত্র ছিল উপদেশ। হযরত ইব্রাহীম, হযরত শোয়ায়েব, হযরত সালেহ ও নূহ (আঃ) নবীগণ উপদেষ্টারূপেই আগমন করিয়াছিলেন। হযরত মুসা, হযরত ঈসা এবং সকলের পরে, কিন্তু সকলের চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় 'সাইয়েদে ওল্‌দে-আদম' (মানবকুল শিরোমণি) হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) নিজেও শুধু একজন উপদেষ্টারূপেই এক মহান বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনার জন্য এ জগতে শুভাগমন করেন। ইহার পর আমরা কি ভাবে এই পবিত্র নবীকুলের সর্বসম্মত কর্ম-পন্থাকে উপেক্ষা করিব এবং মওদুদী সাহেবের সাম্যবাদী দাবী মানিয়া লইব যে—

"যে কেহ প্রকৃতই খোদাতা'লার জমিন হইতে ফিৎনা-ফ্যাসাদ লোপ করিতে চায় এবং সত্যই আগ্রহ করে যে, খোদাতা'লার সৃষ্টির ইস্‌লাহ্‌ হউক, তাহার পক্ষে শুধু ওয়ায়েজ ও উপদেষ্টারূপে কাজ করা বৃথা।"

দেখুন, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি যখন তাঁহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভ্রান্তি বিস্তারের অভিযোগ করিল, তখন তিনি কোরআন করীমের বর্ণনা অনুসারে তাহাদিগকে এই উত্তর দেন ঃ

يقوم ليس بي ضللة ولكني رسول من رب
العلمين ـ ابلغكم رسلت ربي وانصح لكم واعلم
من الله ما لا تعلمون ٥ (سورة الاعراف ٦١-٦٢)

"হে আমার স্বজাতি ! আমি বিপথগামী নই, বরং বিশ্ব স্রষ্টার দিক হইতে পয়গম্বর (বাণী বাহক) রূপে আসিয়াছি এবং (আমার কাজ এই যে) তোমাদিগকে আমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার বাণী পৌঁছাই এবং উপদেশ দিই এবং আমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার দিক হইতে আমাকে ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, যাহা তোমরা জান না।" ['সূরা আরাফ' ৬১—৬২]

ইহা সেই সম্ভাষণ, যাহা আল্লাহতা'লার বিবৃতি অনুযায়ী হযরত নূহ (আঃ) তাহার জাতির সম্মুখে দিয়াছিলেন। কিন্তু মওদুদী মতবাদ

অনুসারে তাঁহার বলা কর্তব্য ছিল : "আমি খোদার রসুল। তরবারির বলে আমার সালেহগণের জামাতকে তোমাদের উপর প্রবল করিব। তোমরা মোকাবেলা কর বা না কর তোমাদের অসাধু হাত হইতে ক্ষমতা যে কোন অবস্থায় হউক কাড়িয়া লওয়া হইবে।"

তারপর দেখুন, হযরত হূদের বিরুদ্ধে আ'দজাতি নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ করিলে, তিনি এ উত্তর দেন নাই যে, "তোমরা আমার উপদেশের নিরুপদ্রব নীতি দেখিয়া আমাকে বোকা মনে করিও না। ইহা সাময়িক ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, আমি একজন বল-প্রয়োগকারী কঠোর ব্যক্তি। একদিন খোদাদ্রোহীদের হাত হইতে শাসন ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়া আমার সালেহ ('সাধু') জামাতের হাতে সোপর্দ করিব।" কিন্তু নবীগণের সুন্নত তথা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তাঁহার উত্তর একান্ত নির্দোষ ছিল। উহাতে নিষ্ঠুর হৃদয়ের এবং জোর-জবরদস্তির লেশমাত্র গন্ধ ছিল না। কোরআন করীমে সেই জবাব নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে :

يا قوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين ○
ابلغكم رسلت ربى وانا لكم ناصح امين ○
(سورة الاعراف : ٦٧-٦٨)

"হে আমার জাতি। আমার মধ্যে নির্বুদ্ধিতার কিছুই নাই। আমি বিশ্ব-প্রতিপালকের তরফ হইতে রসুল হইয়া আসিয়াছি। আমার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের বাণী তোমাদিগকে পৌঁছাই এবং তোমাদের জন্য আমি বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।" [সুরা আরাফ—৬৭-৬৮ আয়াত]

তারপর হযরত হূদ (আঃ)-এর পর হযরত সালেহ্ (আঃ)-কে তাঁহার জাতি অগ্রাহ্য করিয়াছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ আনিয়াছিল। তিনিও এই জবাবই দিয়াছিলেন :

يقوم لقد ابلغتكم رسلت ربى ونصحت لكم ولكن لا
تحبون النصحين *

"হে আমার জাতি! দেখ, আমি তোমাদিগকে আমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার বাণী পৌঁছাইয়াছি এবং উপদেশ দান করিয়াছি। কিন্তু তোমরা উপদেষ্টাদিগকে ভালবাসিবার লোক নও।"

(সূরা ঃ আল-আরাফ ঃ)

তারপর, হযরত লূত (আঃ)-এর জামাতও হযরত লূতের জাতির ক্ষমতা বলপূর্বক দখল করেন নাই। তাঁহারাও সর্বদা উপদেশ দান করিতেন।

অবশেষে জাতির অত্যাচার অসহনীয় হওয়ায় তাহারা অগত্যা হযরত লূতের সঙ্গে দেশ-ত্যাগ করেন। অতঃপর, ঐ জাতি খোদার আজাবগ্রস্থ হয়।

হযরত শোয়া'য়েব (আঃ)-ও শত্রুদের দুঃখ প্রদান সত্বেও শুধু উপদেশ দানেই ব্যাপৃত ছিলেন। যখন বিরুদ্ধবাদীগণ জুলুম ছাড়িল না ঃ

فتولى عنهم وقال يقوم لقد ابلغتكم رسلت ربى و نصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين *

"তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন ঃ 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদিগকে আমার প্রভু—স্রষ্টা ও প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়াছি এবং উপদেশ দান করিয়াছি। অতএব, কি প্রকারে এক অবিশ্বাসী ও অবিরাম উপদেশ অগ্রাহ্যকারী জাতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিব?'" (সূরা ঃ আল-আরাফ)

বস্তুতঃ, সব নবীর পদ মর্য্যাদা ছিল উপদেষ্টার। যখনই তাঁহাদিগকে অস্বীকার করা হইত, তাঁহারা আপন স্রষ্টা ও প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিতেন। কান্নাকাটি করিতেন। তরবারির বলে বিরুদ্ধবাদিগণ হইতে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকারের পরিবর্তে তাঁহারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহাদের কর্তব্য শুধু প্রেম, বিনয় ও উপদেশ দ্বারা ইস্‌লাহ্ করা। বাকী সব খোদার কাজ। তিনিই প্রকৃত মালিক। যাহাকে চান, তিনি রাষ্ট্রাধিকারী করিয়া দেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় তাঁহাদের ধ্বনিও ইহাই ছিল ঃ

ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمين *

["হে আমাদের স্রষ্টা ও পালন কর্তা! আমাদিগকে ধৈর্য্য দাও এবং আমাদিগকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দাও"।]

তাঁহারা তাঁহাদের জাতিকে উপদেশ দিতেন :

استعينوا بالله و اصبروا ٥

["আল্লাহতা'লার সাহায্য চাও এবং ধৈর্য অবলম্বন কর"]

আরো বলিতেন :

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين-

"নিশ্চয়ই সমগ্র ভূমি খোদা-তা'লার সম্পত্তি। তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে যাহাকে চান, ইহার উত্তরাধিকারী করেন। (নিজে সালেহ্ সাজিয়া বলপূর্বক ক্ষমতা অধিকার করা আমাদের কাজ নয়।) অবশ্য, আমরা এইটুকু জানি যে, ٥ و العاقبة للمتقين

"যে কোন অবস্থায়, পরিণামে মুত্তাকীগণই বিজয় লাভ করিবে।"

হযরত মূসা (আঃ)-এর পর হযরত ঈসা (আঃ)-ও তাঁহার সারা জীবন উপদেশ দেওয়ায় অতিবাহিত করেন এবং কখনও ক্ষমতা অধিকারের কোন পরিকল্পনা করেন নাই। অবশেষে, সকল নবীর সর্দারও উপদেষ্টারূপেই মানুষকে 'নেকীর' (পূণ্যের) দিকে আহ্বান করিতে আসিয়াছিলেন—'দারোগা' বা 'খোদায়ী ফৌজদারের' পদ কখনও গ্রহণ করেন নাই। আল্লাহ্ তা'লা নিজেও তাঁহার নাম 'উপদেষ্টাই' রাখিয়াছেন, যেমন বলেন :

فذكر انما انت مذكر - لست عليهم بمصيطر ٥

"অতএব, (হে মুহাম্মদ) তুমি একজন উপদেষ্টা মাত্র এবং তুমি তাঁহাদের জন্য দারোগা নও।" (সূরা আল-গাসিয়া)

কিন্তু মওদুদী সাহেব দাবী করেন যে, তিনি ও তাঁহার 'জমাআত'—

'مذ هبى تبليغ كرنے والے واعظين اور مبشرين

کی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ خدائی فوجداروں
کی جماعت ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس۔
اور اسکا کام یہ ہے کہ دنیا سے ظلم فتنہ طغیان
اور ناجائز انتفاع کو بزور مٹادے"۔ (حقیقت جہاد)

"ধর্ম-প্রচারকগণ উপদেষ্টা ও সুসংবাদদাতাগণের জামাত নহে। ইহা 'খোদায়ী ফৌজদারগণের' জামাত। যাহাতে তোমরা লোকের জন্য সাক্ষী হও। ইহাদের কাজ এই যে, পৃথিবী হইতে জুলুম, বিদ্রোহ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবৈধ মুনাফাকে বলপূর্বক নির্মূল করা।"

খোদা-তা'লা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে বলিয়াছেন ঃ—

و ما جعلناك عليهم حفيظا و ما انت عليهم بوكيل ○

"আমি তোমাকে তাহাদের উপর দারোগা নিয়োগ করি নাই এবং তুমি তাহাদের আমলের (কর্মের) জন্য দায়ী নহ।"

কিন্তু মওদুদী সাহেব দারোগাগীরিই নহে পরন্তু ফৌজদারের অধিকারও তাঁহার নিজের জন্য এবং তাহার জামাতের জন্য সুরক্ষিত করিয়া লইতেছেন।

কি আশ্চর্য! খোদাতা'লা যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারকের জন্য বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেও ফৌজদারী অধিকার দেন নাই, কিন্তু মওদুদী সাহেব ও তাঁহার সালেহীনগণের জামাতকে এই খাস অনুগ্রহ লাভের জন্য তিনি মনোনীত করিয়াছেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দয়ার্দ্র চিত্ত হইতে যখন এই করুণ দোয়া নির্গত হইত ঃ 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যেন আমি সারা জাহানের পথ-প্রাপ্তির উপলক্ষ হই' তখন খোদাতা'লা এই উত্তরই দিয়াছেন ঃ

افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ○

"তুমি কি লোককে ঈমান আনার জন্য বাধ্য করিতে পার!"

এবং তাঁহার অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছেন ঃ

ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا
وما انت عليهم بوكيل ○

"যদি আল্লাহ্ চাহিতেন, তবে তাহারা শেরেক করিত না। এবং তোমাকে আমি তাহাদের উপর দারোগা নিযুক্ত করি নাই এবং তুমি তাহাদের রক্ষক নহ।"

কিন্তু মওদুদী সাহেব সেই বিশ্ব সংস্কারের সংকল্প করিলেন, অমনি জোর জবরের সম্যক ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইল এবং যাবতীয় ফৌজদারী ক্ষমতা অর্পণ করা হইল, যাহাতে পৃথিবী হইতে জুলুম, ফেৎনা-ফাসাদ, অবৈধ মুনাফা ও বিদ্রোহকে বল পূর্বক নির্মূল করেন।

কত দুঃখ এবং আশ্চর্যের কথা। ফিৎনা-ফাসাদ নির্মূল করার এবং খোদার সৃষ্টির ইস্‌লাহের এই পন্থা পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রহিল এবং কেহই এই অমূল্য রহস্যের সন্ধান পাইল না, বা (নাউযুবিল্লাহ্) খোদাতা'লারই ভুল হইয়া গেল। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার তিনি বিশ্ব সংস্কারের সংকল্প করিয়াছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বারই তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, "শুধু উপদেষ্টা হইয়া কাজ করা বৃথা।" এমন কি, সকল নবীর প্রধান শেষ যুগের নবী (সাঃ) আসিয়াও প্রস্থান করিলেন। তবু উপদেশের অক্ষমতা খোদা তালার স্মরণ হইল না। যদি বা স্মরণ হইল তো ইস্‌লাহে-খলকের শ্রেষ্ঠ সনাতন নিয়মই স্মরণ হইল যে,

فذكر ان نفعت الذكرى ○

"উপদেশ দাও, নিশ্চয় উপদেশে উপকার হয়।" (সূরা ঃ আল-আ'লা)

মওদুদী সাহেবের মতই যদি সত্য হয়, তবু খোদার কসম ! এই মওদুদী সত্যের জন্য আমার কোন পরওয়া নাই। কারণ ইস্লাহে-খলকের যে অমূল্য রহস্য আমার ধর্মগুরু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় নাই, যদি দশ কোটি বার তাহার পর কোন 'মওদুদীর হৃদয়ে' অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে দশ কোটি বারই আমার 'হৃদয়ের ধ্বনি' শুধু এই বলিয়াই ক্রন্দন করিতে থাকিবে যে ;

تھا جنھیں ذوق تماشہ وہ تو رخصت ہو گئے
لے کے اب تو وعدۂ دیدار عام آیا تو کیا

[তামাশার সখ যাঁহাদের ছিল, তাঁহারা সকলেই বিদায় হইয়া গিয়াছেন। এখন যদি তুমি সাধারণেও দর্শনের অঙ্গীকার লইয়া আইস তাহাতে কি আসিয়া যায় ?]

ক্ষমতা লাভের উন্মাদনা

মওদুদী সাহেবের বিভিন্ন পুস্তক পাঠ পূর্বক আমি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, জনাবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে যে ফল পাওয়া যায় তাহা তিনটি শব্দে প্রকাশ করা যায়, যথা—'ক্ষমতা লাভের উন্মাদনা'।

এই ক্ষমতা লাভের উন্মাদনা এত প্রবল ও সীমাহীন যে, জীবন সংক্রান্ত তাঁহার প্রত্যেকটি মতবাদের উপর ইহা প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

তাঁহার মতে, আল্লাহর ইবাদতের অর্থও ইহা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, খোদার কোন কোন বান্দাকে 'সালেহ' বা শুদ্ধ করিয়া খোদার অন্য সব বান্দার উপর হুকুমত করিবার যোগ্য করা। 'ইবাদতের আধ্যাত্মিক' বিভাগের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আদৌ যায় না। তিনি ভুলিয়া যান যে, ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য খোদার সহিত বান্দার

যোগ সাধন বা মিলন। অর্থাৎ, জ্বিন ও মানুষ যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ণ করা। তিনি ভুলিয়া যান যে, বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদত। ইহা কোন গৌণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নহে। তিনি ভুলিয়া যান যে, ইবাদত জ্বিন ও ইন্‌সের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই, বরং জ্বিন ও ইন্‌স ইবাদতের জন্য সৃষ্ট। খোদাতা'লা বলেন ঃ

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ○

"আমি ইবাদতের জন্যই জ্বিন ও ইন্‌স সৃষ্টি করিয়াছি।"

কিন্তু মৌলানার হঠকারিতা এই যে ঃ

"এই নামায ও রোযা, এই যাকাত ও হজ্ব প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ প্রস্তুতি ও শিক্ষার জন্য, যেইরূপ পৃথিবীর সব রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অসামরিক চাকুরির জন্য লোককে প্রথমতঃ বিশেষ প্রকার ট্রেনিং দিয়া পরে তাহাদের নিকট হইতে কাজ নেয়। ইসলামও অনুরূপভাবে যে সমস্ত লোক এই চাকুরীতে ভর্তি হয়, তাহাদিগকে প্রথমতঃ বিশেষ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দেয়। তারপর তাহাদের দ্বারা জেহাদ ও হুকুমতে ইলাহীর সেবা নিতে চায়।" (১)

জড় দৃষ্টি ভংগিতে ইবাদতের এই ভয়ংকর চিত্র কোন ধর্মই কখনো পেশ করে নাই। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত কথা। কিন্তু ক্ষমতা লাভের দুর্নিবার আগ্রহাতিশয্য যখন জীবন সংক্রান্ত সকল মতগুলির উপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন আল্লাহর ইবাদতও সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও বেসামরিক চাকুরীর ট্রেনিং-এর ন্যায় প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নয়।

এই ক্ষমতা লাভের আগ্রহ এমন অস্থির ও অধৈর্য আগ্রহ যে, ইহা কোন দীর্ঘ ও কঠিন (কিন্তু সঠিক) পথে চলিয়া অভীষ্ট লাভ করিবার অনুমতি দেয় না। সাম্যবাদের ইহাই দাবী ছিল যে, বিপ্লবের জন্য দীর্ঘ গণতান্ত্রিক উপায় গ্রহণ করা বৃথা, বরং কম্যুনিস্ট পার্টি তাহাদের 'সাধু উদ্দেশ্য' লাভের জন্য যখনই সুযোগ পায় সমসামরিক

(১) 'হকিকতে জিহাদ', ১৬ পৃঃ।

শাসন শক্তিকে উল্টাইয়া ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে। মৌলানাও হুবহু এই দাবীই করেন। তিলমাত্র প্রভেদ নাই। মওদুদী-ফরমান অনুবর্তীদিগকে তাকিদ করে :

"যে দেশেই তোমাদের শাসন কর্তৃত্ব লাভ হয়, সেখানে 'খোদার খলকের ইসলাহের জন্য দাঁড়াও। রাষ্ট্রের ভ্রান্ত নীতিকে শুদ্ধনীতি দ্বারা বদলাইবার চেষ্টা কর। যাহারা খোদাকে ভয় করে না এবং বল্গাহীন উষ্ট্রের ন্যায় তাহাদিগের নিকট হইতে আইন প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লও।" ১

আশ্চর্য! ক্ষমতা লাভের আগ্রহের পাঁকে পড়িয়া সহস্র সহস্র বৎসরের পরীক্ষিত সাধারণ নৈতিক তত্ত্ব বুঝিতেও মৌলানা অক্ষম। সেই তত্ত্ব ইহাই যে, দাবী যতই জোরদার হউক, নিয়েৎ বাহ্যিকভাবে যতই সাধু হউক, দেশের কোন পার্টিকে লড়াই করিয়া শাসন কর্তৃত্ব হস্তগত করিবার অনুমতি দেওয়া যায় না। অন্যথায়, পৃথিবীতে এমন ভীষণ ফ্যাসাদ উপস্থিত হইবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত উহা থামিবে না এবং গৃহ-যুদ্ধের এমন আগুন জ্বলিবে যে, উহা কিছুতেই নিভিবে না।

প্রথমতঃ, যে উদ্দেশ্য লইয়া কোন পার্টি দাঁড়ায়, উহা সাধু কি অসাধু উহার বিচারের ভার ঐ পার্টির উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে যদি সাধু বলিয়াও স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তথাপি এইরূপ মীমাংসা করিবার ভার ঐ পার্টিকে দেওয়া যায় না যে, ক্ষমতাসীন সকল ব্যক্তি কুকর্মী, দুর্বৃত্ত, খোদাকে যাহারা ভয় করে না ও বল্গাহীন উষ্ট্রবৎ এবং ঐ পার্টির সকল ব্যক্তিই সৎ ও শুদ্ধ এবং তাহাদের হৃদয়স্থ নিয়েৎ সরল ও নির্মল। যদি তাহাদের নিয়েৎ সাধু বলিয়াও ধরিয়া লওয়া হয়, তবু এ আশঙ্কার প্রতিকার কি যে, কোন কোন সময় প্রথমাবস্থায় নিয়েৎ ভাল থাকে, বা মানুষ ভাল বলিয়া ভুল করে। মৌলানা বলেন :

"কিন্তু রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা যে কেমন বিষম আপদ, তাহা

(১) 'হকিকতে জিহাদ', ১৫ পৃঃ।

প্রত্যেকেই জানে। ইহা লাভ করিবার খেয়াল হওয়া মাত্র মানুষের মধ্যে লালসার তুফান বহিতে আরম্ভ হয়। মনের অশেষ বাসনায় মানুষ চায়, যেন পৃথিবার সকল ধন-ভাণ্ডার ও খোদার সৃষ্টির উপর পূর্ণ অধিকার তাহার হস্তগত হয়, যাহাতে সে প্রাণ খুলিয়া খোদায়ী করিতে পারে।" ১

সুতরাং, যেহেতু মৌলানা নিজেই স্বীকার করেন যে, ক্ষমতার আগ্রহ তো স্বতন্ত্র ইহা লাভের চিন্তাও এক অতি সাংঘাতিক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। এমতাবস্থায় তাঁহার তৈরী সালেহীন (শুদ্ধ ব্যক্তিগণ) এই ভীষণ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা হইতে যে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবেন তাহার প্রমাণ কি? বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের সাধু নিয়েৎ জামানতরূপে গৃহীত হইতে পারে। কারণ আল্লাহতা'লা এই বেসামরিক চাকুরির জন্য যে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, অর্থাৎ, 'সকল ইসলামী ইবাদত' পালন করিবার সেই ট্রেনিং-এ তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে আবার এই প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, মৌলানা কিরূপে ইহা সত্য বলিয়া নিরূপন করিয়া লইলেন যে, শুধু তাঁহার ইসলামী জামাতের সদস্যগণই নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি ফরয পালন করেন? যদি আহমদীগণের ইবাদত আপনার মতে ইবাদত না হইয়া থাকে, তবে বেরেলবীগণ কি এই সকল ইবাদত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, বা দেওবন্দীগণ এগুলি হইতে বিমুখ হইয়াছে? শিয়া ভাবাপন্ন মুসলমানগণের ইবাদত কি ইবাদত নয়? আহলে-কোরআন এগুলি কি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে? যদি ইহা না হয়, তবে তাহাদেরও সকলেরই এই অধিকার কেন থাকিবে না যে, তাহারাও নিজ নিজ ভাবে তরবারির জোরে তাহাদের মতে যে রাষ্ট্র বা শাসন কর্তৃপক্ষের নীতি বা চিন্তা-ধারা ভাল নয়, উহাকে উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে। তারপর, অমুসলমানগণও তো স্ব স্ব স্থানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব মতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করে। যদি তাহারা এরূপ মনে না করিত, তবে তাহারা কি দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিত না? এজন্য মওদুদী-নীতি

(১) 'হকিকতে জিহাদ' ১৫ পৃঃ।

হিসাবে সম-সাময়িক হুকুমতকে উল্টাইবার জন্য তাহাদেরও অনবরত ষড়যন্ত্র করিবার অধিকার থাকিবে।

সদুদ্দেশ্য বা বিশ্ব-সংস্কারের বাহানায় সালেহীনগণ, বিভিন্ন দেশগুলিকে কখ্খও শাসনশক্তি উল্টাইবার অনুমতি দিতে পারে না। কাহারও সালেহিয়ত (শুদ্ধতা) সম্বন্ধে মতভেদ এত ভীষণ হওয়া সম্ভবপর যে, দুই পক্ষের মত স্বীকার করিয়া লইলে কোন পার্টিই সালেহ্ থাকিবে না।

ধরুন, মৌলানার মতে ইস্‌লামের সহিত আহ্‌মদিয়তের কোনই সম্পর্ক নাই। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে ঝগড়া বাধাইবার জন্য ইহা ইংরাজদের স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষ। মুসলমানগণকে জেহাদ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ করা এবং তাহাদের কর্মশক্তিকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাহারা ইহা রোপন করিয়াছিল। আহ্‌মদীয়াতে বীজ বপন করা হইয়াছিল মুসলমানগণের মধ্যে পারস্পরিক মত-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে, যাহাতে গোপন, আস্তীনের মধ্যে সাপ প্রবেশের ন্যায় ইহা ইসলামের মধ্যে থাকিয়া কিন্তু ভীষণ মারাত্মক আক্রমণ দ্বারা ইসলামের মূলোচ্ছেদ করিতে পারে।

কিন্তু আমার মতে, আহ্‌মদীয়া জামাত খাঁটি ইসলামের বিজয় ও নব-জীবন আনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বীজ ইংরাজ নহে, স্বয়ং খোদা স্বহস্তে রোপন করিয়াছেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি উম্মতে ইসলাহের জন্য এক মাহ্‌দী দিবেন এবং এমন এক মসিহ্ নাযিল করিবেন, যিনি (তাঁহার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা) ক্রুশকে চুরমার করিবেন। অতএব, আমার মতে এই জামাত সেই মাহ্‌দী ও মসিহের জামাত। বস্তুতঃ, ইহা একদিকে মানব জাতির ইসলাহের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ ও দরবেশ সুলভ ওয়াজ নসিহতের কাজে ব্যাপৃত। অন্য দিকে, বিশ্বের কোণে কোণে, খৃস্টধর্মের (তথা, ক্রুশ আশ্রিত ধর্মের) সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া প্রতি ক্ষেত্রে উহাকে পরাজিত করিতেছে। ভাল, আমি কি প্রকারে ভাবিতে পারি যে, ইহা ইংরাজের স্বহস্তে রোপিত গাছ? ইংরাজের স্বহস্তে রোপিত গাছ কি ইংরাজের ধর্মে, অর্থাৎ যীশুর ধর্মের মূলোচ্ছেদ করে

এবং সকল স্থান হইতে উহার মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দেয় ? যেখানেই আহ্‌মদীগণ পৌঁছিয়াছেন, ত্রিত্ববাদের বৃক্ষ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং তৌহীদের বীজ বপনের কাজ চলিতেছে। এই বীজ সবুজ চারাগুলির ন্যায় ফুটিয়াছে এবং শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হইতেছে। চারাগুলি বড় হইয়া যৌবনে পদার্পন করিয়াছে এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হইতেছে। ইহাদের ফুল সুন্দর ও সৌরভময়। ফলগুলি নয়ন তৃপ্তিকর ও সুমিষ্ট। সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত শাখাগুলির ছায়া শান্তিদায়ক। সদাত্মাগণ পাখীগণের ন্যায় ডালে ডালে আল্লাহতা'লার একত্বের গীত গাহিতেছে। যদি এই কাজ ইংরাজের স্বহস্তে রোপিত চারাগুলির পক্ষে সম্ভব হয়, তবে হায়! আমার মনে হয়, ইংরাজগণ তাহাদের শাসন আমলে যদি এদেশে এই প্রকার গুণ সম্পন্ন আরো দুই চারিটি স্বহস্তে রোপিত চারা রাখিয়া যাইত তাহা হইলে ইসলাম আগামীকল্য সঞ্জীবিত হওয়ার পূর্বে আজই জিন্দা হইয়া উঠিত এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম আগামীকল্য না মরিয়া আজই মরিয়া যাইত।

এখন দেখুন, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে আমার একীন ও ঈমান ঐ ফাতওয়া হইতে কত ভিন্ন, যাহা মৌলানা মওদূদী এই জামাত সম্বন্ধে দিয়াছেন। আমি তো এই জামাতের সৌধকে সেই গভীর প্রেমের উপর স্থাপিত দেখিতেছি, যে প্রেম অক্ষয় অব্যয়রূপে এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতার হৃদয়ে খোদা ও তাঁহার রসূলের (সাঃ) জন্য নিহিত ছিল এবং তিনি তাঁহার এক কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

—"আমি খোদার পর মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে মাতোয়ারা। যদি ইহাই কুফর হইয়া থাকে, তবে খোদার কসম! আমি শক্ত কাফের।" (দুরুরে সামীন)

কিন্তু মৌলানার নিকট এই জামাতের ভিত্তি ইংলণ্ডে পত্তন হইয়াছিল। উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আছে কি ?

তারপর এই দৃষ্টান্তটিকে অন্য প্রকারেও দেখুন! মৌলানার মতে জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য সালেহীনের (শুদ্ধ ব্যক্তিগণের) এমন একটা জামাত গঠন করা, যাহা ইসলামী ইবাদতগুলি দীর্ঘ সময় ব্যাপী অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করিবার পর এমন যোগ্যতা লাভ করে যে, ইসলাম তাহাদিগকে বলে ঃ

"এখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খোদার সর্বাপেক্ষা সালেহ্ (শুদ্ধ) বান্দা। অতএব, অগ্রসর হও। যুদ্ধপূর্বক খোদাদ্রোহীদিগকে শাসন কর্তৃত্ব হইতে বেদখল কর এবং শাসন সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা তোমাদের হাতে গ্রহণ কর।"

বস্তুতঃ, মৌলানার চেষ্টায় পৃথিবীতে খোদার সর্বাপেক্ষা অধিক সালেহ্ বান্দাগণের জামাত তৈরী হইয়াছে এবং (তাহার মতে) এখন প্রতীক্ষা শুধু এই কথার যে, কখন সেই শক্তি জন্মিবে যে, যুদ্ধ করিয়া খোদাদ্রোহীদিগকে শাসন কর্তৃত্ব হইতে বেদখল করিয়া শাসন সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।

মৌলানা মনে করেন যে, এই জামাত বিশুদ্ধভাবে পৃথিবীর ইসলাহ (সংস্কার) করার ও ইসলামের বাণী সর্বোচ্চ রাখার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে খোদাহীন মতবাদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা যায় এবং তরবারির বলে খোদার সৃষ্টি-জোড়া মহিমার সম্মুখে সকলকেই নত করা যায়।

কিন্তু মওদুদী সাহেবের জামাতের ব্যক্তিগণ ভূ-পৃষ্ঠে খোদার সর্বাপেক্ষা অধিক সালেহ (বিশুদ্ধ) বান্দা হওয়া সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বলিয়াই আমার সম্যক প্রতীতি। আমার বিশ্বাস, যদিও আমাদের এই-রূপ বিচার করার অধিকার আছে যে, ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়া কোন জামাত বা ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, কি প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু আমাদের এই অধিকার কখনও জন্মে না যে, এই পৃথিবীতে আমাদের সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত না সালেহিয়তের নিঃসন্দিগ্ধ লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্তা'লার প্রেমের আলামত প্রত্যক্ষ করা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ফাতওয়া দিই যে, আমরা নেক ও সালেহ্। যদি তিনি তাঁহার

পূর্ববর্তী প্রিয় সালেহীনের সহিত যেমন বাক্যালাপ করিতেন এখনও বাক্যালাপ না করেন, যদি তিনি যেমন পূর্ববর্তী উম্মতের সূফী ও বুযুর্গগণের নিকট প্রকাশিত হইতেন, এখনও তেমনই সালেহিয়তের দাবীদারগণের নিকট প্রকাশিত না হন, যদি তাহাদিগকে সাহায্য না করেন এবং তাঁহার বাক্য ও কার্যের সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রমাণ না করেন যে, সালেহিয়তের দাবীকারী সত্যই সালেহ্, তবে এই দাবী মিথ্যা। মানুষ কপটতা ও খোশ খেয়ালের চক্রে এমনই আবদ্ধ যে, সে তাহার নিজের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। একমাত্র খোদা সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তিনিই হৃদয়ের সকল লুক্কায়িত বিষয় জ্ঞাত। মানুষের প্রকৃতির পাতাল পর্যন্ত অবহিত। বস্তুতঃ, তিনিই জানেন কে সালেহ্ এবং কে সালেহ্ নয়।

সুতরাং আমার মতে, মওদুদী সাহেবের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা যে, জামাতে ইস্‌লামী ইসলামের বাণী সর্বোচ্চে স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ, যদি এই জামাতের আকায়েদ (ধর্ম-বিশ্বাস) মৌলানা মওদুদীর আকায়েদই হইয়া থাকে, তবে ইহা ইস্‌লামের বাণীকে উচ্চ করিতেছে না—ইস্‌লামকে দুনিয়ার চোখে হেয় করিতেছে এবং মানুষের প্রকৃতির নিকট এই পবিত্র ধর্মকে ঘৃণার্হ করিয়া তুলিতেছে।

সংখ্যা-গুরু মুসলমান পরিবেশে পাকিস্তানে মৌলানা মওদুদী ইস্‌লামের বাণী উচ্চ হওয়ার জন্য যত ইচ্ছা উচ্চ ধ্বনি করুন ও শ্লোগান দিন। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইস্‌লাম প্রচার ও তাঁহার নীতি সংক্রান্ত মৌলানার মতগুলি লইয়া অমুসলমান দেশগুলিতে তবলীগের জন্য একটু বাহির হইয়া দেখুন! বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, এই মতবাদগুলি দ্বারা ইসলামের বাণী কতখানি উর্দ্ধে উঠিতেছে। হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম এখনও আকাশে জীবিত থাকার আকিদা লইয়া খ্রীষ্টান দেশগুলিকে ইস্‌লামের দিকে আহবান করিয়া দেখুন এবং এই অস্ত্র দ্বারা ক্রুশ ভাঙ্গার তথা ক্রুশীয় মতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করুন। তারপর, আমি তাঁহাকে বলিব, বলুন তো এই সকল মওদুদী মত ইস্‌লাম ও উহার পবিত্র রসুলের নামের ধ্বনি উচ্চ করিতেছে, না উহার বিপরীত করিতেছে?

ইহাই সত্য এবং আমি ইহাই ঈমান রাখি যে, এই মতগুলি দ্বারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের ভীষণ অবমাননা হয়। এই জন্য আমি মওদুদীর জামাতকে কখনও ইস্‌লামের বন্ধু মনে করি না। শুধু ইহাই নয়, বরং এই জামাত এবং ইহার কর্মপদ্ধতি হইতে কম্যুনিজমের গন্ধ আসে। ইহার বীজ রাশিয়ার মাটিতে বপিত এবং ইহা একেবারেই রূহানিয়ত বর্জিত হওয়া স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

এখন দেখুন, আমাদের দাবী আমাদের চোখে কত নির্দোষ, কত সাধু দেখায়। কিন্তু যখন অন্যের চোখে দেখা যায়, তখন ০ ০ ০ ০ 'আল্-আমান' ও 'আল্-হাফীজ'। [হে শান্তিদাতা, হে রক্ষা-কর্তা, নিরাপদ কর, রক্ষা কর।]

দৃষ্টান্তটিকে যদি উম্মতের বাকী ফিরকা বা সম্প্রদায়গুলি পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয় এবং প্রত্যেক দলকে এই প্রকারে যাচাই করা হয়, তবে মানুষের ইসলাহ্ করিবার এবং পৃথিবী হইতে জুলুম, ঝগড়া ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিবার জন্য লড়াই করিয়া শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার বৈধতার মতবাদের গুমর ফাঁক হইয়া পড়িবে।

আমি যখনই মওদুদী-মতবাদের প্রতি মনোনিবেশ করি, তখনই এই ইংরাজী প্রবাদটি মনে পড়ে ঃ

"স্বর্গের পথ সাধু উদ্দেশ্যের ইটে গাঁথা।"

এবং শেষ নিশ্চিত মীমাংসার জন্য যখনই আমি কোরআন করীমের উপর দৃষ্টিপাত করি, তখনই এই আয়াতের উপর যাইয়া চক্ষু স্থির হইয়া পড়ে ঃ

وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ○ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ○

(بقرة ع ٢)

'যখন তাহাদিগকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে উপদ্রব করিও না, (তখন) তাহারা বলে ঃ আমরা তো ইস্‌লাহ্‌কারী দল। জানিয়া রাখ, ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু বুঝে না।'' ['সুরাহ্ বাকারাহ্', রুকু ২]

আল্লাহ্, আল্লাহ্! কতই প্রিয় এই বাক্য। এই ক্ষুদ্র বাক্যটি কত চিরসত্যে ভরা! আয়াতের প্রত্যেকটি অংশে মানব প্রকৃতির গভীরতম রহস্য বিরাজমান।

যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, পৃথিবীতে ঝগড়া করিও না, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি করিও না, তখন তাহারা বলে যে, তাহারা সংস্কারকের দল—তাহারা মুসলেহীনদের জামাত। সাবধান ইহারাই ঝগড়া, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী—কিন্তু তাহারা জানে না।

মওদুদীর দৃষ্টিতে

মুরতাদ হত্যা

মৌলানার ক্ষমতা লাভের স্পৃহার কোন সীমা পরিসীমা নাই। প্রতি ক্ষেত্রে তাঁহার কঠোর স্বভাবের সাথে সাথে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠে। তাঁহার মুরতাদ বা ধর্ম ত্যাগীর হত্যার আকিদাও তাঁহার এই কঠোর স্বভাবেরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁহার এই আকিদাকেও তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এ বিষয়ের উপর তিনি একখানা পুস্তিকা 'মুরতাদ কি সাজা ইস্‌লামী কানুন মেঁ' (ইস্‌লামী আইনে ধর্মত্যাগীর শাস্তি) নামে লিখিয়াছেন। পুস্তকটিতে তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসের সহিত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর আকিদাটি আরোপ করিয়াছেন এবং নজীররূপে 'যাকাত' দানে অস্বীকারকারীদের বিদ্রোহ দমনার্থে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সামরিক তৎপরতাকে পেশ করিয়াছেন। মৌলানার শাস্ত্র উদ্ধৃতি ও যুক্তি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। অতএব, আমি এখানে উহার কয়েকটি দিক মাত্র লইয়া আলোচনা করিয়াই নিবৃত্ত হইব।

যদিও একথা সত্য যে, ইস্‌লামের আরো উলামা, যাঁহাদের চিত্তের পবিত্রতা ও সাধু উদ্দেশ্য অবিসম্বাদিত, এই বিষয়ে তাঁহাদেরও পদস্খলন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের পদস্খলন ও মৌলানা মওদুদীর পদস্খলনে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমি প্রথমতঃ এই প্রভেদের দিকে পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। ঐ সকল উলামার ভ্রম শুধু ফিকাহ্ অর্থাৎ আইন ঘটিত একটা ভ্রান্তি ছিল এবং উহাতে তাহাদের চিত্তের কঠোরতার কিছুই ছিল না। যদিও তাঁহারা সাধু-ভাবে স্বীকার করিতেন যে ইসলামে মুরতাদের শাস্তি প্রানদণ্ড, তবু তাঁহাদের মতে মুসলমানের সংজ্ঞা এত প্রশস্ত ছিল যে, তাহাতে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় ব্যাপক হত্যা-কাণ্ডের কোনই প্রশ্ন উঠিত না এবং এই

আদেশ কেবল সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হওয়ার কথা, যেখানে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ধর্ম হইতে আসিয়া ইসলামে যোগদানের পর আবার মুরতাদ হইত (সেই ধর্ম বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করিত) এবং পরিষ্কার বলিত যে, সে আর মুসলমান নহে। ইহাতেও এই মতবাদ পোষণকারী উলামাদের মধ্যে কাহারও এই ফতওয়াও ছিল যে, এইরূপ ব্যক্তিকে তাউবা করিবার জন্য অনির্দিষ্ট সময় মুহলত দিতে হইবে। ইহাতে সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের এই ভ্রান্তির মূলে এ আকাঙ্খা কখনও বিরাজ করিত না যে, খোদার সৃষ্টি তাঁহাদের ক্ষমতাধীনে আসুক এবং তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া খোদায়ী করুন। তাঁহাদের কখনও এই আগ্রহ ছিল না যে, তাঁহারা কলেমা পাঠকারী মুসলমানগণের উপর প্রথমে বলপূর্বক কুফরের ফাতোয়া সাব্যস্ত করেন এবং তাহার পর মুরতাদকে কতল করিবার আকিদা আঁচলে বাঁধিয়া সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন যে কখন তাহাদের হাতে ক্ষমতা আসিবে এবং তাহারা মুরতাদগণের রক্তস্রোত বহাইবেন।

কিন্তু ইউরোপের অন্ধকার যুগের ধর্মনেতাদের ন্যায়, যাহাদের মতে খ্রীষ্টধর্ম-ত্যাগের শাস্তি প্রাণদণ্ড ছিল এবং খ্রীষ্টধর্ম দ্বারা তাঁহারা নিজেদের মতের খ্রীষ্টধর্ম মনে করিতেন, মওদুদী সাহেবের মতেও ইসলাম হইতে ফিরিয়া যাওয়ার দণ্ড কতল এবং ইসলাম দ্বারা বুঝায় মওদুদী সাহেব বা তাঁহার স্থলবর্তী কেহ যে ইসলাম নির্দেশ করেন উহা। ফলে, মওদুদী হুকুমতের আমলে কে মুসলমান ও কে মুরতাদ হওয়ার আজ্ঞাধীন? এই বিষয়ের শেষ মীমাংসা অবশ্য কোন মওদুদী শাসকের হাতেই হইবে। এই মীমাংসা কি হইবে, এই প্রশ্নের উত্তর মৌলানার রচিত কেতাবগুলিতে সংশয়াতীতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে মৌলানার ধারণাগুলি লিখিবার পূর্বে যত সংক্ষেপে হয়, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই অপবাদ হইতে মুক্ত করা জরুরী মনে করি যে, তিনিও নাউযুবিল্লাহ এই মত পোষণ করিতেন যে ইসলাম ছাড়িয়া ধর্মান্তর গ্রহণের শাস্তি ইসলামী আইনানুযায়ী মৃত্যুদণ্ড।

যদি কোন ব্যক্তির প্রতি কোন ধারণা বা কার্য আরোপ করা হয়, তবে স্বভাবতঃ মনে এই প্রশ্ন উদয় হয় যে, সেই দাবীর প্রমাণ বা তদনুযায়ী কার্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে জানা চরিত্র, স্বভাব ও অভ্যাসের মধ্যে পাওয়া যায় কি না? এই কষ্টি পাথরে প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বহু বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া থাকি। শুধু মানুষের সম্বন্ধেই নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক বিষয়েরই আমরা এইভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্থলে যদি কেহ আপনাকে বলে যে, সে বনে দেখিয়াছে একটি ঘোড়া একটি বাঘকে টুকরা টুকরা করিয়া খাইতেছে, বা এক হরিণ শাবককে দেখিয়াছে, যাহা দেখিতে দেখিতে একটা চিতাকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, তবে আপনি এক মুহূর্তের জন্যও মনের মধ্যে একথা স্থান দিবেন না যে, সত্যই এইরূপ হইয়াছে। কারণ, দাবীটি ঘোড়া ও হরিণের জানা স্বভাবের স্পষ্ট বিরোধী। সেইরূপ, এই মুরতাদ কতলের আকিদা আপাত দৃষ্টিতেও এমন এক অস্বাভাবিক ও অবিচারের কাজ যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি এই মতবাদকে কোন অবস্থাই আরোপ করা যায় না। পৃথিবী-বাসী নিজ নিজ ধর্ম ছাড়িয়া তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করুক, এইতো ছিল তাঁহার বাণী।

অতএব, তিনি স্বয়ং কিরূপে ধর্ম পরিবর্তনে কোন প্রকার বল প্রয়োগের অনুমতি দিতে পারিতেন? যখন কোন মানুষকে অন্য কোন ধর্ম ছাড়িয়া তাঁহার ধর্মে দাখিল হওয়ার অপরাধে মারপিট বা নির্যাতন করা হইত, তখন তিনি ইহাকে স্পষ্ট জুলুম বলিয়া নির্ধারণ করিতেন এবং ইহাকে মানুষের বিবেক স্বাধীনতার বিরোধী এক ভীষণ অবিচার মূলক হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিতেন। এমতাবস্থায় কিরূপে ইহা সম্ভবপর ছিল যে, তিনি সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার নিজের বেলায় এই মাপকাঠিকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন? লোকেরা কাহাকেও ধর্ম পরিবর্তনের কারণে নিপীড়ন করিলে, যখন তিনি তাহাদিগকে ভীষণ অত্যাচারী ও জালেম বলিয়া নির্ধারণ করিতেন তখন কেহ তাঁহার ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্মে গেলে, তাহার উপর তিনি কিভাবে কতলের ফাতওয়া দিতে পারিতেন?

এই প্রকার পলিসি কোন রাজনীতিবিদের প্রতিও আরোপ করিলে, তাঁহার গুরুতর মানহানি করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। অথচ কত বড় দুঃসাহস যে, সকল নবীর সর্দার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতি এই অপবাদ করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, যদি তাঁহার সাধারণ চরিত্রকে দেখা যায়, যাঁহার কিছু কিছু ঝলক আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, তবে এই আকিদা তাঁহার উপর আরোপ করার কোনই সুযোগ বা স্থান নাই। সূর্য সম্বন্ধে সহস্র সহস্র যুক্তি দেওয়া হইলেও যেমন কেহ ইহা স্বীকার করিতে পারে না যে, উহা আলোকের পরিবর্তে অন্ধকার ছড়ায়, তেমনই এই পূর্ণতম মানুষের উপরও এই অস্বাভাবিক কার্য আরোপিত হওয়ার কোনই পথ নাই। কিন্তু কেহ যদি বলে যে, ইহাতে মোটেই অবিচার করা হয় না, তবে আমার তরফ হইতে এক ভয়ঙ্কর বিস্ময়াবিষ্ট নিস্তব্ধতা অবলম্বন করা ব্যতীত কোনই জবাব নাই।

দ্বিতীয়তঃ আরো একটি বিষয় চিন্তা করিবার আছে। কোরআন করীমে বর্ণিত ধর্মেতিহাসের প্রতি মাত্র এক নজর তাকাইলে স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় যে, পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে কোন একজনও কখনও ইরতেদাদের (ধর্ম-পরিবর্তনের) শাস্তি মৃত্যু বা দেশান্তর নির্ধারণ করেন নাই। ইহার বিপরীত, তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদিগণ বিনা ব্যতিক্রমে সকলেই ধর্ম পরিবর্তনের শাস্তি মৃত্যু বা দেশান্তর ব্যবস্থা করিয়াছে এবং আপ্রাণ উহা কার্যকরী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। খোদাতা'লা কোরআন করীমে তাহাদের এই নীতিকে অত্যন্ত অপছন্দ করিয়াছেন, ইহাকে অপরাধ সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ইহার শাস্তি সুনিশ্চিত ধ্বংস ও ঐশীকোপগ্রস্ত হওয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। অতএব আমি কিরূপে স্বীকার করিব যে, আমার পবিত্র ধর্মগুরু সকল নিষ্পাপ নবীর চিরাচরিত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া (নাউযুবিল্লাহ) তাঁহাদের শত্রুদের জঘন্য ও অবৈধ-নীতিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও উহাকেই শুদ্ধ ও সঙ্গত বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন? সূর্যের প্রতি আঁধারের অপবাদ আরোপ করা হইতেও ইহাকে আমি অধিকতর অসম্ভব মনে করি। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়ের উপর প্রথম অধ্যায়েই বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না।

তৃতীয়তঃ সুনিশ্চিত মীমাংসা দিতে পারে কোরআন করীমে বর্ণিত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সময়কার ইতিহাস। উহা স্পষ্টতঃ এই ধারণাকে ভ্রান্ত, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া নির্ধারণ করে। কোরআন করীমে বর্ণিত আঁ-হযরতের সময়কার ইতিহাস যে নিঃসংশয়ে গ্রহণীয়, তাহা শুধু মুসলমান আলেমগণই নহেন, বরং সকল ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, যত ইসলাম বিদ্বেষী হউন না কেন, স্বীকার না করিয়া পারেন না। কোরআন করীমে বর্ণিত যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতি সংকেত করিলাম, বিস্তৃতভাবে ইনশা-আল্লাহ এই অধ্যায়ের শেষ দিকে অত্র বিষয়ে আলোচনা করিব। যাহা হউক, এই তিনটি যুক্তির প্রত্যেকটিই এমন গুরুত্বপূর্ণ, শক্তিশালী ও স্পষ্ট যে, ইহাদের সম্মুখে অন্য কোন যুক্তি টিকিতে পারে না। অন্য সকল বিষয় বাদ দিয়া আঁ-হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ন্যায়-বিচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার প্রতি আরোপিত মুরতাদকে কতল করার মতবাদ বালুকা নির্মিত দুর্গের ন্যায় আপনাআপনি চুরমার হইয়া যায়। মওদুদী সাহেব যদি ইহার প্রত্যুত্তরে এই দলীল পেশ করেন যে, অনেক গভীর জ্ঞান সম্পন্ন উলামায়ে ইসলাম এই মতবাদ পোষণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই যুক্তিকে মূলোৎপাটিত বৃক্ষকে উল্টাইয়া উহার মাথা মাটিতে পোতার ন্যায় মনে করিতে হইবে। এইসব উলামা যতই বড় হউন না কেন, তাহারা শরীয়তের বিষয়ে ভ্রান্তি-মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু আমাদের ধর্মগুরু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) শরীয়ত ব্যাপারে ভ্রম-মুক্ত ছিলেন। এ কারণে যদি গত চৌদ্দ শত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যত উলামা হইয়াছেন সকলেই সম কণ্ঠে এমন কোন কথা বলেন, যাহা স্বীকার করিলে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সততা, সাধুতা ও ন্যায়পরায়নতা কোন প্রকারে আহত হয়, তবে আমি কখনও তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। কারণ, আমি জানি যে, এই সকল উলামার স্থান উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের পদস্খলন হইতে পারিত এবং হইত। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সদগুণাবলী নিঃসন্দিগ্ধ। এই আলেমগণের পারস্পরিক নানা বিষয়ে সাংঘাতিক

মতভেদ একথা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট যে, তাঁহারা দোষমুক্ত ছিলেন না। যদি দশটি মত পরস্পরবিরোধী হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যে একটি মত শুধু ঠিক এবং অন্য সবগুলি ভুল। বরং ইহাও সম্ভবপর যে, উহাও ঠিক নহে। যাহা হউক, যদি একথা বাদ দেওয়াও হয় যে, ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে আলেমদের কোথাও পদস্খলন ঘটিতে পারে কি পারে না, কিন্তু যে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, যাহা একেবারে নিশ্চিত, তাহা ইহাই যে, মূলের জন্য শাখা কাটা যায়, শাখার জন্য মূল নষ্ট করা যায় না। কোন হাদিসের বর্ণনাকারী রাবি যতই সত্যবাদী হউন, যদি কোরআন করীমের কোন আয়াত নিশ্চিতভাবে কোন হাদিসের বিরোধী হয় তাহা হইলে কোরআন করীমের মুকাবিলায় ঐ হাদিসকে কোন মতেই শ্রেষ্ঠত্ব দান বা অগ্রগণ্য করা যায় না। সেইরূপে প্রত্যেক 'এজমা' (সর্ব্ববাদী সম্মত মত বা অধিকাংশের মত) যাহা কোরআন করীমের কোন বর্ণনার নিশ্চিতভাবে বিরোধী, অথবা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের পবিত্র চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করে, তাহাও নিঃসংকোচে একদম পরিত্যাজ্য।

সংক্ষেপে এই কয়েকটি কথা বলার পর, এখন আমরা আলোচ্য বিষয়ের ঐ অংশের দিকে ফিরিয়া যাইতেছি, যেখানে আমরা প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করিয়াছি। আলোচ্য বিষয় ছিল, মওদুদী সাহেবের মতে মুসলমান বলিয়া অভিহিত এই বিপুল দল সমষ্টির মধ্যে কোন্ কোন্ দলকে মুরতাদ বলিয়া গণ্য করা হইবে, যাহাতে আমরা কিছুটা অনুমান করিতে পারি যে, তথাকথিত সাদেহীন ভাগ্যক্রমে ক্ষমতা দখল করিলে, খোদার বান্দাদের মধ্যে কত জনের শির তাহাদের হস্তে ভূলুণ্ঠিত হইবে।

ভাল কথা, মৌলানার মতে আহমদীগণ তো মুরতাদ আছেই এবং সকলদিক দিয়াই তাহারা একটি অমুসলমান সংখ্যালঘু, কিন্তু এই ইরতেদাদ ও কুফর শুধু তাহাদের মধ্যেই শেষ নয়। তাহারা ছাড়া আহ্‌লে-কোরআন অর্থাৎ পারভেয সাহেবের মতের সমর্থকগণও নিঃসন্দিগ্ধভাবে কাফের, ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত বা অন্য কথায়

মুরতাদ বলিয়াই গন্য হইবেন। বরং তাঁহাদের কুফর কাদিয়ানীদের অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়া গণ্য হইবে। সেইজন্য সম্ভবতঃ অধিক কষ্ট দিয়া তাঁহাদের কতল করা হইবে। বস্তুতঃ জামাতে ইসলামীর মুখপত্র তস্‌নিম পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলানা আমীনুল হাসান ইসলাহীর একটি ফাতওয়া পাঠ করুন। এই ফাতওয়া তখনকার লিখা, যখন মওদূদী সাহেবের দল হইতে মৌলানা আমীনুল হাসান ইসলাহী বিমুখ হন নাই এবং তাঁহার দক্ষিণ বাহুরূপে পরিগলিত ছিলেন। মৌলানা ইসলাহী সাহেব বলেন ঃ

"কোন কোন ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের মত-বৈষম্যের বরাতে মুসলমানগণকে এই পরামর্শ দেন যে, 'এই দেশে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োগের কোন সম্ভাবনাই নাই। অবশ্য, কোরআন করীমের মূলনীতিতে এই দেশে হুকুমত কায়েম কর। যদি এই পরামর্শদাতাগণের উদ্দেশ্য ইহাই যে শরীয়ত শুধু অতটুকুই, যতটুকু কোরআনে আছে, এবং ইহা ছাড়া বাকী কিছুই শরীয়ত নহে, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট কুফর এবং কাদিয়ানীদের ন্যায়ই কুফর, বরং উহা হইতেও অধিক শক্ত ও কঠোর।" (১)

চলুন, আহমদী ও আহলে-কোরআন লইয়া ঝগড়া গেল। এখন প্রশ্ন কুফর ও ইরতেদাদ কি এই দুই সম্প্রদায় লইয়াই শেষ? এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আমরা যতই মওদূদী সাহিত্য গবেষণা করি, ক্রমেই এই তত্ত্বটি সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে, মওদূদীয়ত ছাড়া মওদূদীর দৃষ্টিতে অন্য সকল কিছুই কুফর। দৃষ্টান্তস্থলে, মুসলমানগণের মুসলমান ফিরকাগুলির অবস্থা মওদূদী সাহেবের মতে কি দেখা যাক্। তাহাদের ইসলাম কতটুকু গভীর? এই বিপুল দল সমষ্টির উপর মোটামুটিভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মওদূদী সাহেব বলেন ঃ

"যে বিপুল বিশৃঙ্খল জনতাকে মুসলমান জাতি বলা হয়, ইহার অবস্থা এই যে, ইহার হাজার প্রতি ৯৯৯ জন ইসলাম জানে না.

(১) 'মেযাজ শেনাসে রসূল', ৩৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য—'তসনীম' ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫২ সন।

সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য জানে না, তাহাদের চারিত্রিক দৃষ্টি ভঙ্গী ও মনোবৃত্তিতে ইসলামের বিরুদ্ধতা-মূলক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পিতা হইতে পুত্র, পুত্র হইতে পৌত্র, বেশ মুসলমান নাম পাইয়া আসিয়াছে। এজন্য ইহারা মুসলমান। ইহারা সত্যকে সত্য জানিয়া স্বীকার করে নাই। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া বর্জন করে নাই। ইহাদের মতাধিক্যের হাতে শাসন ক্ষমতার ভার তুলিয়া দিয়া যদি কেহ এই আশা করে যে, ইসলামের গাড়ী সঠিক পথে চলিবে, তাহা হইলে তাহার খোশ খেয়াল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।"১

তিনি আবার বলেন :

"গণতান্ত্রিক নির্বাচন ঠিক দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন তোলার ন্যায়। দুধ বিষাক্ত হইলে উহা হইতে যে মাখন তোলা হইবে, স্বভাবতঃ তাহা দুধ হইতেও অধিক বিষাক্ত হইবে। *** সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা হিন্দু প্রাধান্য মুক্ত হইয়া এখানে গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে হুকুমতে-ইলাহী কায়েম হইবে, তাঁহাদের ধারণা ভুল। প্রকৃত পক্ষে ইহার ফলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা শুধু মুসলমানগণের 'কাফেরানা হুকুমত' হইবে।"২

যদি এখন পর্যন্ত অ-মওদুদী মুসলমান সম্বন্ধে মৌলানার ফতওয়া স্পষ্ট-প্রতিভাত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অধিক স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে আরো একটি উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি :

"এখানে যে বিশাল জাতির নাম মুসলমান উহা জগাখিচুড়ি বিশেষ। কাফের যত নমুনার পাওয়া যায়, তাহা এই জাতিতে মজুত আছে। কাফের জাতিগুলি আদালতে যত মিথ্যা সাক্ষ্য-দাতা সরবরাহ করিতেছে,

---

(১) 'মুসলমান আউর মওজুদা সিয়াসি কশ্‌মকশ্' ৩য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ।

(২) "মুসলমান আউর মওজুদা সিয়াসি কশ্‌মকশ্", ৩য় খণ্ড, ১৩২ পৃঃ।

সম্ভবতঃ ইহারাও তদনুপাতে তাহা যোগাইয়া থাকে। ঘুস খাওয়া, চুরি করা, ব্যভিচার, মিথ্যাবাদিতা ও অন্য সকল প্রকার জঘন্য চরিত্রের কাজে ইহারা কুফ্ফার হইতে কম নহে।" ১

এই ফাতোয়াগুলির পরেও কি আরো কুফরের ফতোয়ার প্রয়োজন আছে? যদি থাকে তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই ধারণা বশতঃ প্রয়োজন থাকিতে পারে যে, এই ফতোয়া মুসলমান জনসাধারণ, অর্থাৎ হাজার প্রতি ৯৯৯ জনের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে, পরন্তু মুসলমান উলামা ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের উপর প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। কারণ, মওদুদী সাহেবের নজরে প্রত্যেক অ-মওদুদী একই লাঠি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা হউন বা উলামায়ে দ্বীন ও শরীয়তের মুফতি হউন, উভয় প্রকারের পথ প্রদর্শক তাহাদের মতবাদ ও নীতির দিক দিয়া একই প্রকার পথ-ভ্রষ্ট। উভয়েই সত্য পথ হইতে সরিয়া অন্ধকারের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের কাহারও দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী নহে।"২

পাঠক নিজেই মীমাংসা করুন, যদি সত্য পথ হইতে সরিবার নাম ইরতেদাদ (ধর্মত্যাগ) নহে, তবে ধর্মত্যাগ আর কাহাকে কহে? মওদুদী সাহেবের উপরোক্ত দুইটি ফাতওয়া পড়িবার পর একটি গল্প মনে পড়িল। কোন বাদশাহের খুবই সখের একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি একদা খুব অসুস্থ হইয়া পড়িল। বাদশাহ ইহার মৃত্যু সংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হুকুম করিলেন, অশুভ সংবাদ যে তাঁহাকে পৌঁছাইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই হুকুমও দিলেন যে, প্রতি অর্ধঘন্টা অন্তর ইহার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে। খোদার ইচ্ছায়, ঘোড়াটি আধ ঘন্টার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল।

---

(১) "মুসলমান আউর মওজুদা সিয়াসি কশ্‌মকশ" ১৬৬ পৃঃ।

(২) "মুসলমান আউর মওজুদা সিয়াসি কশ্‌মকশ" ৩য় খণ্ড, ৯৫ পৃঃ।

অশ্ব-শালার কর্মচারীগণ বহু কষ্টে একজনকে পাকড়াও করিয়া খবরটা বাদশাহ্‌কে শোনাইবার জন্য পাঠাইলেন। লোকটি বাদশাহের নিকট যাইয়া করজোড়ে নিবেদন করিল : "হুজুর, ঘোড়া বেশ আরামে আছে। কোন কষ্ট নাই। নড়া চড়া করে না। উহার হৃৎপিণ্ডও সম্পূর্ণ স্থির।" বাদশাহ্ চকিত হইয়া বলিলেন, "তবে কেন বল না যে, মরিয়া গিয়াছে।" লোকটি বলিল, "হুজুরই একথা বলিতেছেন, আমি বলি নাই।

সুতরাং যদি কোন জাতি পথ-ভ্রষ্ট হয়, সত্য পথ হইতে সরিয়া পড়ে, অন্ধকারে বিচরণ করিতে থাকে, উহাদের দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী না হয়, যত প্রকার কুফর আছে সকলই তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জাতিকে কাফের না বলিয়া আর কি বলিতে হইবে? কিন্তু মওদুদী সাহেব হয় তো বলিবেন, "তোমরাই বলিতেছ, আমি বলি না।"

সুতরাং এরূপ হওয়া যে সম্ভবপর, এখনও যদি কাহারও প্রত্যয় না হয়, তাহা হইলে জামাতে ইস্‌লামী হইতে যাহারা সরিয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের সন্দেহ নিরসনে ইরতেদাদের ফাতওয়া পাঠকের জন্য যথেষ্ট হইবে :

> "ইহা ঐ পথ নহে, যাহাতে অগ্রসর হওয়া ও পশ্চাদপদ হওয়া দুই-ই এক। না, এখানে পিছনে হটিবার অর্থ 'ইরতেদাদ'।১

সুতরাং, যদি জামাতে ইস্‌লামী হইতে পৃথক হইয়া অন্য কোন জামাতে যোগদানের নাম ইরতেদাদ হয়, তাহা হইলে অন্যান্য জামাতের নাম কুফর ছাড়া আর কি হইতে পারে?

কিন্তু যদি এমন হয় যে আমি ভুল বলিতেছি, তাহা হইলে মওদুদী সাহেবই শুদ্ধ করিয়া দিন। তিনি ঐ সকল মুসলমানকে কি বলেন, যাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ও সাল্লামকে আলেমুল-গায়েব (অজ্ঞানাকে জানিতেন) বলিয়া মনে করে এবং তাঁহার জড়-দেহ থাকা অস্বীকার করে। তিনি ঐ সকল মুসলমানগণকে কি

(১) 'রোইদাদে জামাতে ইস্‌লামী,' ৯ম খণ্ড, ৮ পৃঃ

মনে করেন, যাহারা অলি-আউলিয়ার কবরে গিয়া তাঁহাদের নিকট অভীষ্ট লাভের জন্য প্রার্থনা করা জায়েয বলিয়া মনে করে? তিনি ঐ সকল মুসলমানকে কি মনে করেন, যাহারা হযরত আলী রাযি আল্লাহু আন্হু ছাড়া বাকী সকল খোলাফায়ে-রাশেদীন রাযি আল্লাহু আন্হুমকে পরস্বাপহারী মনে করে এবং তাঁহাদের প্রতি ও হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহতা'লা আন্হাসহ সকল সাহাবাগণের প্রতি ঘৃণা (তাবর্রা) জানায় ও লানত পাঠায়?

সোজা উত্তর দিন। ঘোড়ার মৃত্যু-সংবাদ বাহক গোলামের বলার ন্যায় নয় বাদশাহের ভাষায় বলুন যে তাহাদিগকে কি বলিলেন?

জন্মগত মুসলমান

এখানে আসিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হয়। যদি ধরা হয় যে, মুরতাদের শাস্তি কতল এবং ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, মওদুদী সাহেবের মতে তাঁহার জামাত ব্যতীত অন্য সকল মুসলমান কাফের, তাহা হইলে পিতামাতা হইতে ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত কুফর গ্রহণ করায়, তাহারা স্বয়ং মৌলানার মতে শুধু মুরতাদ নহে বরং তাহাদিগকে আজন্ম কাফের বলিয়া গণনা করিতে হইবে। মৌলানা মওদুদী সাহেব সমস্ত জন্মগত মুসলমানকে, যাহাদিগের পিতামাতাকেও তিনি কাফের বলিয়া মনে করেন, একযোগে কাফের ও মুরতেদও জানেন বলিলে কেহ মনে করিতে পারে যে, মৌলানা সাহেবের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা কিরূপে সম্ভবপর? আমি নিজেই স্বীকার করি যে, যুক্তির রাজ্যে ইহা অসম্ভব বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু যদি যুক্তির রাজ্য বলিতে কিছুই না থাকে, বল-প্রয়োগ ও নিষ্ঠুরতার বাদশাহী হয় এবং সেখানে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি খাটাইবারও অধিকার না থাকে তাহা হইলে কি এরূপ হওয়া অসম্ভব? এখানে তো জবরদস্তি ও কঠোরতার বাদশাহী এবং যে নীতি দ্বারা দেশ শাসিত হয়, তাহা হইল এই:

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

"বুদ্ধির নাম পাগলামি ও পাগলামির নাম বুদ্ধি রাখা হইয়াছে। যে যেভাবে চায় আপন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে!"

সুতরাং, এই বিধান অনুসারে মুসলমান বলিয়া কথিত প্রত্যেক কাফের এবং তাহারই ন্যায় কাফেরদের গৃহে যে মুসলমান জন্ম গ্রহণ করে, সে মুরতাদ বলিয়া অভিহিত হইবে এবং ওয়াজিবুল্ কতল অর্থাৎ অবশ্যবধ্য হইবে। কারণ, তাহাদের জান মালের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাদিগকে জন্মগত মুসলমান বলিয়া নির্ধারণ করা ছাড়া উপায় নাই। তারপর, জোর দিতে হইবে যে, সাবালক হওয়ায় তাহারা নিজেরাই কাফের হইয়াছে। কারণ তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে এক কাফেরী পরিবেশে শিক্ষা দিয়াছিল। এজন্য এই সমস্ত জন্মগত মুসলমান কাফের ও মুরতাদ এবং তজ্জন্য অবশ্য-বধ্য।

দেখুন, কেমন আশ্চর্য বাদশাহী বিধান। মওদুদীয়ত ও অ-মওদুদীয়তের সম্পর্ক তাহাতে অ-মওদুদীয়ত হইতেছে কুফর। কিন্তু একজন জন্মগত কাফেরের জন্য মওদুদীয়ত ছাড়া অন্য কোন ধর্মমত গ্রহণের অধিকারের ব্যাপারে সে জন্মগত মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট আইনের গণ্ডিতে পড়ে।

এই চমকপ্রদ পর্বের এখানেই শেষ নয়। একদিকে যে মুরতাদ কুফর ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়াছিল, তাহার কতলের বৈধতা এই ভাবে পেশ করা হয় যে, সে যখন জানিত যে ইহা এক তরফা রাস্তা অর্থাৎ ইহা দিয়া শুধু যাওয়াই যায়, ফেরা যায় না, তখন সে মুসলমান হইয়াছিল কেন? পক্ষান্তরে, জন্মগত মুসলমানের ধর্ম পরিবর্তনের অধিকার এই বলিয়া ছিনাইয়া লওয়া হয় যে, যদিও একথা সত্য যে বেচারীর নিজের জন্মের উপর কোন হাত ছিল না এবং বিধাতার বিধানে, সে মুসলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে ধর্ম পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ ইহাতে ভীষণ জটিলতার সৃষ্টি হইবে। বস্তুতঃ, এই সকল অমীমাংসিত সমস্যাবলীর সমাধান দিয়া মৌলানা বলেন: لا إكراه في الدين ০

"আমরা কাহাকেও আমাদের ধর্মে আসিবার জন্য বাধ্য করি না। বস্তুতঃ, আমরা ইহা মানিয়া চলি। কিন্তু যে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে চায়, তাহাকে আমরা পূর্বেই সাবধান করিয়া দিতে চাই যে, এই পথ আসা ও যাওয়ার জন্য খোলা নাই। অতএব, যদি আসিতে হয় তবে এই সিদ্ধান্ত করিয়া আসিবে যে, ফিরিয়া যাইবে না। অন্যথায় অনুগ্রহ পূর্বক আসিবেই না।"

"লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন" [ধর্মে কোন জোর জুলুম নাই] আয়েতের এই তফসীর পাঠ করিলে আহমে-কোরআনের পারভেয সাহেবের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি মওদুদী সাহেবের এই মতবাদ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

"মওদুদী সাহেবের ইস্‌লাম যেন একটা ইঁদুরের ফাঁদ। ইঁদুর আসিতে পারে, কিন্তু যাইতে পারে না।" (সম্ভবতঃ তাঁহার এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তির ফলেই তিনি মওদুদীর দৃষ্টিতে এত কোপগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।)

মৌলানা ইচ্ছাপূর্বক জানিয়া শুনিয়া উল্লিখিত তফসীরে এই মহামান্য আয়েত করীমের সহিত যে কৌতুক করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করিয়াও যদি কোন অজ্ঞাত বা অনোন্যপায় ব্যক্তি এই মীমাংসার নিকট মাথা নত পূর্বক জিজ্ঞাসা করে ঃ

"যাহা ফরমাইয়াছেন, সব ঠিক। কিন্তু হযরত, আমি তো মুসলমানদের মধ্যে পয়দা হইয়াছিলাম। আমার জানিবার উপায় কি ছিল যে, ইহা 'One way traffic', অর্থাৎ—একদিকে যাওয়ার পথ? আমি বেচারা কেমন করিয়া জানিব যে, আমি মওদুদী শাসনামলে পয়দা হইব?" এই প্রশ্নের মর্ম নিজ কথায় বর্ণনা করিয়া মৌলানা এক আজগুবী জবাব দিয়াছেন। মৌলানার সম্পূর্ণ লেখা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

জন্মগত মুসলমান

"এই প্রসঙ্গে শেষ আরও একটি প্রশ্ন বাকী আছে। মুরতাদের কতলের হুকুম অনেকের মনে যে আশঙ্কার সৃষ্টি করে, তাহা এই যে,

যে ব্যক্তি পূর্বে অমুসলমান ছিল, তারপর স্বেচ্ছায় সে ইস্‌লাম গ্রহণ করে ও ইহার পর আবার কুফর অবলম্বন করে, তাহার সম্বন্ধে তো আপনি বলিতে পারেন যে, সে জানিয়া শুনিয়া ভুল করিয়াছে। সে জিম্মী হইয়া থাকিল না কেন? কেন সে এরূপ সংঘবদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার সম্বন্ধে সে জানিত যে, উহার ভিতর হইতে বাহির হইবার দরজা বন্ধ? কিন্তু ঐ ব্যক্তির বিষয় স্বতন্ত্র, যে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে নাই, বরং মুসলমান পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করায় তাহার ধর্ম আপনা-আপনি ইসলাম হইয়া গড়িয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তি যদি বুদ্ধি হওয়ার পর ইসলামে সন্তুষ্ট না থাকে এবং ইহা হইতে বাহির হইয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে বড় গযব হইবে যদি আপনি তাহাকেও প্রাণ-দণ্ডের ভয় দেখাইয়া ইসলামের মধ্যে রাখিবার জন্য বাধ্য করিতে চাহেন। ইহা শুধু বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয় না, বরং ইহার অপরিহার্য ফল-স্বরূপ জন্মগত মুসলমানদের একটি বেশ বড় সংখ্যা ইসলামের ব্যক্তি ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হইতে থাকিবে। এই সন্দেহের একটি নীতিগত এবং আর একটি কার্যকরী উত্তর আছে। নীতিগত উত্তর এই যে, জন্মগত ও দীক্ষিত অনুবর্তীদের মধ্যে আদেশ প্রয়োগ ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা যাইতে পারে না এবং কোন ধর্ম কখনও উহাদের মধ্যে পার্থক্য করে নাই। প্রত্যেক ধর্ম উহার অনুবর্তীদের সন্তানদিগকে স্বভাবতঃ উহার অনুবর্তী বলিয়া নির্ধারণ করে এবং তাহাদের উপর ঐ সকল আদেশই প্রয়োগ করে, যাহা দীক্ষিত অনুবর্তীদের উপর করা যাইতে পারে। কার্যকারিতার দিক দিয়াও ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং যুক্তির দিক হইতেও ইহা একেবারেই খেলো কথা যে ধর্মের অনুবর্তীগণের বা রাজনৈতিক পরিভাষায় প্রজা ও নাগরিকগণের সন্তানদিগকে প্রথমে কুফ্‌ফার বা শত্রুরূপে প্রতিপালন করিয়া পরে তাহারা সাবালক হইলে তাহাদিগকে এই মীমাংসা করিবার অধিকার দেওয়া যাইবে যে তাহারা ইচ্ছানুযায়ী সেই ধর্মের অনুবর্তিতা তথা সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারে, যাহার মধ্যে তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে কোন সংঘবদ্ধ ব্যবস্থা কখনও পৃথিবীতে চলিতে পারে না।" ১

(১) 'মুরতাদ কি সাযা ইসলাম মেঁ, ৭৬-৭৭ পৃঃ।

আমি এই সমস্যার সমাধান পাঠকগণের উপর সমর্পন করিতেছি যে, মৌলানার এই বিচিত্র যুক্তি দ্বারা কি মানুষের বুদ্ধি সান্তনা লাভ করিতে পারে? আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, যখনই তিনি কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের সম্মুখীন হন তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এমন তন্ধকার হইয়া যায় যে, উহা কৃপার পাত্র হইয়া পড়ে এবং তাহার ঘোলাটে দৃষ্টি বিভিন্ন আকৃতি ও ছবির মধ্যে তারতম্য করিতে পারে না। রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁহার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির উপর যে অন্ধকার ছাইয়া আছে এবং যাহার জন্য তিনি অনেক স্পষ্ট মৌলিক ভুল করিয়াছেন, এখন ঐগুলি লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থান নাই। ইহাতে এক পুস্তকের মধ্যে আর এক পুস্তক গড়িয়া উঠিবে। অবশ্য, পাঠক যে যুক্তির বহর দেখিলেন, সে সম্বন্ধে আমি মৌলানার মনোযোগ একটি ছোট্ট রকমের বিচ্যুতির দিকে আকর্ষণ করিতেছি। ইহা সংশোধন করিয়া লইলে তিনি তাহার কঠোরতাপূর্ণ মতবাদকে আরো ব্যাপকতা দিতে পারিবেন।

তাঁহার যুক্তির কেন্দ্র হইল, "প্রত্যেক ধর্ম উহার অনুবর্তীর সন্তানকে স্বভাবগত ভাবে উক্ত ধর্মেরই অনুবর্তী বলিয়া নির্ধারণ করে।" এজন্য মুসলমান বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির সন্তান (তাহার মাতা-পিতা মওদুদী সাহেবের দৃষ্টিতে আমলের দিক দিয়া কাফেরই হউক) সর্বাবস্থায় ইসলামের সম্পত্তি বলিয়া কথিত হইবে। সুতরাং, তাহারা ইসলামের সম্পত্তি বলিয়া নির্ণীত হওয়ায়, তাহারা সাবালক হইলে তাহাদিগকে কি প্রকারে যাহা ইচ্ছা হওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে? এই মত গঠনের সময় মওলানা সাহেবের দৃষ্টি হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের এই ইরশাদ অন্তরাল হইয়া গিয়াছিল:

ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه - (البخاري)

"প্রত্যেক সন্তান ইসলামী প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মাতা-পিতা তাহাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান বা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে।"

যদি মৌলানার উপরের যুক্তি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার ফল শুধু মুসলমান বলিয়া কথিত সন্তান পর্যন্ত কেন সীমাবদ্ধ থাকিবে। সারা পৃথিবীর সকল শিশু ইসলামের ওয়ারিশ। তাহাদিগকে এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে কেন? তাহারা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে প্রথমে কুফ্‌কার বা শত্রুরূপে প্রতিপালন করিবার অধিকার তাহাদিগের পিতামাতাকে দিবেন কেন? আশ্চর্যের বিষয়, এই হাদিস তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই কেন? এই দলীল তো (নাউযুবিল্লাহ্) নির্যাতন প্রিয় ব্যক্তিদের মূল অস্ত্র হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ ইহা শুধু মুসলমান পর্যন্ত গিয়াই থামে না, বরং ইহা কুফ্‌কার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পৃথিবীর কোণে কোণে প্রত্যেক ধর্ম, কালা-ধলা সকলের প্রতি প্রযোজ্য। যদি (নাউযুবিল্লাহ্) ঐ অর্থই লওয়া হয়, যাহা মওদুদী ধরণের যুক্তির ফলে পাওয়া যায়, তবে একটি কাফের সন্তানও নিস্তার পাইবে না।

যাহা হউক, আমার কাজ ছিল শুধু মনোযোগ আকর্ষন করা। এখন মৌলানার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমি তো তাঁহাকে বল পূর্বক কিছু স্বীকার করাইতে পারি না এবং আমি এই মত পোষন করি যে, ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তার উপর কোন বল প্রয়োগ করা যায় না।

আমার মতে, কোন সত্য ধর্ম সত্যের শিক্ষা দিতে গিয়া কাহাকেও মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করিতে পারে না। সত্যের বীজ হইতে মিথ্যার গাছ জন্মিতে পারে কি? মিথ্যার বীজ হইতে সত্যের বৃক্ষ কখনও জন্মিয়াছে কি? গম হইতে কেহ কুচিলা গাছ জন্মিতে দেখিয়াছেন কি? যদি এরূপ হওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে মূর্ত সত্য ইসলাম নিজেই মানব জাতিকে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করিতে পারে কি? ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে যে, যে ব্যক্তির হৃদয় ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে না এবং খোদার লা-শরীক ওয়াহ্‌দানিয়ত (তাঁহার অংশীদার না থাকা) ও তাঁহার একত্বে বিশ্বাসী নহে এবং নির্বুদ্ধিতা বশতঃ যে এই বিশ্বাসে সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকে যে যীশু মসীহ্ খোদার পুত্র ছিলেন ও তাঁহার খোদায়ীর অংশীদার ছিলেন, এইরূপ ব্যক্তির সম্মুখে ইসলাম তরবারি লইয়া এই বলিয়া দাঁড়াইবে: "পূর্বে তুমি কে বলিয়াছিলে যে

খোদা এক ? এখন তুমি মান বা না মান, তোমাকে ইহাই বলিতে হইবে যে, তিনি এক, তিনি এক।" যদি সে উত্তর দেয়, "হুযুর, যখন আমার হৃদয় এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি এক নহেন, তখন আমি কি প্রকারে সাক্ষ্য দিব যে, তিনি এক ?" তাহা হইলে এই উত্তর শোনা মাত্র ইসলামের তরবারি এই বলিতে বলিতে তাহার গর্দানে পড়িবে, "সত্যবাদী কোথাকার। মিথ্যা বলিওনা ?" এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবে। যদিও ইহা সত্য যে, খোদা এক এবং ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রসুল, কিন্তু যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমক্ষে মুনাফেকগণ এই সত্য সাক্ষ্যই দিয়াছিল, তখন তাহাদের হৃদয় এই সাক্ষ্য দিতেছিল না বলিয়া আল্লাহ্ তা'লা বলিলেন যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে।

কোরআন করীমের সুরাহ্ মুনাফেকুনের প্রথম আয়েতে এই ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ـ والله يعلم إنك لرسوله ـ والله يشهد إن المنفقين لكذبون ٥

"যখন তোমার নিকট মুনাফেক আসে, তখন বলে ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি খোদার রসুল'। কিন্তু যদিও আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, তুমি তাঁহার রসুল, আল্লাহ্ এই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, এই মুনাফেকগণ নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলিতেছে।"

অতএব, খোদাতা'লা চাহিতেছেন যে, মুনাফেক মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করুক। কিন্তু মৌলানা মওদুদী এই আকিদা পোষণ করেন যে, সত্যের নামে তরবারির বলে লোককে মিথ্যা কথা বলিবার জন্য প্রণোদিত করিতে হইবে। আমি এই মতবাদ পোষণ করি না বলিয়া মৌলানাকে আমার কথা মানিতে বাধ্য করিতে পারি না। আমার ধর্মমত সোজাসুজি—

لكم دينكم ولى دين ○

['লাকুম্ দ্বীনুকুম্ ওয়া লিয়া দ্বীন]

—"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।"

প্রসঙ্গতঃ, এখানে এই সন্দেহের সম্বন্ধেও আমি বলা প্রয়োজন মনে করি যে, সম্ভবতঃ মৌলানা বলিবেন যে, এই আয়েতে যে মুনাফেকদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা তো আদৌ ঈমান আনিয়াছিল না এবং মৌলানা যাহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করিতে চান, তাহারা শুধু ঐ সকল মুনাফেক, যাহারা "এই পথ আসা যাওয়ার জন্য খোলা নাই", এই কথা জানিয়া বুঝিয়াও একবার ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব, আমি মৌলানার নিকট আবেদন করিব যে, কোরআন করীমের উপরোক্ত আয়েতের পরবর্তি দুইটি আয়েতের উপরও দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে। আয়েত দুইটি এই ঃ

اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ۔ إنهم
ساء ما كانوا يعملون ○ ذلك بانهم امنوا ثم كفروا
فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ○ (المنافقون ع ١)

"তাহারা তাহাদের কসমকে ঢাল রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং (তদ্বারা লোককে) খোদার পথ হইতে রোধ করিতেছে। নিশ্চয়ই অত্যন্ত মন্দ, যাহা তাহারা করিতেছে। ইহা এইজন্য যে, (পূর্বে তো) তাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তারপর কাফের হইয়াছে। ইহার ফলে, তাহাদের হৃদয় মোহরাবদ্ধ হইয়াছে। অতএব, তাহারা বুঝিতে পারে না।"

এই দুই আয়েতের বিষয় হইতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় ঃ

(১) যে মুনাফেকদের কথা এখানে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা মুরতাদ ছিল। প্রথমে ঈমান আনিয়াছিল এবং পরে কাফের হইয়াছিল।

(২) যদিও তাহারা ইস্‌লাম হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তথাপি সাক্ষ্য দিত যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদার রসুল। তাহাদের এই কার্যকে খোদাতা'লা অত্যন্ত অপছন্দ করিয়াছেন।

তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই অত্যন্ত মন্দ, যাহা তাহারা করিতেছে।

(৩) খোদাতা'লা তাহাদের এই কপট সাক্ষ্যকে ইস্‌লামের জন্য লাভজনক নহে, বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই প্রকারে তাহারা মানুষকে খোদার পথ হইতে আটকাইয়া রাখিতেছে।

কিন্তু মওদুদী সাহেবের আকিদা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। খোদাতা'লা বলেন, তাহারা মিথ্যাবাদী, তাহারা ঘোর অন্যায় করিতেছে। মওদুদী সাহেব জোর দিতেছেন, "ইহাই কর। মনে মনে অবশ্য স্বীকার না কর, কিন্তু মুখে এই সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম খোদাতা'লার রসূল। নচেৎ, কতল করা হইবে।" বস্তুতঃ, সত্যবাদিতার প্রতি উপহাস করিয়া এই প্রকার মুরতাদ সম্বন্ধে তিনি ইরশাদ ফরমাইয়াছেন।

اگر وہ ایسا ہی راستی پسند ہے کہ منافق بن کر رہنا نہیں چاہتا بلکہ جس چیز پر اب ایمان لایا ہے اس کی پیروی میں صادق ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سزائے موت کے لئے کیوں نہیں پیش کرتا؟ ("مرتد کی سزا" صفحہ ۵۳)

"যদি তাহারা এমনই সত্যের ভক্ত যে, মুনাফেক হইয়া থাকিতে চাহে না, বরং যে জিনিসের উপর এখন ঈমান আনিয়াছে, উহার অনুবর্তিতায় সত্যবাদী হইতে চায়, তবে তাহারা নিজেরা মৃত্যু দণ্ড গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয় না কেন?" ১

সত্য প্রিয়তাকে এইভাবে উপহাস করিয়া কপটতার শিক্ষা দেওয়া মৌলানার শোভা পায়।

খোদাতা'লা বলেন ঃ "মিথ্যাবাদিগণ! কপট হইও না।" মৌলানার ইরশাদ হইল, "সত্যবাদী কোথাকার মুনাফেক সাজিয়া প্রাণ রক্ষা কর না

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৫৩ পৃঃ।

কেন ?" খোদা বলেন ঃ "এই প্রকার কপটতা মানুষকে খোদার পথ হইতে দূরে রাখে এবং ইসলামের জন্য ইহা ভীষণ ক্ষতিকর।" কিন্তু মৌলানা জোর দিতেছেন, "যদি এই প্রকার মুরতাদদিগকে সত্য বলিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইসলাম কায়েম থাকিতেই পারে না। এই ভাবে কোন সংঘবদ্ধ ব্যবস্থা কখনও পৃথিবীতে চলিতে পারে না।

এই মতভেদের উপর কি আর কোন টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন আছে ?

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে আমি এই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও মুরতাদের কতলের অস্বাভাবিক ও অবিচার মূলক মত পোষণ করিতেন না এবং আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, কোরআন করীম এই বিষয়ে তাঁহার আদর্শের উপর সন্দেহাতীতভাবে আলোকপাত করিয়াছে। চলুন, আমরা কোরআন করীমের মীমাংসা কি তাহা দেখি। কারণ কোরআন মজীদের মীমাংসা অপেক্ষা উত্তম ও নিশ্চিত অন্য কোন মীমাংসা নাই। সূরাতুল্ মুনাফেকুনের কোন কোন আয়াতের উদ্ধৃতি পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এই সূরার প্রতিই আমি ইঙ্গিত করিয়াছি এবং ইহারই মধ্যে মুরতাদের কতলের বিষয় শুধু মসলা হিসাবেই আলোচিত হয় নাই, বরং এ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের আদর্শও বর্ণিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিষয়টির সকল দিকে আলোকপাত করিয়া সকল সন্দেহের অবসান করা হইয়াছে। এই সূরাহ্তে নিশ্চিতরূপে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে এমন মুরতাদদের সম্বন্ধে খবর দেওয়া হইয়াছিল, যাহারা মুনাফেক রূপে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্য রসূল হওয়ার সাক্ষ্য দিত। কিন্তু খোদাতা'লা তাহাদের সকল গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহাদিগকে কতল করিবার জন্য খোদাতা'লার তরফ হইতেও কোন আদেশ নাযেল হয় নাই বা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও নিজ হইতে তাহাদিগকে এই অপরাধে হত্যা করেন নাই। সম্ভবতঃ, মৌলানা এই সন্দেহ জন্মাইতে চাহিবেন যে, মুনাফিকগণ মিথ্যা কহিতেছে বলিয়া আল্লাহ তা'লা পরবর্তী আয়েত এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন ঃ

اتخذوا ايمانهم جنة -

অর্থাৎ, "তাহারা তাহাদের কসমগুলি ঢালরূপে ব্যবহার করিতেছে।" এই ঢাল প্রকৃত পক্ষে ইহুদিদের শাস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। পাছে তাহাদের মুনাফেকতের বিষয় জানিতে পারিয়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে হত্যা করেন, এই ভয়ে তাঁহাদিগের চক্ষে ধূলি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিল। আপাততঃ পালাইবার একটা পথ তো বাহির হইল! কিন্তু মৌলানা একটু অগ্রসর হইয়া দেখুন। এই সূরাহ্ এমনভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছে যে, এখানে কোন অলীক কল্পনা প্রবেশের অবকাশও নাই। বস্তুতঃ এই মুরতাদদের প্রসঙ্গে একটু পূর্বেই আল্লাহতালা বলেনঃ

واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون ○

"এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়ঃ এস, আল্লাহ্র রসূল তোমাদের জন্য (আল্লাহ্র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা অহংকার করিয়া ঘাড় বাঁকায় এবং উদ্ধতভাবে মুখ ফিরাইয়া লয়।"

(সূরা মুনাফেকুন—১ম রুকু)

এই আয়েত থাকা সত্ত্বেও اتخذوا ايمانهم جنة "তাহারা কতল হওয়ার ভয়ে কসম করিত" অর্থ করা এমন এক অন্যায়, যাহা অপেক্ষা বড় অন্যায় আর কিছুই হইতে পারে না। এই আয়েত হইতে যে সকল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফল পাওয়া যায় তাহা এই ঃ

১। এই মুরতাদগুলির ভীত হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। বরং তাহাদিগকে তাওবা করিতে বলা হইলে তাহারা ঘাড় বাঁকাইত, মুখ ফিরাইত ও ভীষণ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত। মৃত্যুর ভয়ে কি কেহ এই প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে পারে? যদি তাহারা কোন ভয়ের ফলে এইরূপ মিথ্যা কথা বলিত, তবে এখানে বলা হইত যে, ইহা

শুনিয়া ভয়ে তাহারা হতবিহ্বল হইয়া কাতরভাবে কসম করিত: "আস্তাগফেরুল্লাহ্, ওল্লাহ্, বিল্লাহ্, তাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। আল্লাহর কসম। আল্লাহ্র দিব্য। আল্লাহর শপথ পূর্বক বলিতেছি।) আমরা তো মুমেন। যদি আমরা না মানিয়া থাকি, তবে তওবা করিতেছি।"

(২) ইহারা কোন অপরিচিত বা অজ্ঞাত-নামা লোক ছিল না। মুসলমানগণ জানিতেন যে এই মুরতাদগণ কে? তবেই তো তাহাদিগকে তাওবা করিবার জন্য নসিহত করিতেন।

অসম্ভব হওয়া সত্তেও যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাঁহারা পূর্বে জানিতেন না, কিন্তু এই সূরাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পর তো তাঁহারা অবশ্য জানিতে পারিয়াছিলেন।

(৩) খোদাতা'লা এই আয়েতে বলেন নাই যে, "এস, তাওবা কর। নচেৎ কতল করা হইবে।" বরং বলিয়াছেন: "এস, আমার রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা চাহিবেন।" ইরতেদাদের শাস্তি কতল হইয়া থাকিলে, এই আয়েতের মজমুন কি সম্পূর্ণ অন্য প্রকার হইত না?

কিন্তু এখানে মুরতাদগণ তো ইরতেদাদ অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ করিতেছিল। তাহারা খোলাখুলিভাবে মুসলমানদিগকে উপহাস করিতেছিল। ঘাড় বাঁকাইতেছিল। মুখ ফিরাইতেছিল। অহঙ্কার করিতেছিল। এখানে পৌঁছিয়া কোন কঠোর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্য আশা করিতে পারে যে, ইহার পরবর্তী আয়েতে তাহাদিগকে কেবল হত্যার আদেশই নয়, বরং কষ্ট দিয়া তাহাদিগকে বধ করিবার শিক্ষা অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার জন্য আরো নৈরাশ্য প্রতিক্ষামান আছে। কারণ সন্নিহিত পরবর্তী আয়েতে বা উহার পরবর্তী আয়েতে— এমনকি সূরাহ্র অবশিষ্টাংশে কোথাও উহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ পাওয়া যায় না।

কতলের আদেশ থাকা দূরের কথা, এখন তাহাদিগকে আরো অবকাশ দেওয়া হইল। আল্লাহ-তা'লা তাহাদের সম্বন্ধে ইহার পর বলিলেন

যে, ঐ মুরতাদগুলি শুধু মুসলমানদেরই নহে, বরং এই জালেমরা আদম কুল শ্রেষ্ঠ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। খোদাতা'লা বলেন ঃ

يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل - ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ○

"তাহারা বলে ঃ "আমরা মদিনা পৌঁছিলেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি (অর্থাৎ, হতভাগা মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন্ সালুল) সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে (নাউজুবিল্লাহ্ আল্লাহর রসুলকে) মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিবেন'। অথচ সব সম্মান আল্লাহ্‌র, তাঁহার রসুল ও মুমেনগণের। কিন্তু মুনাফেকগণ ইহা জানে না।"

এই আয়েতে যে ঘটনার প্রতি সংকেত করা হইয়াছে, তাহা এই যে, এক যুদ্ধ উপলক্ষে কোন কোন মুনাফেকও মুসলমানগণের সঙ্গে অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। আবদুল্লাহ্ বিন-উবাই-বিন্ সালুল তাহার মহফিলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে উপরোক্ত অপবিত্র উক্তি করিয়াছিল। এই দুর্ভাগা ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, মদীনায় প্রত্যাগমনের পর (নাউযুবিল্লাহ্) রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সাথীদিগকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিবে। এই কথা যখন রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছিল এবং তিনি অনুসন্ধান করিলেন, তখন তাহারা মিথ্যা কথা বলিল এবং বলিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ) এক অল্প বয়স্ক বালকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খোদাতা'লা তাঁহার অহী দ্বারা সুরাহ্ মুনাফেকুনে বিষয়টি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং ঐ সাক্ষ্যের সত্যতার সমর্থন করিলেন।

ইহা এমন এক অপরাধ ছিল, যাহার জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের অনুরক্ত সকলেরই মর্মাহত এবং

ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা এবং স্বাভাবিক ভাবে মানুষ মনে করিবে যে, এই দুর্ভাগাকে ইহার জন্য নিশ্চয় কোন শাস্তি দেওয়া হইবে। কারণ তাহার অপরাধ শুধু ইরতেদাদ ছিল না, বরং এই নিকৃষ্ট হীনমতি মুরতাদ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত রসুলের প্রতি চরম অশিষ্ট আচরণের অপরাধে অপরাধী ছিল। অধিকন্তু সে এই কথাগুলি এক যুদ্ধাভিযানের মধ্যে বলিয়াছিল, যখন জাতির জীবনে এক বিষম সময় যাইতেছিল। এইরূপ সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এই প্রকার কথা বলা স্পষ্ট বিশ্ব সন্ত্রাতকতা এবং ইহার শাস্তি প্রাণদণ্ড। বিশেষতঃ, এক বিশেষ দলের মধ্যে বসিয়া এই প্রকার কথা বলা আরো ভয়াবহ অপরাধ। এই কথার মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঘটনা দ্বারা আহত, মর্মপীড়িত ও রোষান্বিত হৃদয়ের ইহা পাঠে আশ্চর্যের কোনই সীমা থাকে না যে, উক্ত প্রকার কোন শাস্তি খোদাতা'লার তরফ হইতেও অবতীর্ণ হয় নাই বা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম নিজেও উহার ব্যবস্থা করেন নাই। ইহা এমন এক সময়ের ঘটনা যে, জনাব মওদুদী সাহেবও ইহার এই অর্থ করিতে পারিবেন না যে, তখন মুসলমানদের দুর্বলতার সময় ছিল এবং ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। কারণ উক্ত সময় মৌলানার ভাষাতেই এমন ছিল যে ঃ

جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعیٔ اسلام
نے تلوار ہاتھ میں لی تو رفتہ رفتہ بدی اور
شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا۔ طبیعتوں سے فاسد مادے
خود بخود نکل گئے۔

"যখন ওয়াজ নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহবায়ক তরবারি হাতে লইলেন * * * তখন ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুষ্টামীর কালিমা দূর হইতে লাগিল। প্রকৃতি হইতে অশুদ্ধ ধাতু আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল।"

বস্তুতঃ, ইহা সেই তরবারি ধারণের সময়েরই কথা, যখন অনাচার ও দুষ্টামীর কালিমা দূর হইতেছিল এবং প্রকৃতি হইতে অশুদ্ধ ধাতু আপনা আপনি বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু মৌলানার এই অভিমতের কথা বাদ দিলেও ইতিহাসের বহু সাক্ষ্য দ্বারা জানা যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম (নাউযুবিল্লাহ) সেই মুনাফেকের ভয়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এই প্রকার ভাবিবার কোনই হেতু নাই। প্রথমতঃ, এই প্রকার চিন্তা মনে স্থান দেওয়াই সেই পবিত্র রসুলের প্রতি ভীষণ অবমাননা সূচক। দ্বিতীয়তঃ ঐ হতভাগার শক্তির পরিচয় ইহার দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়ে যে তাহার নিজের পুত্র তাহাকে ছাড়িয়া রসুলে আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের এক বিনীত খাদেম হইয়াছিল। সে এমন আত্মনিবেদিত ছিল যে, তাহার পিতার সম্বন্ধে যখন জানিতে পারিল যে, তাহার পিতার মুখ হইতে এই অশ্লীল কথা বাহির হইয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের জন্য প্রেম ও ভক্তি এক আশ্চর্য আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সেই মহাপ্রিয় জনের অবমাননা তাহার চিত্তে ভীষণ প্রতিহিংসা বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। সে আঁ-হযরতের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া নিবেদন করিল, "রসুলুল্লাহ, যদি আপনি আমার হতভাগ্য পিতার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে হুকুম করুন, আমি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিব।" কিন্তু সেই মূর্তমান দয়ার সাগর এই ছেলের প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যান করিলেন। কত অসীম দয়া তাঁহার। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহাপুরুষ, মানবতার কলঙ্ক এক ঘোর নীচ পামর মুরতাদকেও ক্ষমা করিলেন। ইহার পরে আরও এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। যে নিষ্কলঙ্ক দয়ার অবতারের বিরুদ্ধে এই অপরাধ করা হইয়াছিল, তিনি তো ক্ষমা করিলেন। কিন্তু অপরাধীর পুত্র তাহার পিতাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। মদীনার সীমানায় ঐ দলটি প্রবেশ করিতেছিল এবং আবদুল্লাহ্-বিন উবাইও প্রবেশ করিবে, এমন সময় সেই পুত্র, যাহার চিত্ত তখনও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের অবমাননার ক্রোধে অধীর, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার পিতার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া বলিল: "খোদার কসম, আজ আপনার মুণ্ড ছেদ করিব এবং মদীনায় প্রবেশ করিতে দিব না, যদি না আপনি এখানে

ঘোষণা করেন যে, আপনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহাপুরুষ।" পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, আজ রক্ষা নাই। সে যাহা বলিতেছে, তাহা করিতে হইবে। সুতরাং চক্ষু নত করিয়া আপন কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতেও বোধ হয় রক্ষা পাইত না। কিন্তু জানেন কি, কে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন? সকল প্রিয় অপেক্ষা সেই প্রিয় রসুল, সেই সর্বাপেক্ষা ক্ষমাশীল পুরুষ তিনিই, যিনি ছিলেন ইবরাহীম আলাইহেস সালামের দোয়ার ফল, যাঁহার আগমন সম্বন্ধে হযরত মুসা আলাইহেস্ সালাম ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—হাঁ সেই মহা হৃদয়-জয়কারী, যাঁহার প্রেমের গীত দাউদ আলাইহেস সালামও গাহিতেন, সেই মূর্ত রহমত, সেই অপরাধী পিতাকে তাহার পুত্রের হাত হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার উষ্ট্র নিকটবর্তী হইলে, তিনি যখন ব্যাপারটা দেখিতে পাইলেন, তখন তাড়াতাড়ি উষ্ট্র চালাইয়া পুত্রকে নিষেধ করিলেন এবং পিতাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন।

এই ছিল তাঁহার ব্যবহার এমন এক মুরতাদের প্রতি যে সকল মুরতাদের সর্দার, যাহার ইরতেদাদের সাক্ষ্য স্বয়ং খোদাতা'লা দিয়াছেন এবং যে নিজ বাক্য দ্বারাও স্বীয় কপালে চির লাঞ্ছনার টিকার মোহর মারিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহারা ইরতেদাদের অপরাধের শাস্তি কতল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বলিতে চাই যে, আমার প্রিয় ধর্মগুরুর দয়া এখানেই শেষ হয় নাই। ইহার আরো মহত্তর ও উচ্চতর বিকাশ আছে।

সেই সময় কাটিয়া গেল। তখন বা তাহার পরে কেহই সেই মুরতাদ নেতা বা তাহার সাথীদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে নাই। এমন কি, তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তাহার বিছানায় সে প্রাণত্যাগ করে। অতএব, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম চিরদিনের জন্য তাঁহার নিজ আদর্শ দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইসলামে ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের শাস্তি কতল

নয় এবং এ সাক্ষ্য কোরআন করীমে অনন্তকালের জন্য লিখিত হইয়াছে। তিনি এই ব্যবহার এমন মুরতাদগণের প্রতি করিয়াছিলেন, যাহাদের ধর্মত্যাগ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না। কারণ তাহাদের ধর্মত্যাগের ফাতওয়া কোন মানুষ দেয় নাই, পরন্তু সেই আলিমুলগায়েব খোদা দিয়াছেন, যিনি হৃদয়ের সকল গোপন কথা জানেন এবং সকল সাক্ষীর চেয়ে অধিকতর সত্যবাদী সাক্ষী। শুধু ইহাই নয় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ-বিন-উবাইকে এই পৃথিবীতে কোন শাস্তি দেন নাই বরং তাঁহার রহমতের চূড়ান্ত নিদর্শন এই যে আবদুল্লাহর মৃত্যুতে তিনি চিন্তান্বিত হইলেন, না জানি সে পরলোকে শাস্তি ভোগ করে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার হৃদয় সেই ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। যে ব্যক্তি আজীবন তাঁহার সহিত শত্রুতা করিল, যাঁহার হৃদয় তাঁহার উন্নতি দেখিয়া হিংসা ও দ্বেষে ভরিয়া যাইত, যাহার হৃদয় সর্বদা তাঁহার ঈর্ষায় দগ্ধ হইত, তিনি তাঁহার মৃত্যুতে তাহার জানাযার জন্য বাহির হইলেন, যেন খোদার নিকট কাঁদিয়া তাঁহার অসীম দয়া ও ক্ষমার মধ্যবর্তীতায় তাঁহার এই হতভাগা শত্রুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারেন। তাঁহার এই পবিত্র উদ্দেশ্যের সন্ধান এভাবে পাওয়া যায় যে, তিনি জানাযার জন্য বাহিরে আসিলে, হযরত ওমর রাজিআল্লাহু আনহু জানাযা না পড়িবার পরামর্শ নিবেদন করেন। কিন্তু তাহাকে দৃঢ় সংকল্প দেখিতে পাইয়া, তিনি কোরআন করীমের এক আয়েত পেশ করিলেন। সেই আয়েতে আল্লাহ-তা'লা বলেন ঃ

أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ○

(سورة توبة)

অর্থাৎ—"যদি তুমি তাহাদের জন্য (অর্থাৎ মুনাফেকদের জন্য) সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।" [সুরাহ্ তাওবা]

ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এতই প্রাণস্পর্শী যে, হৃদয় তাঁহার জন্য আপনা

আপনি নিবেদিত হইতে চায় এবং রূহ্ তাঁহার পদযুগল চুম্বন করিতে থাকে। তিনি বলিলেন: উমর, খোদাতা'লা সত্তর বারের কথা বলিয়াছিলেন। আমি ইহা অপেক্ষা অধিকবার ক্ষমা চাহিব।

অতএব, হে আমার প্রভুর প্রতি দলননীতি আরোপকারীগণ! তোমরা কোথায় আছ, এস। আমি তোমাদিগকে সেই অদ্বিতীয় প্রাণের সহিত পরিচিত করাইয়া দিই, যাঁহার দয়া ইবরাহীম আলাইহেস্ সালামের দয়া অপেক্ষা কত অধিক ছিল এবং যাঁহার ক্ষমাশীলতার নিকট মসিহ আলাইহেস সালামের ক্ষমা তুচ্ছ হইয়া যায়। তাঁহাকে পৃথিবীর যে সকল নিকৃষ্ট কীট দংশন করিয়াছে, তিনি সেই রক্তপায়ী মহা অত্যাচারীদিগকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন। এস, সেই দয়ার্দ্রচিত্তের দৃশ্য দেখ, সেই বিনীত চিত্তের সন্দর্শন লাভ কর, যাঁহার মহা সহিষ্ণুতা সম্মুখে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সহিষ্ণুতা লজ্জাবনত। সত্য কথা এই যে, তিনি পূর্ণতম গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশক এবং প্রত্যেক গুণে তিনি সকল নবীর সেরা। তাঁহার আলোক দীপ্ত চেহারার প্রতি চাহিয়া বল যে, তিনি কি সেই মানুষ, যাঁহার ছবি তোমরা তোমাদের ঘোর কৃষ্ণকায় লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ? তিনি কি সেই ব্যক্তি, যাঁহার এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে কোরআন ছিল?

হায়, কত ভাল হইত যদি তোমাদের চক্ষু লজ্জায় নিমীলিত হইত এবং ক্ষোভে ও অনুশোচনায় তোমাদের চক্ষু হইতে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইত।

কিন্তু তোমাদের হৃদয় টলিবার নয়।

—:০:—

দলন নীতির আরো কতিপয় দিক

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের যে ছবি মৌলানা মওদুদী অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্বল্পবুদ্ধির ব্যক্তিও বুঝিতে পারে যে, এই ছবি প্রত্যেক অমুসলিমকে ইস্‌লাম হইতে বিমুখ করিবার জন্য যথেষ্ট। মওদুদী সাহেবের ইস্‌লামের ধারণা কবি সাওদার ছোট একটি বাক্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যথা—

ارے غنچے میرا قلمدان

[আরে শুনচে, আমার কলমদান আন।]

সাওদা, একজন ব্যঙ্গ কবি ছিলেন। কোন বিরুদ্ধ মত পোষণ কারীকে তাঁহার মতে আনিতে হইলে, শোনা যায়, তিনি এই বলিয়া ধমক দিতেন।

মৌলানার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মর্মবাণী কতকটা এই প্রকারেরই ঃ

ارے غنچے میری تلوار

[আরে শুনচে, আমার তলোয়ার আন।]

সুতরাং, এখনও তাঁহার তরবারির ধমক শেষ হয় নাই এবং এখনও কঠোরতার আরো কিছু নিদর্শন বাকী আছে।

ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں
ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور

[যতই প্রতিমা ভাঙ্গায় আমরা ত্বরা করিলাম, এখনও পথেই রহিয়া গিয়াছি, আরো ভারি ভারি প্রস্তর বাকী আছে।]

কঠোরতার রথচক্র একবার চালু হইলে কঠোরতা ব্যতীত আর কোন কিছুই উহাকে রোধ করিতে পারে না। এখন যে ভারী পাথর পথে আসিয়া দেখা দিল, তাহা এমন ভয়ানক ধারণা, যাহা পেশ করার পর তবলীগের সকল দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ইঁদুরের ফাঁদে ইঁদুর তখন আবদ্ধ হয়, যখন সে টের পায় না। জন্মগত মুসলমানের

অবস্থা সে দেখিয়াছে। এবাদতের নিয়ম-কানুনও তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। ধর্মের নামে খুনাখুনিও সে দেখিয়াছে। বিদ্রোহের সাধারন শিক্ষার সহিতও তাহার পরিচয় হইয়াছে। এখনও কি সে সেই নির্বোধ, অসতর্ক ইঁদুরই রহিয়াছে যে, সে নিশ্চয় ফাঁদে পড়িবে?

ایں بیشہ مبر گماں کہ خالی ست
باید کہ پلنگ خفتہ باشد

[এই জঙ্গলকে খালি মনে করিও না, ইহাতে কোন ব্যাঘ্র লুক্কায়িত থাকিতে পারে]।

—:o:—

প্রতিবেশীর হক,

কিন্তু এই ভারি পাথর বাহ্যিকভাবে যতই বড় পর্বতবৎ প্রতীয়মান হউক না কেন, মওদুদী সাহেবের কঠোর দলন নীতির সম্মুখে সকল বাধা তুচ্ছ এবং পথের ধুলার ন্যায় উড়িয়া যায়। অন্যদের জন্য তিনি একটি তিনমুখী প্রোগ্রাম তৈরী করিয়াছেন। ইহার প্রথম অংশের সম্বন্ধ প্রতিবেশীর অধিকার লইয়া। অন্য কথায়, ইহার সারমর্ম হইল ঃ ইঁদুর আমাদের নিকট না আসিলেও আমরা ইঁদুরের নিকট যাইতে পারি।

কাফের প্রতিবেশী দেশগুলির উপর আক্রমণ চালাইবার একটি বৈধ কারণ তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজের কথাতেই শুনিবার যোগ্য ঃ

> "ইস্‌লাম এই বিপ্লব কোন এক দেশে বা কয়েকটি দেশে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে আনিতে চায়। যদিও প্রথমতঃ মুস্‌লিম পার্টির ইহাই কর্তব্য যে, তাহারা যেখানে যেখানে থাকে সেখানকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করিবে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যের চরম পরিণতি বিশ্ব-জনীন বিপ্লব ব্যতীত আর কিছুই নয়।" (১)

এখানে আমিও মৌলানার সহিত একমত। বিশ্বব্যাপী বিপ্লব আনয়ন ব্যতীত ইস্‌লামের শেষ গন্তব্য আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ এই যে, বিপ্লব অর্থে মৌলানা হুবহু তাহাই মনে করেন, যাহা কম্যুনিষ্ট বিপ্লব বলিতে বুঝাইয়া থাকে। এমন কি, শ্লোগানও একই। কিন্তু আমার মতে, ইসলামের শেষ লক্ষ্য বিশ্ব ব্যাপী আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনয়ন।

মৌলানার ইস্‌লামী বিপ্লব হইল পদে পদে কম্যুনিজমের আদর্শ পালন। ইতিপূর্বেও আমি এক স্থানে বলিয়াছি, যদি পাঠক মুসলিম

---

(১) [হকিকতে জেহাদ, ৬৩ পৃঃ]

পার্টির স্থলে কম্যুনিষ্ট পার্টি পাঠ করেন, তবে কোন সাম্যবাদীর সাধ্য নাই যে, সে বুঝিতে পারে, "ইহা লেনীনের স্বর, না মওদুদী সাহেবের ?" সাম্যবাদের বৈপ্লবিক বুনিয়াদও ব্যক্তির উপর নয়, বিচারের উপর স্থাপিত। মওদুদী সাহেবের বিপ্লববাদও এই কেন্দ্রীয় চিন্তাধারার আশে পাশে ঘোরাফেরা করিতেছে। সবচেয়ে বড় কথা, উভয়েরই বৈধতার কারণও একই ধরনের এবং প্রতিবেশীর অধিকার সংক্রান্ত ধারণাও সম্পূর্ণ এক। দেখুন, মওদুদী সাহেব বলেন :

"মানুষের সম্বন্ধগুলি এত ব্যাপক যে, কোন একটি দেশও উহার আপন নীতি অনুযায়ী পুরাপুরি চলিতে পারে না। যে পর্যন্ত না প্রতিবেশী দেশেও ঐ নীতি প্রচলিত হয়। মুসলিম পার্টির পক্ষে সাধারণ সংস্কার ও আত্ম-রক্ষা উভয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইহা অনিবার্য যে কেহ কোন এক দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করিয়া যেন ক্ষান্ত না হয়। (১)

আপনি প্রতিবেশী দেশগুলির অধিকার সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের ইসলামী মতবাদ দেখিলেন। ইহার মধ্যে ও কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?

এখন আগে চলুন। এই উদ্দেশ্য সাধন কিরূপে হইবে ? সেই উপায় হইল, "একদিকে এই মুসলিম পার্টি সকল দেশের অধিবাসীকে এই নীতি মানিয়া লইতে আহবান করিবে, যাহাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল নিহিত, অপরদিকে ঐ পার্টির শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করিয়া অইসলামী রাষ্ট্রগুলির বিলোপ সাধন করিবে।" (১)

কঠোরতা ও হীন কাপুরুষতার যে অভিনব সংমিশ্রন শেষোক্ত বাক্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে উহার কোনও তুলনা নাই।

"শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করিয়া * * *" বা অন্য কথায় যেখানে কাহাকেও দুর্বল দেখিতে পাইবে মারপিট করিয়া বাধ্য করিয়া লইবে এবং যেখানে শক্তির সাক্ষাৎ পাইবে, সেখানে দাওয়াত-নামা বাহির করিয়া পেশ করিবে। দুর্বল নিগ্রহিত মজলুম, যাহাদের উপর আক্রমণ

(১) 'হকিকতে জিহাদ', ৬৪ পৃঃ।

করা হয়, তাহাদের সম্পর্কে এই নীতি সহ্য হয়, কারণ তাহাদের এই আক্রমণ রোধ করিবার সাধ্য নাই। তাহারা দুর্বল বলিয়া যুদ্ধ করিলে আরো মার খাওয়ার ভয়ে চুপ করিয়া থাকিলে মানুষ ইহাকে অক্ষমতা বলিয়া অভিহিত করিতে পারে। কিন্তু কোন আক্রমণকারীর এক পকেটে ছোরা ও অন্য পকেটে নিমন্ত্রণ কার্ড রাখার নীতির জন্য যে নাম আমার মানসপটে ভাসিয়া উঠে তাহা লিখিলে মৌলানা নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হইবেন এবং খুব বেশী রকম অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তিনিও নাচার মজবুর। যদি ধর্ম মতকে বিকৃত করা হইয়া থাকে এবং যুক্তি, প্রমাণ, উচ্চ নৈতিকতা, কুরবানী, দোয়া, উপদেশ ও ধৈর্য—এই সকল আত্মিক অস্ত্র-শস্ত্র টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া গিয়া থাকে, তবুও যে কোন ভাবে হউক ইসলামের বিস্তার তো করিতে হইবে।

আল্লাহ্‌তা'লা নানা প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। কতকগুলি পক্ষী আছে, তাহারা জানে শুধু মধুর গান করিতে, কিম্বা কাহারো আছে নিখুঁত সৌন্দর্যের শব্দহীন ডাক। কোন কোন জন্তু হিংস্র আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই জানে না। কিন্তু এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে নিমন্ত্রণ পত্র—এ প্রকার সংযোগ অতি দুর্লভ। লর্ড-লরেন্সের একটি প্রতিমূর্তির কথা আমার মনে পড়ে। উহার এক হাতে তরবারি অন্য হাতে কলম ছিল। অর্থাৎ, কলমের শাসন না মানিলে তরবারির শাস্তি পাইবে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, তাহার সম্পর্ক ছিল কেবল ঐ সমস্ত লোকের সহিত, যাহাদিগকে প্রথম হইতেই তরবারির বলে অধীন আনা হইয়াছিল এবং কলমও ছিল সেই তরবারিওয়ালাদের হস্তে। কিন্তু এই যুগে এমন এক অদ্ভুত মূর্তি আজ তৈরী হইতে চলিয়াছে, যাহার এক হাতে আছে উন্মুক্ত চকচকে তরবারি যাহাতে ঝুলান ক্ষুদ্র এক নিমন্ত্রণ-কার্ড এবং অপর হাতে একটি রৌপ্য-পাত্রে সুসজ্জিত সুন্দর, একখানি ছাপান নিমন্ত্রণ-পত্র। যে হাতে তরবারি, উহা এক শীর্ণকায় জীর্ণদেহ ও অসহায় অর্ধমৃত ব্যক্তির দিকে উত্তোলিত। অন্যদিকে, রৌপ্য পাত্রধারী হাত এক দৈত্যাকৃতি বিপুলকায় অমিততেজ যুবকের সেবার্থে রৌপ্য-পাত্রটি পেশ করিতেছে। কিন্তু

এই গাছের মধ্যে যদি একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কার্ড এই মর্মে লিখিয়া রাখা হয়, "হুজুর, এখন আমরা দুর্বল। শক্তি সঞ্চয় মাত্র আমরা আপনার খেদমতে হাজির হইব।' তাহা হইলে এ বিষয়ে কি খেয়াল করা যাইতে পারে? কিন্তু যদি কোনক্রমে অনুমান করিতে ভুল হয় অথবা বৈপ্লবিক দৃষ্টি বিভ্রমে কোন শক্তির বিরুদ্ধে দৈবক্রমে তরবারি উত্তোলিত হইয়া যায় তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে?

যাহা হউক, মওদুদী সাহেবের কিন্তু ইহাই ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা। তিনি এই ব্যাপারে স্বাধীন। নিয়মের অধীন তো আমরা। আমাদের কিছুই বলিবার অনুমতি নাই। এই পরিকল্পনার সার, সহজ কথায় এই দাঁড়ায় "যেহেতু তোমরা আমাদের প্রতিবেশী এবং তোমাদের সব রকমের কল্যাণের ব্যবস্থা করা এবং তোমাদিগকে সর্ব প্রকারে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য, সুতরাং তোমাদিগকে আমাদের অপেক্ষা দুর্বল পাইলে চক্ষু বন্ধ করিয়া তোমাদিগকে গলধকরণ করিবার অধিকার আমাদের আছে।"

আরো দুইটি তত্ত্ব

এই তবলীগী প্রোগ্রামের দুইটি সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা আছে। প্রথমটি হইল মুসলমানদিগের মধ্যে অমুসলমানগণের তবলীগ করিবার অধিকার সম্পর্কে। ইহার উত্তর বেশ পরিষ্কার।

> "এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান ধর্মত্যাগীর জন্য হত্যা-দণ্ডের আইনই করিয়া দিয়াছে। ['না থাকবে বাঁশ না বাজবে বাঁশরী'—উদ্ধৃতি দাতা]। কারণ, যখন আমরা আমাদের এলাকার মধ্যে কোন মুসলমানকে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণ করিবার অধিকার দিই না, তখন ইহার অপরিহার্য অর্থ ইহাই যে, আমরা দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যে ইসলামের মুকাবিলায় অন্য কোন আহবান উত্থিত এবং প্রসারিত হওয়াকেও সহ্য করিতে পারি না।" (১)

(১) "মুরতাদ কি সাজা ইসলামি কানুনমে"—৩২ পৃঃ

যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে আমার নিজ কথায়ও কিছু ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছি। মওদুদী সাহেবের ইসলাম নিম্নলিখিত অধিকারগুলি নিজের জন্য সংরক্ষিত করিয়াছেন ঃ

(১) তবলীগী দাওয়াত প্রেরণ।

(২) কেহ গ্রহণ করুক বা না করুক, যাহার উপর ক্ষমতা চলে আক্রমণ করিতে হইবে এবং বলপূর্বক রাষ্ট্র শক্তি ছিনাইয়া লইতে হইবে।

(৩) যদি নিজেদের কোন ব্যক্তি ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তবে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

অতএব, স্পষ্ট কথা অন্য কোন ধর্মের কি অধিকার আছে যে, এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করে? অন্য ধর্মগুলির কি সত্য আছে যে, উহাদের এই অধিকারগুলি থাকিবে? সাচ্চা শুধু মওদুদী সাহেব।

কাফেরগণের মধ্যে কাফেরদের তবলীগ নিষেধ

ইসলাম প্রচার সম্পর্কে শেষ তত্ত্ব, যাহা মৌলবী সাহেব পেশ করিয়াছেন তাহা হইল, কোন কাফের যদি কাফেরদেরই মধ্যে প্রচার আরম্ভ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আশঙ্কা আছে কোন কাফের অন্য কাফেরকে দলভুক্ত করিয়া তাহাকে ধ্বংসের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। সুতরাং ঐ কাফেরগণ কাফেরদের মধ্যে তবলীগ করিবার অধিকার কোথা হইতে পাইবে? কথাগুলি আমার; কিন্তু যুক্তি মওদুদী সাহেবের। এখন মওদুদী সাহেবের লিখিত তাঁহার দলীল শুনুন ঃ

"এখন ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহাই যখন ইসলামের মূল নীতি, তখন একথা পছন্দ করাতো দূরের কথা, সহ্য করাও কঠিন যে, মানব জাতির মধ্যে ঐ আহবানের ছড়াছড়ি হইবে, যাহা তাহাদিগকে চির ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। ঐ সকল ভ্রান্ত আহবানকারীকে এই

খোলা লাইসেন্স দেওয়া যায় না যে, তাহারা নিজেরা যে অগ্নির দিকে যাইতেছে অন্যকেও সেদিক টানিবে।" (১)

মওদুদী সাহেবের নিজের কথাও আপনারা পাঠ করিলেন। আমি ইহার উপর আর কি বলিব ?

حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں
مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں

['মনে মনে কাঁদিব কি বুক চাপড়াইব এই ভাবিয়া আমি অস্থির। সম্ভব হইলে বিলাপকারীকে সঙ্গে রাখি।]

এখানে প্রশ্ন ইহা ছিল না যে, মুসলমানদের মধ্যে কাফেরদিগকে প্রচারের অনুমতি দেওয়া যায় কি না ? বরং প্রশ্নটা ছিল কাফেরদের মধ্যে কাফেরদিগকে তবলীগের অনুমতি দেওয়া যায় কি না ? কিন্তু মওদুদী সাহেবের মতে ইসলাম অসত্যের দিকে আহবানকারীদিগকে ইহার অনুমতি দেয় না। দলীল কতকটা এই ভাবে খাড়া করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বয়ং কুফরের আগুনে পড়িয়া আছে, তাহাকে নিজের দিকে অন্যকেও আহবান করিবার অনুমতি কি প্রকারে দেওয়া যায় ? অথচ প্রকৃতপক্ষে, যে আগুনে এক প্রকারের কাফের পতিত, সেই আগুনেই অন্য প্রকারের কাফেরও পতিত। আগুনের মধ্যে তাহাদের থাকার প্রশ্নের সম্বন্ধ যেটুকু তাহাতে দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এজন্য মওদুদী সাহেবের যুক্তি প্রকৃতপক্ষে এই দাঁড়ায় যে, ইসলাম ইহাও সহ্য করিতে পারে না যে, এক মহা ব্যাপক অগ্নির মধ্যে যে সকল কাফের দগ্ধ হইতেছে, তাহারা অগ্নির অন্য পার্শ্বস্থ লোকদিগকে নিজেদের দিকে আহবান করে। কারণ এই অনুমতি দেওয়া হইলে যাহারা সেই আহবানে সাড়া দিবে, তাহারা পুড়িয়া যাইবে। অতএব ইসলাম এই প্রকার জুলুম কি ভাবে সহ্য করিতে পারে ?

অতএব মানব জাতির প্রতি গভীর সহানুভূতির তাকিদ হইল, প্রথমতঃ কিছু ফুসলাইয়া, কিছু ভয় দেখাইয়া ও ধমক দিয়া লোকগুলিকে এই অগ্নি হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু যদি কেহ না

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৩৫ পৃঃ

মানে, তবে অন্ততঃ ইহা অবশ্যই করিতে হইবে যে, যুদ্ধ করিয়া তরবারির বলে সেই অগ্নিস্থানের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিবে এবং কর্তৃত্ব লাভের পর উন্মুক্ত তরবারিধারী প্রহরীর দল দ্বারা ঐ সকল দগ্ধমান কাফেরগণের উপর প্রহরা দিতে থাকিবে এবং এক ঘোষণাকারী এই ঘোষণা করিবে, "সাবধান! তোমাদের কেহই অন্যকে নিজের দিকে ডাকিবে না। নচেৎ গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। এই পন্থা অবলম্বন করিলে তো তোমরা সকলেই পুড়িয়া মরিবে। ইহা চিন্তায় আসিলেও আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। সুতরাং যে পার্শ্বে যেখানে যে জ্বলিতেছ সেখানেই এবং সেই পার্শ্বেই সে জ্বলিতে থাক। নচেৎ, মারিতে মারিতে আমরা তোমাদেরকে টুকরা টুকরা করিয়া দিব। তোমাদের লজ্জা নাই? আমাদিগকে দুঃখ দাও! জালেম সব কোথাকার!"

এই ঘোষণা শুনিয়া কাহার সাধ্য যে, কেহ কিছু বলে বা স্থান পরিবর্তন করে? কিন্তু যদি এই স্থায়ী কন্ঠরোধে অধীর হইয়া এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে নির্ভিক হইয়া কোন দগ্ধমান ব্যক্তি এই প্রশ্ন করিয়া বসে, "হে মহা পরাক্রমশালী বাদশাহ্! আপনি আমাদের সকল আজাদী ছিনাইয়া লইয়াছেন, আমাদের গা শিকলে বাঁধিয়া দিয়াছেন, কেবল উদ্দেশ্য লইয়া এই যে, যে কোন প্রকারে হউক আমাদিগকে ঐ অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির করিবেন, যাহাকে আমরা অগ্নিকুণ্ড মনে করি নাই এবং আযাবের সেই জ্বালা হইতে রক্ষা করিবে, যাহার জ্বালা আমরা অনুভব করি নাই। প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ্! আমরা ঐ অগ্নিকে অগ্নি মনে করি না। কিন্তু এই তরবারির বলে আমাদের নিকট হইতে রাষ্ট্র ছিনাইয়া আমাদের স্বাধীনতা লোপ করিয়া যে অগ্নি আপনি আমাদের বক্ষে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, উহা আমাদিগকে পোড়াইয়া ভস্মিভূত করিতেছে। ইহার পরিবর্তে আমরা কি পাইয়াছি? * * * আমরা কি এখনও তেমনি অগ্নিস্থানে পড়িয়া নাই, যাহা হইতে আপনি আমাদিগকে বাহির করিতে চাহিতেছিলেন? সুতরাং, এখন আপনি এখানে দাঁড়াইয়া কি দৃশ্য দেখিতেছেন? অগ্রসর হউন। আপনার সহানুভূতির দাবী সত্য হইয়া থাকিলে হয় আমাদিগকে এই অগ্নিকুণ্ড (?) হইতে বাহির করুন, যাহা আপনার নিকট অগ্নিকুণ্ড,

যেন আমরা স্বাধীনতার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি অথবা সেই অগ্নি নির্বাপিত করুন, যাহা আপনি স্বয়ং আমাদের চিত্তে প্রজ্বলিত করিয়াছেন।"

এই করুণ চীৎকার শুনিয়া সেই ঘোষণাকারী প্রত্যুত্তর করিবে যে, এই দুইটি অবস্থার মধ্যে একটিকেও পরিবর্তন করা যায়না। ইসলাম ইহার অনুমতি দেয় না। মৌলানা বলেন ঃ

"অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুব বেশী, ইসলাম যাহা মানিতে পারে তাহা এই যে, যে ব্যক্তি নিজে কুফরের উপর কায়েম থাকিতে চায়, সে তাহার ইষ্টের পথ ছাড়িয়া যেন তাহার ধ্বংসের পথে চলিতে থাকে এবং ইহাও ইসলাম শুধু এইজন্য মানিয়া লয় যে, বল-পূর্বক কাহারও মধ্যে ঈমান ঢুকান প্রকৃতির বিধান মতে সম্ভবপর নহে।" (১)

এই উত্তর শুনিয়া সেই প্রার্থীর মনের যে অবস্থা হইবে, প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিই উহার কতকটা অনুমান করিতে পারেন। সে কি ঐ মহাগ্নির প্রাচীরে এইজন্য তাহার মাথা ঠুকিতে থাকিবে না এই বুযুর্গ, এই ধর্মগুরু যখন জানিতেন যে, বল পূর্বক কাহারও মধ্যে ঈমান ঢুকান প্রকৃতির বিধান মতে সম্ভবপর নহে, তখন তিনি এ যাবত তাহার প্রতি একি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন?

কিন্তু আমি বলি, সেই কাফেরকে তাহার মহাগ্নির প্রাচীরে মাথা ঠুকিতে দিন এবং একটু তাহাও শুনুন, যাহা এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া আমার মনে উদয় হইয়াছে। মহাকবি গালিব বলেন ঃ

ے دل شوریدۂ غالب طلسم پیچ و تاب -

গালিবের হৃদয় দুঃখ ও ক্রোধে বিভ্রান্ত

বস্তুতঃ, নানা প্রকার ভাবের উন্মাদনায় চিত্ত এক আশ্চর্যজনক প্রহেলিকায় পরিণত। মনে বিস্ময়, ক্ষোভ, রোষ ও নানা প্রকার চাঞ্চল্য উঠানামা করিতেছে। যে সকল প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য করিতে এমন কি

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৩৫ পৃঃ

মওদুদী সাহেব নিজেও সাহসী নহেন, তিনি কি প্রকারে এত হঠকারিতা ও দুঃসাহসের সহিত আমাদের প্রভু হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করিতেছেন ?

তাঁহার কল্পনা জগতে যেখানে কঠোরতার রাজ্য বিরাজিত এবং যথায় অবিরাম অসি চালনা হইতেছিল এবং মানুষের মুণ্ডপাত ক্রিয়া চলিতেছিল, সেখানে যখন তিনি শেষ যায়গায় পৌঁছিলেন এবং যে দুর্গ ভাঙ্গিয়া চুরমার করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল উহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হাত কাঁপিয়া গেল, তাঁহার পদস্খলন ঘটিল এবং তিনি প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ক্রিয়ার দাবী পর্যন্ত করিতে সাহস করিলেন না। এখানে তিনি প্রকৃতির এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন ঃ

"বল পূর্বক কাহারও মধ্যে ঈমান ঢুকান প্রকৃতির বিধান মতে সম্ভবপর নহে।" (১)

আমি জিজ্ঞাসা করি, যখন তিনি আমার প্রভু হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতি এই নাপাক অপবাদ আরোপ করিতেছিলেন, তখন এই প্রকৃতির ধ্বনি নীরব ছিল কেন ? তখন কেন তিনি এই ধ্বনি শুনিতে পান নাই, যখন তাঁহার লেখনি এই বিষোদগার করিতেছিল ঃ

"* * * জাতি তাঁহার আহবান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু ওয়াজ ও শিক্ষা ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহবায়ক যখন হাতে তরবারি লইলেন, * * * তখন ক্রমে ক্রমে অনাচার ও দুষ্কৃতির কালিমা দূর হইতে লাগিল।"

گی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ
ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا

[আমাকে হত্যা করার পর তিনি অত্যাচার হইতে তাওবা করিলেন। হায়রে সেই শীঘ্র অনুশোচনাকারীর অনুশোচনা !]

---

(১) زبردستی کسی کے اندر ایمان اتار دینا قانون فطرت کے تحت ممکن نہیں -

যদি তাঁহার এই দাবী ঠিক হয়, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তরবারির বলে হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত করিয়াছিলেন, তবে ইহা মিথ্যা কথা যে, "বলপূর্বক কাহারও মধ্যে ঈমান ঢুকান প্রকৃতির বিধানের মতে সম্ভবপর নহে।" পক্ষান্তরে যদি তাঁহার শেষের উক্তি সত্য হইয়া থাকে এবং ইহাই প্রকৃত সত্য, তবে এ কথা নিছক মিথ্যা যে, আমার প্রভু তরবারির ধারে হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু জুলুমের একশেষ! মওদূদী সাহেবের নিজের জন্য তুলাদণ্ড প্রকৃতি এবং প্রভুর চরিত্র মাপিমার জন্য মত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ মাপদণ্ড!

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর যখন এই অপবাদ আরোপ করিয়াছেন তখন অন্ততঃ শিষ্টাচার ও বিশ্বস্ততার তাকিদে আপনার নিজের মস্তকও এই অপবাদের ছুরিকার নীচে স্থাপন করা উচিত ছিল। সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহে আলাইহীমের প্রেমের এমন অবস্থা ছিল যে, প্রভুর দিকে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক আঘাত তাঁহারা নিজের দেহে ও হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন। ইতিহাস হইতে জানা যায়, হুনাইনের যুদ্ধে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি যাঁকে যাঁকে নিক্ষিপ্ত তীর রোধ করিতে হযরত তালহা রাজি আল্লাহু আনহুর হাত চিরদিনের জন্য বেকার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মৌলানার অবস্থা এই যে, তীর রোধের পরিবর্তে তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘোর শত্রুদের সহযোগিতায় স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে অপবাদের তীর বর্ষণ করিতেছেন এবং মৌলানার দিকে সেই তীর যখন নিক্ষিপ্ত হয় তখন তিনি গা বাঁচাইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান।

تلك إذا قسمة ضيزى

"ইহা একান্তই খারাপ বন্টন!"

মুরতাদ হত্যা জুলুম নয়, দয়া

ইহা বিষম দোষ দুষ্ট বাটোয়ারা, কিন্তু বন্টনকারীর উপরই বাটোয়ারা নির্ভর করে। বন্টনকারীর চিন্তার প্রকৃতি তাহার কল্পনার প্রত্যেকটি সৃষ্টির উপর মোহর অঙ্কন করে। কোন শিল্পী, কোন চিত্রকার,

বা কোন কবি তাহার শিল্প, চিত্র বা কবিতা দ্বারা যেমন পরিচিত হয় এবং ঐগুলি বিভিন্ন অবস্থার ফল হওয়া ছাড়াও স্ব-স্ব স্রষ্টার রূপ-বৈশিষ্ট্য উহাদের মধ্যে যেমন নিহিত থাকে, তেমনই মওদুদী সাহেবেরও প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে তাঁহার একটা বিশেষ রঙের ছাপ আছে। ঐ রং লোহিত। প্রত্যেক দর্শক এই রূপটিকে লোহিত বলিয়াই দেখিতে পায়। এই রঙেই মওদুদীর চক্ষু ইসলামকে দেখিতে অভ্যস্ত। কিন্তু খোদা জানেন, কেন? ইহাকে স্বভাবের প্রতিধ্বনি বলুন, বা দর্শকগণের মনোরঞ্জনের জন্য বলুন, মৌলানা কখনও কখনও এই রঙের নাম সবুজ রাখেন এবং দর্শকদিগের মনে প্রত্যয় জন্মাইতে চাহেন যে, তাহারা যাহা দেখিতেছে তাহা লাল নহে, সবুজ।

পাঠকগণ মুরতাদের কতল সম্বন্ধে মৌলানার ধারণার সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার এই আকিদা সম্বন্ধেও এখন অবগত হইলেন যে, বলপূর্বক কাহাকেও মুসলমান করা যায় না। এই শেষোক্ত মতের অপরিহার্য ফল এই দাঁড়ায় যে, বলপূর্বক যখন কাহাকেও মুসলমান করা যায় না, তখন বিশ্বাসের ব্যাপারে কাহারও উপর বল-প্রয়োগ যুক্তি বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ। কিন্তু মৌলানা এই সিদ্ধান্তটি স্বীকার করিয়া লইতে কখনও সম্মত নহেন এবং তাঁহার বিশিষ্ট যুক্তি-ধারার দ্বারা তিনি নিজের উদ্দেশ্যে ইহা মৌক্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, ঈমানের প্রসারের জন্য সকল রকমের জোর-জুলুম বৈধ আছে এবং যদি প্রসারের জন্য না হয় তবে অন্ততঃ মোমেনের ঈমান রক্ষার ওজরেও ইহা বৈধ বটে। বস্তুতঃ এই আত্ম-রক্ষার ওজরে প্রতিবেশী দেশগুলিকে আক্রমণ করা শুধু বৈধই নয়, বরং একান্ত জরুরী ও অত্যাবশ্যক। অবশ্য, একস্থানে যাইয়া তিনি উল্লিখিত যুক্তির তাড়নায় অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং তাহা হইল কাফের হত্যার প্রসঙ্গ। এখানে স্বয়ং মৌলানাকেও ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ঈমান না আনার অপরাধে কাফেরকে হত্যা করা যায় না।

কিন্তু ইহা উত্তপ্ত তাওয়া হইতে চুলায় পতিত হওয়ার ন্যায় ব্যাপার। যুক্তির দিক হইতে একটা আপত্তি হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে আর একটি আসিয়া উপস্থিত। এখন বিপদ হইল, কুফরের অপরাধে কোন কাফেরকে যদি শাস্তি দিতে পারা না যায়, তবে মুরতাদকে আবার একই

অপরাধে কেন হত্যা করা হইতেছে? তাঁহাকে কি বলপূর্বক মুসলমান করা যায়? যদি শুধু এইটুকু বলা হয় যে এই প্রকার ব্যক্তি সমাজে থাকা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, তবে প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, সমাজে অন্যান্য কাফের থাকিলে যেমন সমাজের উপর কোন কুপ্রতিক্রিয়া হয় না, তেমনি এই নূতন কাফেরের দ্বারা কোন কুপ্রতিক্রিয়া হয় না। যদি প্রথমক্ষেত্রে সহ্য করা যায়, তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সহ্য করুন। যে সকল নিয়ম-কানুন বা পাবন্দী আপনি অন্য কুফ্ফারের উপর প্রয়োগ করেন, এই নূতন কাফেরের উপরও উহা প্রয়োগ করুন। খুব বেশী হইলে গৃহ হইতে বিতাড়িত বা দেশ হইতে বিতাড়িত করুন, কিম্বা আজীবন কয়েদ থাকার শাস্তি দিন। ভাল, ইহাদিগকে হত্যা করা কিভাবে বৈধ হয়। ইহা তো স্পষ্ট অবিচার ও জুলুম। এই প্রতিবাদ শুনিয়া মৌলানা আমাদিগকে বলিতে চাহেন, 'হে মূঢ়, হে অন্ধ! ইহা জুলুম নয়। ইহা দয়া যদি দেখিতে না পাও, তবে জিজ্ঞাসা করিয়া লও।' মৌলানার আপন কথায় এই দয়ার বিবরণ এই ঃ

> "তাহার জন্য দুইটিমাত্র ব্যবস্থা সম্ভব। হয়, তাহাকে রাষ্ট্রের মধ্যে সর্ব প্রকার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবিত থাকিতে দেওয়া অথবা তাহার জীবন সাঙ্গ করা। প্রথম অবস্থা কার্যতঃ দ্বিতীয় অবস্থা হইতে কঠিন শাস্তি। কারণ ইহার অর্থ এই যে - لا يموت فيها و لا يحيى [উহাতে সে মরিবেও না, এবং জীবিতও থাকিবে না।—অনুবাদক] অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। * * * সুতরাং তাহাকে মৃত্যু-দণ্ড দিয়া তাহার ও সমাজের বিপদ এককালে শেষ করা ভাল।" (১) ইহা কি হুবহু সেই লাল পোষাকধারীর কণ্ঠের স্বর নহে, যে জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গকে প্রত্যয় দিতেছে ঃ

"হে অন্ধ, হে দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিগণ! বিশ্বাস কর যে আমার পোষাকের রঙ সবুজ।"

---

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৫১ পৃঃ।

কিন্তু সত্যই যদি রঙ সবুজ হয় এবং আমরা ভুল করিয়াছি, তবে মৌলানাকে একটু মৃদু স্বরে কথা বলিতে পরামর্শ দিব। কারণ, এখনই একটু পূর্বে সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিতে যে সকল কুফ্‌ফারের বাস করিবার কথা বলা হইয়াছে, যদি তাহাদের কানে এই ধ্বনি গিয়া পৌঁছায় তাহা হইলে কি তাহাদের মনে ধাক্কা লাগিবে না যে, "ইতিপূর্বে দাবী করা হইতেছিল যে, যাহা কিছু করা হইতেছে তাহা সব আমাদের সহানুভূতি ও মঙ্গলার্থে। কিন্তু যখন ভাগ্য বন্টনের সময় আসিল তখন নিজের বলিতে দয়া এবং আমাদের আঁচলে জুলুম নিক্ষেপ করা হইল। অথচ উভয়ের পাপ একই জাতীয় ছিল।" কাফেরগণ মৌলানা সম্বন্ধে কত কিছুই না ভাবিতে থাকিবে এবং তাঁহার সম্বন্ধে কত ধারণাই না করিতে থাকিবে। সুতরাং স্বীয় স্বর মৃদু করাই তাঁহার জন্য উত্তম। হত্যাকাণ্ডের অল্পক্ষণ পূর্বে কেবল মুরতাদের কানে কানে এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, "মিঞা, ভ্রান্তধারণার বশবর্তী থাকিবে না। বস্তুতঃ, তোমরা ক্ষুদ্র। নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া তোমাদের প্রতি একান্ত সদয় ব্যবহার করা হইল।" অতঃপর প্রস্থানের সময় অতিরিক্ত সহানুভূতি প্রকাশার্থে তাহাদের হাতে চাপ দিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষে তাহাদিগের চোখের সহিত চোখ মিলাইয়া মৃদু হাসিয়া ঘটনাক্রমে কোন কাফের সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাহার প্রতি মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া এই কথাগুলিও যোগ করিয়া দিলে কেমন হয়? "দেখিতেছ না ইহাদের অবস্থা? 'লা ইয়ামুতু ফিহা ওলা ইয়াহ্‌ইয়া'—সে মৃত না জীবিত।"

সম্ভবতঃ মওদুদী সাহেব এই সহানুভূতি সূচক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে গিয়া একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইসলামের মতে মৃত্যুই শেষ নয়। পরন্তু ইহার পরেও একটা জীবন আছে। যাহাকে ইসলাম হায়াতে আখেরাৎ বা পারত্রিক জীবন বলে। সুতরাং প্রকৃত-পক্ষে সেই মুরতাদগুলির বিপদ এতদ্বারা শেষ না করিয়া বরং এই ভাবে তাহাদিগকে সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তাহাদের ইহজগতে সম্ভাব্য জীবন সম্বন্ধে (যাহা হইতে মৌলানা সেই বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণকে মুক্তিদান করিতেছেন) 'লা ইয়ামুতু ফিহা ওলা ইয়হ্‌ইয়া' ['উহার মধ্যে তাহারা না মরিবে, না জীবিত থাকিবে'] অবস্থাপন্ন

হওয়া মানুষের একটা অভিমত মাত্র। কিন্তু এখন তাহাদিগকে যেখানে পাঠান হইতেছে, উহার সম্বন্ধে স্বয়ং খোদাতা'লা বলেন ঃ لا يموت فيها ولا يحيى ।

"উহার মধ্যে (সেই হতভাগাগণ) না মরিবে, না জীবিত থাকিবে।" কথা এখানেই শেষ নয়। তুলনামূলকভাবে ইহা আরো খারাপ। মৌলানা যে অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতেছিলেন, উহা তাঁহারই হাতে প্রজ্বলিত। খুব বেশী, আমরা উহাকে নারে-সুগরা বা ছোট অগ্নি বলিতে পারি। কিন্তু এখন যে অগ্নির দিকে তাহাদিগকে রওয়ানা করিতেছেন, খোদাতা'লা নিজেই উহার নাম দিয়াছেন আন্-নারুল্‌কুব্‌রা অর্থাৎ মহা অগ্নি। সুতরাং এই সকল বিপদ হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য মৌলানার উদ্ভাবিত উপায়টি আশ্চর্যজনক। তিনি তাহাদিগকে এক প্রকার 'লা ইয়ামুতু ফিহা ওলা ইয়াহ্‌ইয়া' (না মৃত, না জীবিত) অবস্থা হইতে বাহির করিয়া অন্য প্রকার ভীষণতর লা ইয়ামুতু ফিহা ওলা ইয়াহ্‌ইয়া (না মৃত, না জীবিত) অবস্থায় নিক্ষেপ করিতেছেন। এক হালকা আগুন হইতে নাজাত দিয়া তাহাদিগকে অন্য এক মহা অগ্নিতে ফেলিতেছেন। অথচ ইহার নাম রাখা হইয়াছে বিশেষ দয়ার্দ্রচিত্ত ও নরম ব্যবহার। তৎসঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হইতেছে যে, ইহার রঙ লাল নয়, সবুজ।

কাফের হইলে তবু কিছু আশা করিবার ছিল। কারণ খোদা জানেন, সে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত আরও কত বৎসর দেখিয়া শুনিয়া কাটাইত এবং খোদা জানেন, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বিচার করিয়া পারত্রিক মুক্তির কত সুযোগ পাইত। কিন্তু এই বাধ্যতামূলক মুরতাদ, যাহার জীবন-রজ্জুর সাথে তাহার মুক্তির সকল আশা ভরসাও ছিন্ন করা হইয়াছে পরজগতে চক্ষু মেলিতেই যখন তাহাকে জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন খোদা জানেন, তাহার সহিত করমর্দনকারীর বিষয়ে কি ভাবিতে থাকিবে। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, এই সব কিছু তাহার সুখ, শান্তি ও মঙ্গলার্থে করা হইতেছে।

অবশেষে, পাঠকগণের স্মরণার্থে আবার ইসলামের প্রসার সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের সকল তত্ত্বাবলী সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিতেছি। যথা,—

(১) অমুসলমান দেশগুলিতে নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠাইতে হইবে। কিন্তু শক্তি লাভ মাত্র বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী দেশগুলিকে আক্রমণ করিতে হইবে।

(২) কাফেরদিগকে মুসলমানদের মধ্যে তবলিগ করা নিষেধ করিতে হইবে।

(৩) কাফেরদিগকে কাফেরদের মধ্যে তবলীগ করাও নিষেধ করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া আমার দৃষ্টিতে মুরতাদের কতল বিষয়টিও এই নীতিরই একটা অংশ। প্রকৃতপক্ষে, ইহাকে চতুর্মুখী প্রোগ্রাম বলা উচিত। কিন্তু বিপদ এই যে, আমার সহিত মৌলানা একমত নহেন। আমার দৃষ্টিতে এইজন্য ইহা উল্লিখিত নীতির অংশ বিশেষ যে, স্বভাবতঃ হত্যার ভয়ে অনেক মুসলমান অন্য ধর্ম গ্রহণে বিরত থাকিবে। দৃষ্টান্ত-স্থলে, সম্প্রতি পাকিস্তানে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদি উপরোক্ত হত্যা নীতি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে এই মুরতাদের মধ্যে হয় তো এক অধজন এরূপ সত্যবাদী পাওয়া যাইত যে, মুনাফেক হইয়া জীবিত থাকা পছন্দ করিত না। কিন্তু মৌলানার মতে, ইহা এই নীতির অন্তর্গত নহে এবং ইহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই প্রকারে মুসলমানদের মধ্যে মুনাফেক সৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি লিখিতেছেন ঃ

"মুরতাদকে কতল করার এই অর্থ ভুল হইবে যে, আমরা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া মুনাফেকী নীতি অবলম্বনে বাধ্য করি। ....

প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টা। যাহারা বহুরূপী এবং মত পরিবর্তনকে ক্রীড়া বিশেষে পরিণত করিয়াছে, আমরা তাহাদের জন্য আমাদের প্রবেশের দ্বার জামাতে বন্ধ করিতে চাই। * * * * সুতরাং, ইহা প্রকৃতই বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা যে এই জামাতে

প্রবেশেচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্বেই জানান হয় যে, এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু, যাহাতে সে প্রবেশের পূর্বে শতবার ভাবিয়া লইতে পারে যে, এইরূপ জামাতে তাহার ভর্তি হওয়া উচিত, কি অনুচিত। (১)

আমার স্মরণ আছে, বিভাগ পূর্ব হিন্দুস্থানের কম্যুনিস্ট পার্টিরও ইহাই নীতি ছিল। তাহারা তাহাদের গোপন সংঘগুলির সভ্য করিবার পূর্বে প্রত্যেক আগমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে এই বলিয়াই সাবধান করিয়া দিত যে, 'মিঞা, বাহির হওয়ার সাজা মৃত্যু'। * * * লায়েলপুর কৃষি কলেজের এক ছাত্র সম্বন্ধে জানি বেচারা এই অপরাধেই প্রাণ হারাইয়াছিল। * * * প্রসঙ্গতঃ স্মরণ হওয়ায় আমি এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। কারণ, ইহার দ্বারা আমার এই মতটি অধিকতর শক্তিশালী হয় যে, মওদুদীয়তে সাম্যবাদের প্রভাব প্রবল। ইহা মোটেই বিচিত্র নয় যে, মৌলানা কচি বয়সে লেনীন বা মার্কসের কোন কোন উর্দু অনুবাদ পড়িয়াছেন এবং পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা গঠনে তিনি ঐগুলি হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সাহায্য লইয়াছেন। কিন্তু আমি এ প্রসঙ্গ ছাড়িতেছি কারণ এখন ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

আমি মুরতাদের কতল সম্বন্ধে মৌলানা মওদুদীর যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতেছিলাম, তাহা শোনার পর মুরতাদ হত্যার মতবাদটাকেও ইসলামী নীতির অঙ্গ বলিয়া নির্ধারণের অধিকার আমার থাকে না। বস্তুতঃ আমি তাহা করি নাই। শুধু ত্রিমুখী প্রোগ্রাম উপস্থিত করিয়াছি। যাহাহউক, এখন আমি আলোচনার এই অংশ সমাপ্ত করিতেছি। কিন্তু বিদায়ের পূর্বে মৌলানা সাহেবের নিকট তাঁহার উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দুইটি প্রশ্ন করিবার অনুমতি আমাকে দিন। প্রশ্নগুলি এই ঃ

প্রথমঃ যদি আপনার এই দাবী সত্য হইয়া থাকে যে, মুরতাদ হত্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে, আপনি এই প্রকার ব্যক্তিদের পক্ষে আপনার জামাতে প্রবেশের দ্বার বন্ধ করিতে চান, তাহা হইলে বলুন, যে সকল জন্মগত মুসলমান আপনার সংঘে ক্রমাগত যোগদান

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৫১—৫২ পৃঃ

করিতে থাকিবে, তাহাদিগকে রোধ করিবার জন্য আপনি কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ?

দ্বিতীয়ঃ যদি যথার্থ বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা ইহাই যে, এই জামাতে প্রবেশেচ্ছু প্রত্যেককে পূর্বেই জানান হয় যে, এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু, তবে সেই উপায়গুলি কি, যদ্দ্বারা জন্মের পূর্বেই মুসলমানদিগকে সাবধান করা যাইতে পারে যে, জন্মিবার পূর্বে শতবার চিন্তা করিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ আকিদার ব্যাখ্যাও প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

—ঃ০ঃ—

মওদুদী শাসন আমলের এক সম্ভাবিত বলক

'তোমাদের সভ্যতা তোমাদেরই অস্ত্রে আত্ম-হত্যা করিবে; ভঙ্গুর শাখে যে নীড় নির্মীত হইবে, উহা ক্ষনস্থায়ী হইবে।"

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলি হইতে পাঠক উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, ইসলাম, ইসলামের রসুল (সাঃ), ইসলামের প্রচার এবং ইসলামের শক্তি সম্বন্ধে মৌলানা মওদুদীর ধারণা কি? এখন আমি এই পৃষ্ঠাগুলিতে সম্ভাবিত মওদুদী রাষ্ট্রের একখানা সংক্ষিপ্ত কাঠামো আঁকিয়া দেখাইতেছি, যাহা মওদুদী সাহেবের ক্ষমতা লাভের পর যে কোন ইসলামী বা অইসলামী দেশে প্রবর্তিত হইবে। আমি অইসলামী বলাতে আশ্চর্যান্বিত হইবেন না। কারণ, ইহা বিচিত্র নয় যে, এই বিপ্লব কোন ইসলামী দেশে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে কোন অমুসলমান প্রধান দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। কারণ, যখন প্রত্যেকে মুসলিম পার্টি স্ব স্ব দেশে এই কল্পিত ইসলামী বিপ্লব আনার চেষ্টা করিবে এবং ক্ষমতা লাভের সম্ভবপর সবগুলি উপায় অবলম্বন করিবে, তখন কে বলিতে পারে যে, কোথায় এই ইন্‌ক্লাব প্রথম উপস্থিত হইবে? সউদী আরবে, না ঘানায়? মিশরে, না লেবাননে? পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে?

যাহা হউক, যখন যেভাবে, যেখানেই এই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহার কাঠামোর কোন না কোন অংশ তাঁহার চিন্তা ধারার অক্ষয় মোহর যুক্ত হইবে, যাঁহার মনিষা ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিল এবং যাঁহার চেষ্টা কল্পনা-জগত হইতে ইহাকে বাস্তব জগতে রূপায়িত করিয়াছিল। ক্ষমতা লাভের পর প্রথম পদক্ষেপে সম্ভবতঃ ইসলামের শিরোনামা দিয়া মওদুদী আকিদাগুলির একটা তালিকা প্রকাশ করিয়া এই ঘোষণা করা হইবে যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল মুসলমান এই আকিদাগুলি পোষণ করে, নিকটবর্তী থানা বা আদালতে তাহাদের নাম লিখাইবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন মুসলমান রেজেষ্টরী-ভুক্ত না হয়, তবে তাহার ধন, প্রাণ ও সম্ভ্রমের দায়িত্ব

তাহার উপর থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে সব প্রজা নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সরকারে জমা দিবে।

এই ঘোষণার পর রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি আরম্ভ করিবে। মওদুদী-ফৌজ ও মওদুদী-পুলিশ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া জেহাদের জন্য দাঁড়াইবে। এই জেহাদে অবশ্য অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইবে, কিন্তু শহীদ হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না! কারণ ঐ নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে শত্রুদিগকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা হইবে।

একটা অস্থিরতাপূর্ণ সময় পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকার পর অবশেষে ঐ দিন উপস্থিত হইবে। তখন কোটি কোটি মুরতাদকে মওদুদী তলওয়ারের জন্য হালাল করা হইবে। এই মুরতাদগুলি ইতিপূর্বে জন্মগত মুসলমান বলিয়া কথিত হইত! মোট কথা এক ঘোষণাকারীর ঘোষণায় খোদা জানেন কত তরবারী উঠিবে এবং পড়িবে, কত মাথা দেহচ্যুত হইবে এবং কত দেহ রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি দিবে। যদি মৌলানা মওদুদীর কথায় ও কার্যে কোন পার্থক্য না থাকে এবং তিনি যাহা বলেন তাহা করিতে সক্ষম হন তবে এইরূপ হইবে। না জানি তখন কত তরবারি, একবার নয়, সহস্র সহস্রবার উঠিবে ও আঘাত করিবে এবং কত অগণিত মুণ্ড দেহচ্যুত হইতে থাকিবে এবং দেহ মাটি ও রক্তে গড়াগড়ি দিতে থাকিবে।

ঐ সময় এমন হইবে যে, স্বামী তাওবা করিলে বা সত্যবাদিতাকে জলাঞ্জলি দিলে তাহাকে জীবিত রাখা হইবে বটে, কিন্তু তাহার সত্যবাদিনী স্ত্রী তাহার সম্মুখে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইবে। যদি স্ত্রী তাওবা করে বা মিথ্যা বলিয়া মুনাফেকদের আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তাহাকে জীবিত রাখা হইবে, কিন্তু তাহার সত্যবাদী স্বামীকে তাহার সম্মুখে হত্যা করা হইবে। শিশুদিগকে বিনা ব্যতিক্রমে জীবিত রাখা হইবে। কিন্তু ইহার ফলে মাতা বা পিতা অথবা উভয়ের মৃত্যু তাহাদিগকে সচক্ষে দেখিতে হইবে। দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলি ছটপট করিতেছে দেখিয়া তাহাদের মায়ের চক্ষুযুগল ভয়ে, আক্ষেপে অস্থির হইবে। এতীম বালক বালিকা যাহারা তাহাদের মুরতাদ পিতাকে আর কখনও দেখিতে

পাইবে না, তাহাদের ক্রন্দনে পাকিস্তানের শহর ও পল্লীগুলি এমন সকরুণ আর্তনাদ ও চীৎকারে ভরিয়া উঠিবে যে, তাহাতে এক দিকে খোদার আরশ কাঁপিবে এবং অন্যদিকে চীনের দেওয়াল কাঁপিবে ও ইউরোপ শিহরীয়া উঠিবে।

যখন ঐ সকল মুষ্টিমেয় সালেহের বাহু হত্যাকাণ্ড করিতে করিতে অবশ হইয়া পড়িবে, তখন অবশিষ্ট মুরতাদদের দ্বারা অতিশয় দীর্ঘ ও প্রশস্ত খাদ খনন করাইয়া তাহাতে লাল আগুন প্রজ্জলিত করিয়া তাহাদিগকে ঐ আগুনে জীবন্ত দগ্ধ করা হইবে। সেই আগুনের গগনস্পর্শী শিখাগুলি পাকিস্তানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, সকল দিক আলোকিত করিবে। সুতরাং উহা কেমন মুবারক প্রভাত হইবে যখন পাকিস্তানের দিগন্ত হইতে মওদুদীয়তের এই লাল উষার উদয় হইবে।

কিন্তু ইহা সূচনা মাত্র। পরিণতি বহু দূরে। যদি এই বিপ্লব সর্বপ্রথম পাকিস্তানে হয়, তবে তো সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া অনেকগুলি ইসলামী দেশ পাকিস্তানের ডাহিনে, বামে, সামনে, পিছনে রহিয়া গিয়াছে। ঐ সব দেশে মুরতাদ মাতা নিত্য মুরতাদ সন্তান প্রসব করিতেছে। তা'ছাড়া এখনও হিন্দুস্থানের ছয় কোটি মুরতাদ শেষ করা বাকী রহিয়াছে। এখনও বাকী রহিয়াছে ঐ ক্রন্দনরোল ও শোক ধ্বনি, যাহা পর্বত-বক্ষকে বিদীর্ণ করিবে এবং আকাশকে ভেদ করিয়া উর্ধে উঠিবে। সেই রোদন এখনও বাকী যাহা শ্রবণে মাতার বুকের দুধ শুকাইয়া যাইবে। আকাশ বিদীর্ণ হইবে। সেই বিলাপ বাকী, যাহা শ্রবণে পৃথিবীর বুকের দুধ শুষ্ক হইবে, আকাশের তারকাগুলি বক্ষে আঘাত করিতে থাকিবে এবং যাহার বেদনায় চন্দ্র সূর্যের চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। তারপর, এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর যখন সব মুসলিম দেশের অধিকাংশ মুসলমান অধিবাসী নিঃশেষ হইবে তখন কি এই ক্ষমতাসীন খাঁটি মুসলমানদের পিপাসার নিবৃত্তি হইবে? তাহাদিগের ক্ষমতার মোহ কি ঘুচিবে? যে সকল উচ্চ আকাঙ্খা, উৎসাহ-উদ্দীপনা মৌলানার বক্ষ জুড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার কথায় ও কলমে প্রকাশিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, এই প্রশ্নের উত্তর

আসিবে শুধু 'না'। এত সহজে এই পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না। এই আগুন ততদিন নিভিবে না যত দিন না কাফের রাষ্ট্রগুলিতে ইসলামের আহবান জ্ঞাপনের পর তাহাদিগের কুফরীতে কায়েম থাকার জিদ করার কারণে বা তৎপূর্বেই তরবারির বলে তাহাদিগকে শেষ না করা হয়। এখনও তাঁহার রুদ্ররোষ ইউরোপের উপর পতিত হয় নাই। আমেরিকা, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ডের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িতে বাকী আছে। আফ্রিকার মরুভূমিতে এখন তাঁহার বিজলি হানিতে বাকি আছে। উহার ঘন কৃষ্ণ বন-জঙ্গলে এখনও আগুন ধরান হয় নাই। এখনও তিনি রাশিয়াকে দগ্ধ করেন নাই। সাইবিরিয়ার তুষারাবৃত অঞ্চলে ঈমানের বাতি দেওয়া হয় নাই। এখনও কত যে হত্যালীলা সাধন বাকী আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মওদুদীর তরবারিকে আরো কত যে লাল ঘাটের পানি পান করিতে হইবে তাহা কে জানে। আমি ভাবি যখন এই মওদুদীয় ইসলাম পৃথিবীর সমস্ত দেশকে রক্তিম রঙে রঞ্জিত করিবে, তখন সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপী বিজন প্রান্তরের মধ্যে কোথাও কোন একাকী এক সালেহ্ মুসলমানের আযান ধ্বনি কেমন মধুর শুনাইবে? মৌলানার এই বিশ্ব শান্তির ইসলামী মতবাদ কত ভয়াবহ! এই শান্তির ছবি একমাত্র নিস্তব্ধ কবরস্থানেই দেখা যায়। ইহার অন্য নাম জীবনের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যু।

—:০:—

বিশ্বজোড়া মুনাফেকের জামাত

এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুধু একটি অবস্থায় বন্ধ হইতে পারে। তাহা হইল মুনাফেকরা যদি পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। নচেৎ মৌলানার তরবারি হইতে রক্ষা পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। পাঠক! আমার কথাকে গল্প বা কবিত্ব মনে করিবেন না। যদিও ইহা সত্য যে, পৃথিবীর মানচিত্রে মওদুদীর সংকল্পের নকসা আঁকিলে উহা একটা ভয়াবহ গল্প বা ভয়ানক স্বপ্ন বা কোন কবির হৃদয় বিদারক কল্পনা বলিয়া প্রতীতি হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা গল্প বা কবির কল্পনা নয়, বরং জীবিত, জাগ্রত প্রকাশ্য একজন চিন্তাশীল দ্বীনের আলেম ও রেসালতের জ্ঞানে জ্ঞানবান হওয়ার দাবীদারের পরিকল্পনা, যাহা আজ তিনি ইসলামের নামে পৃথিবীর নিকট উপস্থিত করিতেছেন এবং জোর দিয়া বলিতেছেন যে, যখনই সুযোগ হয় কার্যতঃ এ সব করিয়া দেখাইবেন।

ইহা সেই ইসলামের বিশ্বজোড়া প্রাধান্য লাভের দিন, যাহা মওদুদী পরিকল্পনার জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে। আমরা আল্লাহ্‌র শরণ ভিক্ষা করি। ঐ দিনকে টানিয়া আনিবার জন্যই কি আজ হইতে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আরব দিগন্তে বিশ্ব-রবি হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন?

হায়! যদি মৌলানা মওদুদী তাঁহার ধর্মকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করিতেন এবং আমাদের প্রভুর নাম তাহার এই ভয়াবহ অন্ধকার পরিকল্পনার সহিত জড়িত না করিতেন। কিন্তু এরূপ করিলে কে তাহার অনুগামী হইত? কে তাহাকে এই নূতন ধর্মের নামে ভোট দিত? এই জন্য তাহার সম্মুখে শুধু একটি পথ খোলা ছিল এবং উহা ইহাই যে, তাহার একাধিকনায়কত্বের ভাবধারাকে আমাদের নিষ্কলঙ্ক প্রভুর নাম দিয়া চালাইতেন। সুতরাং তিনি ইহাই করিয়াছেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সেই রসুলের নামকে লইয়াও এই খুনাখুনির ময়দানে টানাটানি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যাঁহার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে শান্তির বার্তা নির্গত হইত, যাঁহার ধর্মের নামই হইতেছে ইসলাম বা শান্তি।

আমি ইচ্ছা পূর্বক এই সম্ভাবিত চিত্রটি যথাসাধ্য সংক্ষেপে ও সতর্কতার সহিত অঙ্কন করিয়াছি এবং শুধু সেই নকশার ছবি তুলিয়াছি যাহা স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে মৌলানার বিভিন্ন পুস্তকে পাওয়া যায় এবং যাহার উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। এমনিও মওদূদীয়তের প্রকৃতি অনুধাবন করিবার পর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য মওদূদী শাসনের সঠিক নকসা তৈরী করা কাহারও পক্ষে কঠিন নহে।

দৃষ্টান্তস্থলে বর্তমান যুগের সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করা যাইত বা ডাণ্ডার জোরে এবাদত করাইবার ফলে যে হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর, তাহা লইয়াও আলোচনা করা যাইতে পারিত। সেইভাবে, বর্তমান শাসনপদ্ধতির আন্তর্জাতিক নীতির উপরও অনেক কিছু লিখা যাইতে পারিত এবং ঐ সকল চেষ্টা উদ্যোগের ছবিও আঁকিতে পারা যাইত, যদ্বারা দেশ হইতে অসাধুতা, ঘুস ও দুর্নীতি, দূর করিবার চেষ্টা করা যাইত। অনুরূপভাবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র পেশ করাও বিশেষ কঠিন ছিল না। যে দেশের ভিত্তি নিপীড়ন ও রক্তপাতের উপর, উহা বিদ্রোহের আকর হইয়া পড়ে। যদি ঐ দেশে মুনাফেকের সংখ্যাধিক্য থাকে, তবে তো এই আশঙ্কা ভীষণভাবে বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। যতই সময় যাইতে থাকে, এই জাতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সুতরাং এই সকল সম্ভাব্য আশঙ্কা সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখা যায়, যাহা এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নিশ্চয় সন্মুখীন হইতে হয়। ইহা ছাড়া, অন্য বহু প্রকার ষড়যন্ত্রের কথাও অনুমান করা যায় এবং এই সকল বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সন্ধানের জন্য সরকারের গোপন বিভাগের বিষয়ও ধারণা করা যায়। এই প্রকার সরকারের পক্ষে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ বা নিখুঁত উদ্ধারের জন্য যে প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তাহার আলোচনাও চিত্তাকর্ষক না হইয়া পারিত না। কিন্তু আমি সব বিষয়ই বাদ দিয়া যাইতেছি এবং পাঠকগণের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও অনুরাগের উপর ছাড়িয়া দিতেছি। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন বন্ধু অধিক গবেষণা করিতে চাহে তাহা হইলে শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে History of the Priest-craft in All Ages. ('সর্ব যুগে পৌরহিত্যের ইতিহাস') নামক পুস্তক পাঠ করুন যাহা এই সব ঘটনার চিত্রে ভরা। উহা পাঠ করিলে অনেক জ্ঞান বাড়িবে।

—:০:—

মুহলত (অবকাশ) ও ক্ষমা-পত্র

অবশেষে, এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে যদি সাধারণ মুহলত ও ক্ষমা-পত্র লইয়া আলোচনা করা না হয়, যাহা জারী করা হইবে বলিয়া মওদুদী সাহেব সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন, তবে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমি এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি যে, আমার ধারণায় মওদুদী সরকার আরম্ভ হওয়া মাত্র সর্বসাধারণের প্রতি একটি ঘোষণাপত্র জারি করা হইবে। বৈপ্লবিক গভর্ণমেন্টের ইহাই রীতি। এই ফরমান মুতাবেক মুসলমানদিগকে কতকগুলি আকায়েদ বা বিশ্বাস দৃষ্টে নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া নাম রেজেষ্ট্রী করাইতে হইবে। অল্প বিস্তর এই বিষয় সম্বলিত ফরমান জারি করিবার সম্ভাবনা মওদুদী সাহেব তাহার রচিত 'মুরতাদ কি সাজা' পুস্তকের শেষ দিকে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভেদ এইটুকু যে, আমার মতে যাহারা তখন মওদুদী পরিভাষায় মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না, তাহাদিগকে অবশ্য হত্যা করা হইবে। কিন্তু মওদুদী সাহেব এই সম্ভাবনা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, এই প্রকারে যেহেতু অসংখ্য ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িবে, যাহার কোনই দৃষ্টান্ত নাই, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ হত্যা না করিয়া উম্মত হইতে শুধু বাহির করিয়া দিয়া জিম্মি কাফেরদের ন্যায় জীবন যাপনে বাধ্য করাই যথেষ্ট মনে করা হইবে। কিন্তু ইহার পর যদি বাকী মুসলমানদের মধ্যে কোন মুসলমান 'এতেকাদ' বা আমলের (ধর্ম বিশ্বাস বা কর্মের) দিক হইতে কাফের নির্ণীত হয়, তবে তাহাকে নিশ্চয় কতল করা হইবে। কিন্তু মৌলানার এই শাহী ক্ষমাপত্র সত্ত্বেও আমি ব্যাপক হত্যার যে সংক্ষিপ্ত রেখা চিত্র দিয়াছি, উহার কয়েকটি কারণ আছে।

১। প্রথমতঃ, স্বয়ং মৌলানার তরফ হইতেও কোন নিশ্চিত ক্ষমাপত্রের ঘোষণা করা হয় নাই। বরং কষ্ট করিয়া কেবল একটি সম্ভাবনীয় সমাধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস ক্ষমতালাভের পর এই নরম ব্যবহারের কোন প্রশ্নই থাকিবে না। কারণ মৌলানার নিজের কথাগুলি এই ঃ

"রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা যে কেমন এক মন্দ আপদ তাহা প্রত্যেকেই জানে। ইহা লাভের খেয়াল হওয়া মাত্র মানুষের মধ্যে লালসার তুফান বহিতে আরম্ভ হয়। নাফ্‌সের আকাঙ্খা চাহে যে, পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডার ও খোদার সকল সৃষ্টির উপর যেন প্রভুত্ব লাভ হয়, যাহাতে প্রাণভরিয়া খোদায়ী করা যায়।"১

২। আমার এই প্রতীতির দ্বিতীয় কারণ হইল এই ক্ষমা-পত্র দানে উদ্যত হওয়াতে মৌলানার একটা ভুল হইয়াছে। শীঘ্র বা বিলম্বে তিনি নিজেই অনুভব করিতে পারিবেন বা তাহার সহপন্থী এই দিকে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। ভুলটি এই ঃ যদি ইসলামী আইনে মুরতাদের সাজা কতল হয় এবং যে সকল জন্মগত মুসলমান বড় হইয়া আকিদা বা আমলের দিক দিয়া ইসলাম হইতে বিমুখ হয়, তাহারাও শরীয়তের এই বিধান অনুযায়ী 'ওয়াজিবুল-কতল' বা অবশ্যবধ্য হয়, তাহা হইলে মৌলানার এই অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিবার অধিকার কোথায় ? তিনি কি কোন নূতন শরীয়ত তৈরী করিবেন বা শরীয়তের কোন হুকুম রহিত কিংবা পরিবর্তন করিতে পারেন ? যদি না পারেন, তাহা হইলে ইহা ছাড়া উপায়ন্তর নাই যে, হয় তিনি স্বয়ং শরীয়ত হইতে বিমুখ হইয়া মুরতাদের দলে যোগদান করিবেন, কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবাধ হত্যার হুকুম জারি করিবেন ; তাহাতে কোটি কোটি মানুষ নিধন হয় হউক।

৩। মৌলানা আরো একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। মৌলানা নিজেই স্বীকার করেন ঃ

"হয় তাহাদিগকে রাষ্ট্রের যাবতীয় নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে জীবিত থাকিতে দেওয়া হইবে অথবা তাহাদের জীবনলীলা সাঙ্গ করা হইবে। প্রথমোক্ত অবস্থা শেষোক্ত অবস্থা হইতে কার্যতঃ কঠোরতর শাস্তি ? কারণ এই অর্থে তাহারা ঃ

لا يموت فيها و لا يحيى ٥

['উহার মধ্যে জীবিতও থাকিবে না এবং মরিবেও না—অনুবাদক] অবস্থায় নিপতিত হইবে।" (১)

---

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ১৫ পৃঃ।

এমতাবস্থায় মৌলানার মেযাজ 'নরম ও দয়ার্দ্র' ভাব ধারণ করিলে তিনি শাস্তির দুইটি অবস্থার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা কঠোরতর উহার ব্যবস্থা কিরূপে করিতে পারেন?

এই সকল কারণে আমার প্রদত্ত চিত্ররেখা যে আকারে উপস্থিত করা হইয়াছে, ঐ আকারেই উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ মওদূদী হুকুমতের সহিত কতল-গারতের কঠোর নীতি এমন দৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ যে, শৃঙ্খল নির্মাতা নিজেও যদি ইচ্ছা করেন যে, খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া এই নীতিকে পৃথক করিবেন, তবে তাহা করিবার ক্ষমতা তাহার হাতে নাই।

گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر

[সাপ পালাইয়া গিয়াছে, এখন উহার রেখায় লাঠি মারিতে থাক]

এই ত্রুটি স্বীকৃতির পর, আমি এখন স্বয়ং মৌলানা মওদূদী সাহেবের বিবৃতি হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি, যাহাতে আমি কোন ফল নির্ণয়ে ভুল করিয়া থাকিলে যেন পাঠক সংশোধন করিয়া লইতে পারেন। মৌলানা বলেন ঃ

"যদি পরে কোন সময় ইসলামী নেযামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় (স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ১৯৪২ সনের লেখা—উদ্ধৃতি দাতা) এবং মুরতাদের কতল সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ দ্বারা বলপূর্বক ঐ সকল ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, যাহাদিগকে মুসলমানগণের সন্তান হওয়ার কারণে ইসলামের জন্মগত অনুবর্তি বলিয়া নির্ধারণ করা হয়, তবে ইত্যাবস্থায় অবশ্য এই আশঙ্কা আছে যে, ইসলামের ইজতেমায়ী নেযামে বা গণব্যবস্থায় মুনাফেকদের এক অতি বিরাট সংখ্যা যোগদান করিবে, যাহার ফলে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকিবে।

আমার মতে, ইহার সমাধান واللہ موفق للصواب ['আল্লাহ-তা'লাই পুন্য কাজের যথোপযুক্ত সামর্থ দেন'—অনুবাদক] এই যে, যে এলাকায় ইসলামী বিপ্লব প্রকাশ পায়, সেখানে মুসলমান অধিবাসীদিগকে নোটিস দিতে হইবে যে, যাহারা আকিদা ও আমলের দিক

দিয়া ইসলাম হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং বিমুখ হইয়া থাকাই পছন্দ করে, ঘোষণার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে অমুসলমান হওয়ার রীতিমত প্রকাশনা দিয়া এজতেমায়ী নেযাম হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে। এই সময়ের পরে যাহারা মুসলমানগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে মুসলমান গন্য করা হইবে। তাহাদের উপর সম্যক ইসলামী আইন কানুন প্রয়োগ করা হইবে। ধর্মের সকল ফরয ও ওয়াজিব বিষয়গুলি তাহাদিগকে বিনা ব্যতিক্রমে পালন করিতে বাধ্য করা হইবে। অতঃপর, ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে যে পদার্পন করিবে, তাহাকে কতল করা হইবে।

এই ঘোষণার পর চরম চেষ্টা করা হইবে, যাহাতে মুসলমানের জন্মিত ছেলে ও মেয়েরা কুফরের অঙ্কে না যায় এবং যাহাতে তাহাদিগকে রক্ষা করা যায়। অতঃপর, যাহাদিগকে কোন প্রকারেই রক্ষা করা যাইবে না, বুকে পাথর বাঁধিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য আমাদের সমাজ হইতে ছাটিয়া ফেলিতে হইবে। এই শুচিকর কার্যগ্রহনের পর ইসলামী সমাজের সূচনা কেবল সেই মুসলমানদের দ্বারা করা হইবে, যাহারা ইসলামে রাজী আছে।"(১)

এই উদ্ধৃতিটিতে আমি শুধু এতটুকু হস্তক্ষেপ করিয়াছি যে, নোটিস সংক্রান্ত অংশকে একটা পৃথক অনুচ্ছেদরূপে দেখাইয়াছি, যদিও শব্দ ও বিষয় অবিকল তাহাই, যাহা মওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন। ইহাতে অন্য কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। দেখুন, এই বিশ্ব সংস্কার পরিকল্পনাটিতে কেমন ভাল সুলভ খোশ খেয়াল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যেন জীন পরির বাস। হুকুমত সৃষ্টি হয় নাই, আলাদীনের প্রদীপ সৃষ্টি হইয়াছে। ইসলাহে খলক (বিশ্ব সংস্কার) হয় নাই, কিন্তু বরফের মহল নির্মিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতই যদি ব্যাপার এই প্রকারেরই হইয়া থাকে, 'হুকুমত' (রাষ্ট্র) আলাদীনের প্রদীপই হয় এবং বিশ্ব সংস্কার বরফ মহলই হয়, যাহা তৈরী করা এই প্রদীপের জীনের দৈত্যের পক্ষে কোনই কঠিন কাজ নহে, তবে আমি জিজ্ঞাসা

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৮০—৮১ পৃঃ।

করি, এই প্রদীপ কি হারাইয়া গিয়াছে ? এই স্থলে, পূর্ববর্তী নবীগণের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলেন যাঁহারা আজীবন ভীষণ নির্যাতিত অবস্থায় কাল কাটাইয়াছেন। কিন্তু হায়! যদি তাঁহাদিগকে পাঠাইবার সময়েও খোদাতা'লা তাঁহাদের হাতে এই প্রদীপ সমর্পন করিতেন, তবে তাঁহাদের দুঃখ কিছুটা দূর হইত; পৃথিবীর দুঃখও কিছু মোচন হইত, অন্ধকার যাইত এবং সর্বত্র 'হেদায়েতের নূর' ছড়াইয়া পড়িত।

উদ্ধৃতিটি পাঠে আমার এই ধারণাটি আরো জোরাল হইয়াছে যে, মওদুদী সাহেব বাল্যে মার্কস্ বা লেনীনের উর্দু অনুবাদ পাঠ করেন এবং রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসও অধ্যয়ন করেন। ফলে, তাহার প্রকৃতির মধ্যে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং নূতন নূতন চিন্তা তাহার মনের মধ্যে উঠাগড়া করিতে থাকে। তিনি ভাবিলেন, ভাল, এমনও তো হইতে পারে, পূর্ববর্তী সংস্কারকগণ তো এমনই বিভ্রান্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহই বৈপ্লবিক পার্টি তৈরী করেন নাই, যাহার শ্লোগান হইত, "আমরা সংস্কার করিতেই আসিয়াছি, কিন্তু ইহা বুঝিবার জন্য অধিক চিন্তার প্রয়োজন নাই যে, বিশ্ব সংস্কারের কোন স্কীমই রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত না করিয়া চলিতে পারে না।"

"সুতরাং, এই পার্টির পক্ষে হুকুমত হস্তগত করা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।" (১)

"আমরা প্রথমে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করিব। তৎপর তোমাদের ইসলাহের কাজ আরম্ভ করিব। তোমরা দেখিবে যে, রাষ্ট্র হস্তগত হওয়া মাত্র আমরা মারপিট করিয়া কিরূপে তোমাদের চিত্তশুদ্ধি সাধন করি।" এই প্রসঙ্গে কোরআন করীম ও মৌলানার মধ্যে আরো একটি প্রভেদ আমার স্মরণ হইল। কোরআন করীমে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ইসলাহের সময় অতীত হইলে কঠোরতার সময় আরম্ভ হয়। যখন কঠোরতার সময় আরম্ভ হইয়া যায়, তখন আর ইসলাহের কোন প্রশ্নই

(১) 'হকিকতে জিহাদ', ৫৯ পৃঃ।

থাকে না। ফিরআউন 'আমানতু' 'আমানতু' ['ঈমান আনিলাম', 'ঈমান আনিলাম'—অনুবাদক] বলিতে বলিতে জলমগ্ন হইল; কিন্তু তাহার ঈমান কবুল হইল না। এই বিষয়টিই অন্যত্র কোরআন করীমে এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التى
قد خلت فى عباده - وخسر هنالك الكافرون ٥
(سورة المؤمنون ٧-٨٥)

"কিন্তু তাহারা যখন আমাদের আযাব দেখিল, তখন তাহাদের ঈমান তাহাদের কোনই উপকারে আসিল না। ইহা আল্লাহ্‌র নিয়ম, যাহা তাঁহার বান্দাগণের সম্বন্ধে চলিয়া আসিতেছে। ইহা ঐ পর্যায়, যেখানে কাফেরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।" ['আল্-মুমেনুন', ৮৫ আয়েত, রুকু ৯]

মওদূদী মতবাদ ইহার সম্পূর্ণ উল্টা। এই মতবাদ অনুসারে আগে লাঠি, পরে ইসলাহ্। বরং প্রকৃত ঈমান তখনই লাভ হয়, যখন তরবারি চিত্তের কালিমা দূরীভূত করে।

এই তর্ক প্রসঙ্গত আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা আলোচনা করিতেছিলাম এই লইয়া যে, মওদূদী সাহেবের মতবাদ কোথা হইতে আসিয়াছে? কোরআন শরীফ হইতে যদি এগুলি গৃহীত না হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা কোথা হইতে আসিল? এগুলি কি তাহার স্বকীয় আবিষ্কার? মুশকিল এই যে, আমরা এগুলি তাহার নিজস্ব আবিষ্কার বলিতে পারি না। কারণ এই প্রকারের সংস্কারমূলক ধারণা পূর্ব হইতেই পৃথিবীতে আছে।

শুধু এতটুকু দেখার বিষয়, কোথায় আছে? এই প্রসঙ্গে আমি যাহা জানি, তাহা ইতিপূর্বেই লিখিয়াছি।

অবশেষে, মৌলানা মওদূদীর উপরে বর্ণিত তথাকথিত বিপ্লবাত্মক ঘোষণাপাঠে বিভিন্ন প্রকৃতির উপর যে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, তাহা

বলিতেছি। একটা ধারণার বিষয় আমি উপরে বলিয়াছি। অর্থাৎ, লোকে ইহাকে, বড় জোর এক বৃদ্ধের শিশুসুলভ উক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু ইহা বাদেও আমার মনে হয়, যদি অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং সত্য সত্যই এই প্রকার বিপ্লবের দিন কোন দুর্ভাগা দেশকে দেখিতে হয়, তবে এই ঘোষণা পাঠের পর লোকের উপর প্রতিক্রিয়া কি হইবে ?

আমার মনে হয় স্থূল প্রকৃতির মূর্খ ধরণের মানুষ এই ঘোষণা পাঠ করিয়া বাহকের মুখে থাপড় দিয়া বলিবে, "যাও যাও ! বড় সংস্কারক আসিয়াছ দেখি ! একেবারে খোদার ফৌজদার ! তোমাকে আমার ধর্মের ঠিকা কে দিয়াছে ? স্বগৃহে ফিরিয়া যাও। যদি আবার এদিকে আস তবে * * * *।" সমাজের এই শ্রেণী সম্বন্ধে গালিব বলেন ঃ

رندان در میکدہ گستاخ ہیں زاہد
زنہار نہ ہونا طرف ان بے ادبوں کے

[সাধু ব্যক্তিগুলি অশিষ্ট। এই অশিষ্টদের কাছে কখনও যাইও না।]

আমার মনে হয়, এই অশিষ্টদের অবসর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে কাফের বলিয়া রেজেষ্টারীভুক্ত করা হইবে।

আমার ধারণা, আর একটা এমন বড় দল উঠিবে যাহা এক বৎসর পর্যন্ত ঘোর অশান্তি ভোগ করিয়া বহু ধস্তাধস্তির পর অবশেষে অমুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করিবে। ইহাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ প্রাণরক্ষার চিন্তার আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাদেরই সম্বন্ধে মওদুদী সাহেব ভয় করেন যে, অকস্মাৎ মুরতাদের শাস্তি কতল নির্ধারণ করা হইলে, তাহারা মুনাফেক মুসলমান সাজিয়া যাইবে।

এখন রহিল আমার নিজের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া। আমি সোজাসুজি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, এই ঘোষণাপত্রে অমুসলমান শব্দ দ্বারা যদি কোন মুসলমানকে বুঝায় যিনি আপনার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট আকায়েদ মানিতে এবং আপনার জিদের নিকট নতি স্বীকার করিতে কোন মতেই প্রস্তুত নহেন এবং মুজেজা ও কুওতে

কুদ্‌সিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর তরবারির বলে ইসলাম বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া রসুল (সাঃ)-এর প্রতি যে মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ আরোপিত হয় উহা কোন আশেকে রসুল খণ্ডন করিলে যদি কুফর হয়, তাহা হইলে আজই আমাকে কুফ্‌ফার দলভুক্ত বলিয়া লিখিয়া নিন। আল্লাহর কসম, যদি এই কুফরের শাস্তি সমাজ হইতে বহিষ্কারের পরিবর্তে শূলীতে ঝুলান হয় এবং এক দেশের ক্ষমতা নয়, বরং পৃথিবীর সমস্ত শক্তিও যদি আপনার করতলগত হয় এবং ভয়াবহ অত্যাচার ও নিপীড়ন আপনার আঙ্গুল ও চক্ষুর পলকের সঙ্কেতে মৃত্য করিতে থাকে, তবু ইহাই আমার জবাব হইবে যে ঃ

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم
در کوئے اگر سر عشاق را زنند
اول کسے لاف تعشق زند منم

খোদাতায়ালার পর মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রেমে আমি বিভোর। যদি ইহাই কুফর হয়, তবে খোদার কসম! আমি শক্ত কাফের।

হে আমার প্রিয় রসুল, আপনার পথে মস্তক ছেদ হইতে দেওয়াই যদি প্রেমিকদের রীতি হইয়া থাকে, তবে এ পথে যে ব্যক্তি তোমার প্রেমের ধ্বনি প্রথম তুলিবে, সে আমি।

—ঃ০ঃ—

কর্মক্ষেত্রে আহ্‌রার উলামা

বাস্তব ঘটনার এক ঝলক

মৌলানা মওদুদীর ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন কখনও বাস্তবে অবগুণ্ঠন মোচন করিবার নয়। কিন্তু তাহার মতবাদের বিস্তার ও তাহার অনুরূপ আরো কোন কোন উলামার অগ্নি উদ্‌গারে আজ হইতে কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তানকে এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের একটা পূর্ব ঝলক দেখাইয়া গিয়াছে।

দাঙ্গার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা

দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগের আরো কোন কোন উলামার হৃদয়েও এরূপ কঠোরতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা সকল ধর্মের সারবস্তু স্বরূপ মানবতার উচ্চাঙ্গীন দয়া, মমতা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার বৃত্তিগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এখানে নাম ধরিয়া প্রত্যেকের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার অবকাশ নাই। যেহেতু মৌলানা মওদুদী তাহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন এবং উৎপীড়ন মূলক আকায়েদ পোষণে অন্য কেহই তাহার সমকক্ষ নহেন, সুতরাং কেবল মৌলানার মতগুলি লইয়াই কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল আলেম যখন ব্যক্তিগত মতকে ইসলামের নামে অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন, তখন চারিদিকেই দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নানা প্রকার অনিষ্টের প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং যে সকল অবস্থার উল্লেখ এই পুস্তকের প্রথম ভাগে করা হইয়াছে উহার পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে। এ যাবৎ আমি এই জাতীয় উলেমার ধর্মীয় মত পাঠকগণের গোচরীভূত করিতেছিলাম। এখন আমি কর্ম জগতে ঐগুলির প্রয়োগ ফল প্রদর্শন করিব।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের ইতিহাসে চিরকাল সর্বাপেক্ষা অন্ধকার বৎসর বলিয়া লিখিত থাকিবে। এই সনে কোন কোন ধর্মীয় উলেমা তাহাদের ধর্মীয় চিন্তা কাজে পরিণত করিবার জন্য পূর্ণ সুযোগ

লাভ করেন। তাহাদের বক্ষ প্রদেশে যে সকল ইসলামী মতবাদ অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং দেশের আইনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকিত, উক্ত বৎসর উহা মুক্ত হইয়া খুব সাজসজ্জা করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাঞ্জাবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শহর, পল্লী ও প্রত্যেক জনপদের মধ্যে ফিরিয়া ফিরিয়া মতবাদগুলির প্রচার চলিল। প্রথমতঃ খুব সংগোপনে, দিনের আলোকের ভয়ে, আইনের ফাঁদ হইতে দেহ রক্ষা করিয়া চলা হইত। তারপর, ক্রমে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে নির্ভিক চিত্তে প্রচারকগণ পাঞ্জাবের গলিতে গলিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি ১৯৫৩ সনের ৬ই মার্চ তারিখে তাহাদিগের স্বাধীনতা সীমার সকল বাঁধ অতিক্রম করিয়া গেল। এই দিন সম্বন্ধেই পরে তদন্ত আদালতের বিজ্ঞ জজ মহোদয়গণ এই রায় দেন যে ঃ

"যখন বেলা ১-৩০ মিঃ-এর সময় মার্শাল ল জারি করা হইল তখন 'সেন্ট বার্থলোমিও ডে' দিবসের কথা মনে পড়িতেছিল এবং উক্ত দিবসের পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল।" (১)

'সেন্ট বার্থলোমিও ডে' ফ্রান্সের ইতিহাসের লজ্জাক্ষর দিন। ইহাকে দিন না বলিয়া রাত বলিলে ভাল হয়। উহা স্মরণে ফরাসী জাতি আজিও লজ্জায় অধোমুখ হয়। এই রাত্রিতে দেশের রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় নেতাগণ তৎ-কালীন বাদশাহের সহযোগিতায় প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত দুর্বল নিঃসহায় খ্রীষ্টানদিগকে নির্দয়ভাবে ব্যাপক হত্যা করেন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড লইয়া শুধু ফরাসী জাতিই নয়, মানুষ মাত্রই লজ্জানুভব করে।

এই দিন সম্বন্ধে মিঃ উইলিয়ম হার্ট তাহার রচিত 'হিস্টরী অব প্রীস্ট-ক্রাফ্ট ইন অল্ এইজেস্' পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

"হত্যাকারীদের শোরগোল, নিপীড়িত আর্তদের হাহাকার ধ্বনি এবং আহতদের আর্তনাদে প্রলয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিহত

(১) ১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত আদালতের রিপোর্ট ১৬৬ পৃঃ।

ব্যক্তিদের দেহগুলি জানালা দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করা হইত এবং হাটে বাজারে, রাস্তার উপর দিয়া ছেঁচড়ান হইত। এই ব্যাপারে শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনই তারতম্য করা হয় নাই। তাহাদের নাক, কান ইত্যাদি কাটা হইয়াছিল এবং এই সব কিছু খোদার মহিমা ও গৌরব কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল।"

বিজ্ঞ জজগণের রায়ে ১৯৫৩ সনের ৬ই মার্চ পাকিস্তানের ইতিহাসে 'সেন্ট্ বার্থলোমিও ডে' স্বরূপ ছিল। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় যাহারা সভ্য এবং বিচক্ষণ নাগরিকের পর্যায়ভুক্ত ছিল তাহারা বড় বড় দলে বিভক্ত হইয়া এমন উত্তেজিত ও বিশৃংখল জনতার সৃষ্টি করিল, যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল আইন অমান্য করা এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করা।

সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ইতর শ্রেণীর লোকেরা এই অশান্তি ও দুর্যোগের সুযোগ লইয়া বনের হিংস্র জন্তুর ন্যায় লোকজনকে হত্যা করিতে লাগিল, তাহাদের মাল-পত্র লুট তরাজ করিতে লাগিল এবং মূল্যবান সম্পত্তি পুড়াইতে আরম্ভ করিল এবং শুধু এই জন্যই যে, ইহা একটি আমোদজনক দৃশ্য ছিল (রোম দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা কলিসিয়মে বসিয়া যে তামাশা উপভোগ করিতেন, ইহা যেন সেই তামাশা।—অনুবাদক) অথবা কোন কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে যেন তাহারা মনের বিদ্বেষ মিটাইতেছিল। সমগ্র শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। (১)

এই দিনের ভীষণ ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্র প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে এই চিন্তার উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, ইসলাম যখন নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রেম ও শান্তির শিক্ষা দেয়, তখন এইরূপ কেন হইল? এক বিশেষ ধর্মনেতার দল কেন এই লজ্জাজনক অবস্থার সৃষ্টি করিল? ইহার উত্তর এই যে, কোরআন করীমে বর্ণিত ধর্মীয় ইতিহাস হইতে যেমন প্রমাণ করা হইয়াছে, এই প্রকার জঘন্য ক্রিয়া সকল কখনও ধর্মের জন্য করা হয় না, বরং ধর্মের নামে

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট-১৮৩ পৃঃ।

করা হয়। ধর্মকে কোরবানীর ছাগ করা হয় এবং উহা দুর্নামের কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সর্বদা পর্দার অন্তরালে উদ্দেশ্য থাকে 'ক্ষমতা লাভের স্পৃহা বা নেতৃত্বের দুর্নিবার আকাঙ্খা, অথবা খ্যাতি সঞ্চয়ের কামনা বা ঈর্ষা ও দ্বেষ।' বস্তুতঃ, ১৯৫৩ সনের দাঙ্গা পর্যালোচনার পর তদন্ত আদালতের বিজ্ঞ জজগণও এই নিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছিয়াছেন যে, 'আহ্‌রার উলামাদের' ধর্মের নামে ধর্মবিরুদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড করার পিছনে উদ্দেশ্যে অন্য কিছু ছিল। এ সম্পর্কে তাঁহারা লিখিয়াছেন ঃ

"আহরারদের আচরণ সম্বন্ধে আমরা কোন কোমল বাক্য ব্যবহারে অক্ষম। তাহাদের কার্য-কলাপ অতি কদর্য এবং ঘৃণিত ছিল। কারণ তাহারা নিজের পার্থিব উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য ধর্মের নাম ব্যবহার করিয়া ধর্মকে কলঙ্কিত করিয়াছে।" (১)

"ইহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানের স্থায়িত্বের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ও মনোবলকে নষ্ট করা। এই হাঙ্গামার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের নাম ভাঙ্গাইয়া দলাদলি ও বিভেদকে পুষ্ট করা এবং মুসলমানদের একতাকে বিনষ্ট করা।" (২)

অতএব, পাকিস্তানের দুইজন ন্যায়পরায়ণ মহাবিজ্ঞ জজের ফয়সালা মতে, যাহাতে তাঁহারা বহু চিন্তা ও গবেষণার ফলে উপনীত হন ঃ

"ইসলাম তাহাদের জন্য একটি যন্ত্র বিশেষ ছিল। আবশ্যকমত কোন রাজনৈতিক বিপক্ষদলকে যখন খুশী, পেরেশান করিবার জন্য উহাকে তাহারা স্বযত্নে তাকে তুলিয়া রাখিত। কংগ্রেসের সহিত যোগাযোগ হইলে তাহারা জাতীয়তাবাদী সাজিত এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিত। কিন্তু লীগের সঙ্গে মোকাবেলা হইলে ইসলামই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং উহার ইজারা খোদার নিকট হইতে একমাত্র তাহাদেরই উপর বর্তিয়াছে বলিয়া প্রচার

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—২৫৯ পৃঃ।

ঐ —১৪৮ পৃঃ।

করিত। তাহাদিগের দৃষ্টিতে লীগ ইসলামের প্রতি কেবল, উদাসীনই নহে বরং ইসলামের শত্রুও বটে। কায়েদে আজম তাহাদের নিকট ছিলেন কাফেরে আজম।" (১)

পুনঃ বলেন ঃ—

"একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আহ্‌মদী বিরোধি যুদ্ধকে তাহারা নিজ অস্ত্রগার হইতে এক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বাহির করিয়াছে। পরবর্তী ঘটনাবলি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজনৈতিক দল হিসেবে তাহারা বিশেষ চতুর এবং বিচক্ষণ। তাহারা চিন্তা করিল, যদি জনসাধারণকে আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে কেহ তাহাদের বিরোধিতা করিতে সাহস পাইবে না এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টার যত বিরোধিতা করা হইবে, ততই তাহারা জনপ্রিয়তা লাভ করিবে। পরবর্তী ঘটনাবলি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহাদের এই অনুমান অভ্রান্ত ছিল।" (২)

সুতরাং, সুনিশ্চিতভাবে ইহা প্রমাণিত হয় যে, অতীত যুগের ন্যায় ১৯৫৩ সনেও যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য ধর্মের নামে করা হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মের জন্য করা হয় নাই এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের পবিত্র ধর্ম এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, এই বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কি প্রকারে এক মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এমন ভীষণ বিদ্বেষ অনল প্রজ্জ্বলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল যে, ইহার প্রতি সুবিজ্ঞ জজগণের দৃষ্টি পড়া মাত্র 'সেন্ট বার্থলোমিও ডে'র কথা তাঁহাদের স্মরণ হইল। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা ঠিক সেইভাবে হইয়াছিল যেভাবে সর্বদা হইয়া আসিয়াছে। ধর্মীয় ইতিহাসের প্রত্যেক 'রক্ত রঞ্জিত অধ্যায়ে' ধর্মের নামে রক্তপাতের হোলি খেলোয়াড়দের

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—২৫৪ পৃঃ

(২) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—২৫৭ পৃঃ

যে সকল কার্য পদ্ধতি বর্ণিত আছে, এই ক্ষেত্রেও ঐগুলি সর্বোতভাবে প্রযুক্ত হয়। এই কর্মপন্থার আভাস তদন্ত আদালতের রিপোর্টে পাওয়া যায়ঃ—

"আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহারা এক বিশেষ ধরণের চাল দেওয়াতে এবং চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (সীমানা কমিশনের মুসলিম লীগের দাবী পেশ করিবার জন্য কায়েদে আজম কর্তৃক মনোনীত) কর্তৃক সীমানা কমিশনের সম্মুখে এক বিশেষ দলীল পেশ করার ফলেই সীমানা কমিশন গুরুদাসপুর জিলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে এই তদন্ত আদালতের সভাপতি (এককালীন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন সচিব) এবং যিনি উক্ত কমিশনের সদস্যও ছিলেন, সীমানা কমিশনে গুরুদাসপুর জিলার জন্য চৌধুরী মোহাম্মদ জাফররুল্লাহ খানের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও কর্মপন্থার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। যদি কাহারও আগ্রহ থাকে তাহা হইলে সীমানা কমিশনের কাগজপত্র প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে দেখিয়া ইহার সত্যতা যাচাই করিতে পারেন। চৌধুরী সাহেব মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছেন, ইহা সত্ত্বেও কোন কোন জামাত তদন্ত আদালতে এমন সব উক্তি করিয়াছেন যাহা অকৃতজ্ঞতা এবং নির্লজ্জতার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।" (১)

এই সকল উলামার দিক হইতে আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে এই একটি মাত্র ভিত্তিহীন অপবাদই দেওয়া হয় নাই, বরং মিথ্যা প্রচারণার এক তুমুল তুফান উত্থিত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক দুর্ঘটনা ও ষড়যন্ত্রকে আহ্‌মদীয়া জামাতের উপর চাপান হইতেছিল। জেঙ্গেশাহীর মর্মান্তিক ঘটনার দায়িত্ব এবং রাওয়ালপিণ্ডির ষড়যন্ত্রও আহ্‌মদীদের উপর আরোপ করা হইতেছিল। খান লিয়াকত আলী খানের নাপাক হত্যার অপবাদও মযলুম আহ্‌মদীগণের মাথার উপর চাপান হইল। কখনও তাহাদিগকে

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৯৭ পৃঃ।

ভারতের গুপ্তচর বলা হইল। কখনও তাহাদের উপর জঘন্য চারিত্রিক ইলযাম লাগান হইল। কখনও পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করা হইল। মিথ্যা দোষারোপ ও জুলুমের কোন সীমা বাদ রাখা হইল না। আহ্‌মদীগণের উপর এই অপবাদও দেওয়া হইল যে, আমরা (নাউযুবিল্লাহ্) আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় নবী, আমাদের পবিত্র ধর্মগুরু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবমাননা করি এবং তাঁহাকে গালি দিই। কিন্তু সুবিচারক জজ মহোদয়গণ যখন অপবাদগুলিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলেন, তখন প্রকৃত বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া পাইলেন। জঙ্গেশাহী ঘটনা সম্বন্ধে মিঃ আনওয়ার আলী, ডি. আই. জি; সি. আই. ডি. সাহেবের এই অভিমত জজ মহোদয়গণ তাঁহাদের রায়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"ইহা ডাহা মিথ্যা যে, জঙ্গেশাহী বা লাহোর সেনা নিবাসের বিমান দুর্ঘটনায় মির্যায়ীদের চক্রান্ত ছিল কারণ জঙ্গেশাহী বিমান দুর্ঘটনায় যাহারা নিহত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জেনারেল শের খানও ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং মির্যায়ী ছিলেন। আহ্‌রারদের এই সমস্ত উক্তি কেবল বিষাক্তই নহে, বরং অশোভন এবং ঘৃণিতও বটে।" (১)

রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞ জজ মহোদয়গণ লিখিয়াছেন ঃ

"বিগত ১৯৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে মন্টগুমারী কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মৌলবী মোহাম্মদ আলী জলন্ধরী বলিয়াছিলেন যে, লাহোর ষড়যন্ত্রে আহ্‌মদীদের হাত ছিল, ইহার লিখিত প্রমাণ তাহার কাছে আছে। ইহা নিঃসন্দেহেই একটি বেহুদা কথা।"

তাঁহারা আরও বলেন ঃ—

"ইহা স্পষ্টতঃ জঘন্য প্রকারের ঘৃণা উদ্রেকমূলক, কারণ মৌলবী মোহাম্মদ আলী এমন কোন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন না, যাহার নিকট এইরূপ প্রমাণ থাকিতে পারে বা ইহার পরে এমন কোন লিখিত প্রমাণও ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইবুনালের নিকটে পেশ করা হয় নাই।

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১১৯ পৃঃ।

কিন্তু এই সমস্ত সন্দেহ উদ্রেককারী সংবাদ অতি সহজেই জনসাধারণকে পাইয়া বসে।" (১)

তারপর, লিয়াকত হত্যার অপবাদ আহ্‌মদীদের উপর চাপাইতে গিয়া ঃ

"কাজী এহ্‌সান আহ্‌মদ গুজাবাদী বলিয়া ফেলিলেন যে, কায়েদে মিল্লাতের হত্যার মধ্যে (যাহা গত অক্টোবর মাসে সংঘটিত হইয়াছে) আহ্‌মদীদের হাত ছিল।" (২)

কিন্তু এই অপবাদ ভিত্তিহীন হওয়া এতই সুস্পষ্ট যে, বিজ্ঞ জজগণ ইহার সম্বন্ধে শুধু এই ব্যঙ্গোক্তি করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন যে, "ইহাদের প্রশংসা করিতে হয় যে, জাতির যাবতীয় বিপদের তদন্তের লুপ্ত বিষয় জানাইতে ইহারা সিদ্ধহস্ত।" (৩)

তারপর, মজাফ্‌ফরগড়ে এক বক্তৃতায় এক প্রসিদ্ধ আহ্‌রার নেতা, যিনি এখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, আহ্‌মদীগণের উপর এই অপবাদ আনিয়াছিলেন ঃ

"জনৈক আহ্‌মদী গুপ্তচর গোপালদাস নামীয় এক ব্যক্তির সহিত ধৃত হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে আমি প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সরবরাহ করিয়াছি" (৪)

এই অপবাদ তাঁহাদের রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট করিয়া বিজ্ঞ জজগণ বলেন ঃ—

"সাধারণ সরল প্রকৃতির লোকেরা ইহা ধারণা করিতে পারিবে না যে, এহেন মানাবর ব্যক্তি যিনি বার্ধক্যে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন এখনও তরবারীর ন্যায় ধারাল রহিয়াছেন এবং গোপাল দাসের সাথী সম্বন্ধে এমন গল্প রচনা করিবেন, সত্যের সহিত যাহার দূরেরও কোন সম্পর্ক নাই। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার দ্বারা

---

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—৩০৩ পৃঃ
(২) ঐ ৩৬ পৃঃ।
(৩) ঐ ৩০৮ পৃঃ।
(৪) ঐ ৩০৫ পৃঃ।

কি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাইবে না। কিংবা আপনারা হয়ত এই বক্তৃতার ভিত্তি মিথ্যার উপর স্থাপিত জানিয়া পঙ্কজেশের সম্মান দেখানোর জন্য ইহাকে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এতদ্বারা আপনারা ঐ ব্যাধির প্রতি অবহেলা করিতেছেন, যাহা তিনি আপনাদের জাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন।'' (১)

বস্তুতঃ, বড় বড় শুভ্র-দাড়ীতে অলঙ্কৃত আহ্‌রার উলামা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া মিথ্যার পর মিথ্যা উদ্‌গীরণ করিতে এবং মিথ্যা অভিযোগের পর অভিযোগ আনিতে লাগিলেন ঃ

"এবং যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, বক্তৃতার ভাষা জঘন্য হইতে জঘন্যতর হইতে লাগিল। আহ্‌রারগণ অতিশয় নির্লজ্জভাবে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় আত্মনিয়োগ করিল।" (২)

আহ্‌রারদের যে বক্তৃতাগুলিকে মিঃ আন্‌ওয়ার আলী অতিশয় নির্লজ্জ কুৎসা বলিয়াছেন, ঐগুলির পুরাপুরি পরিচয় এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে না। এই বক্তৃতাগুলি এমনি মনুষ্যত্ব বিবর্জিত যে, মহান আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে যে সকল কুবাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি সম্বন্ধে ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করা হইত, তাহা হইলে কোন ভদ্রলোক তাহা শুনিতে সক্ষম হইতেন না। মৌলবী মোহাম্মাদ আলী জলন্ধরী, মাষ্টার তাজুদ্দীন আনসারী ও আবু জার বুখারী ইত্যাদি সকল আহ্‌রার নেতা কল্পিত অপবাদ ও কুবাক্য প্রয়োগে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তবু তাঁহারা সেই নবীকুল শিরোমণির 'স্থলবর্তী' হওয়ার দাবী করিতেন, যাঁহার কথা তাঁহার এলহামের ন্যায় পবিত্র ও মধুর ছিল এবং যিনি এই শিক্ষা দিয়াছিলেন ঃ

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم -

---

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—৩০৫ পৃঃ।

(২) ঐ ২০ পৃঃ।

"আল্লাহর সহিত শরীককারীগণ যে সকল মিথ্যা উপাস্য দেবতা-গুলিকে অর্চণা করে, কদাচ ঐগুলিকে গালী দিবে না। কারণ ইহাতে তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ খোদাকেও গালী দিতে পারে।"

কিন্তু এখানে তো তাহাদিগের সামনে কোন মিথ্যা উপাস্য দেবতাও ছিল না। বরং ইসলামের এমন একজন আত্মবিলীনকারী সেবক ছিলেন, যিনি আজীবন ইসলামের খেদমত করেন এবং তাঁহার মতাদর্শ শুধু এইটুকু ছিল যে, তিনি খোদার হুকুম মুতাবেক 'মাহ্দী ও মসিহ্' হওয়ার দাবী করেন এবং তাঁহার গর্ব শুধু ইহাই ছিল যে, তিনি আহ্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলাম। হাঁ, মানবতার শীলতা হানিকর নির্লজ্জ দোষারোপ সেই কাদিয়ানের মীর্যার বিরুদ্ধে করা হইয়াছে, যাঁহার আত্মা মোহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমে বিভোর ছিল, যিনি কখনও কখনও তাঁহার প্রিয় **ধর্ম-গুরুর** প্রেম জ্বালায় অধীর হইয়া বলিতেন :—

در کوئے تو اگر سر عشاق را زنند
اول کسے کہ لاف تعشق زند منم

"হে আমার প্রভু : যদি আপনার পথে আপনার প্রেমিকদের শিরোচ্ছেদ করা হয়, তবে প্রেমের দাবীকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে আমার কন্ঠে ধ্বনিত হইবে : 'আমি আপনাকে প্রেম করি, আমি আপনাকে প্রেম করি।"

কখনও বিরহে অসহিষ্ণু হইয়া তিনি তাঁহার আত্মিক অবস্থা এই প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন :—

أنظر إلى برحمة وتحنن
يا سيدى انا احقر الغلمان
يا حب إنك قد دخلت محبة
فى مهجتى ومداركى وجنان
من ذكر وجهك يا حديقة بهجتى
لم اخل فى لحظ ولا فى آن

جسمی یطیر الیک من شوق علا
یا لیت کا نت قوة الطیران

"(বন্ধু আমার !) আমার দিকে দয়া ও স্নেহের দৃষ্টিতে একবার দেখুন। প্রভু আমার, আমি তো এক সামান্য ভৃত্য।

হে আমার প্রিয়, আপনি আপনার প্রেমের দ্বারা আমার আত্মা, হৃদয় ও মস্তিষ্কে বিরাজমান।

হে আমার প্রমোদ-উদ্যান! আপনার স্মরণে যাপিত হয় না, এমন কোন মুহূর্ত আমার যায় না।

বলিতে কি, আমার দেহ প্রবল আগ্রহে আপনার দিকে উড়িয়া যাইতে চায়। হায়! যদি শক্তি থাকিত, উড়িবার শক্তি থাকিত আমার।"

এই খাতামান্-নাবীঈনগত প্রাণ ও তাঁহার অনুবর্তীগণের প্রতি আহ্রার ধর্ম নেতাগণ কুবাক্য প্রয়োগে সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। পাঞ্জাবের গলী-কুচায় যে সকল জঘন্য গালী শোনা যায়, সবই তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, বিজ্ঞ জজগণ যখন ঐগুলির উদ্ধৃতি আহ্রার কাগজে ও পুলিশ রিপোর্টে দর্শন করেন, তখন তাঁহারা একটি বিশেষ লিখার বরাত দিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ

"আহ্রারদের বিখ্যাত নেতা সৈয়দ আতাউল্লা শাহ বুখারীর পুত্র সৈয়দ আবুজর বুখারী সাহেবের সম্পাদনায় সুলতান হইতে প্রকাশিত 'মজদুর' পত্রিকায় ১৯৫২ সনের ১৩ই জুন তারিখে একটি প্রবন্ধ বাহির হয়, যাহাতে আহ্মদীয়া সিলসিলার ইমামের বিরুদ্ধে আরবী অক্ষরে এমন অশ্লীল এবং অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে, যাহার ব্যাখ্যা করা নৈতিকতা সমর্থন করে না। এই সমস্ত বাক্য যদি কোন আহ্মদীর সাক্ষাতে উচ্চারণ করা যায় এবং তাহার পরিণামে যদি কাহারও মাথা ভাঙ্গে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যে সমস্ত বাক্য ইহাতে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত নিঃকৃষ্ট এবং ঘৃণিত রুচির পরিচায়ক।

ইহার দ্বারা সেই পবিত্র ভাষার অবমাননা করা হইয়াছে, যাহা পবিত্র কোরআন ও প্রিয় নবীর ভাষা।" (১)

এই প্রকারেই এই ধর্ম-নেতাগণ পশ্চিম পাকিস্তানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পযন্ত আহ্‌মদীগণের বিরুদ্ধে এক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং দগ্ধমান ব্যক্তিদের তামাসা দেখার জন্য তাহারা এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করেন। দুনিয়ার দস্তুর মুতাবেক যদিও অধিকাংশ মুসলমান ভদ্রলোক অত্যন্ত ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির সহিত ইসলামের এই খেদমতকে দেখিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা অসহায় ও উপায়হীন ছিলেন। কারণ তাহারা জানিতেন যে, এই "উলামা" দীর্ঘকাল ব্যাপী অনর্গল কুবাক্যের বলে (যাহাকে তাহারা জোরে খেতাবৎ বলিয়া অভিহিত করিতেছিলেন) জনসাধারণের মনে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যিনিই এই কঠোর নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন, তিনি নিজেই অত্যাচারের লক্ষ্য হইয়া পড়িবেন। ইহা কোন কল্পিত ভয় ছিল না। কার্যতঃ তাহাই হইতেছিল। একবার এক জন ন্যায়পরায়ণ গয়েরআহ্‌মদী পুলিশ অফিসার এক হাঙ্গামা থামাইবার চেষ্টা করেন। তাহার বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় ও মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় এবং পুলিশের বিরুদ্ধে রটনা করা হয় যে ঃ—

"স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে যাইয়া পুলিশ পবিত্র কোরআনের অবমাননা করিয়াছে ; পদাঘাতে কোরআন শরীফের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং একটি ছোট শিশুকে হত্যা করিয়াছে।" দিল্লী দরওয়াজার বাহিরে এক মিটিং-এ এক বালকের হাতে কোরআন শরীফের ছিন্ন কয়েকখানা পাতা দিয়া বিবৃতি দেওয়ান হইল যে 'পবিত্র কালামের অবমাননার আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী'।

জনৈক মৌলবী, সম্ভবত মৌলবী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব পবিত্র কোরআনের ঐ ছিন্ন পাতা হাতে লইয়া উপস্থিত জনসাধারণকে দেখাইয়া একটি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। শুনিয়া ক্রুদ্ধ জনতা আরও ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল। এই কল্পিত গল্প উত্তেজিত জনতার সর্বত্র আলোচ্যের

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—৮৭ পৃঃ

বিষয় হইল। অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে ক্রোধবহ্নি সমস্ত শহরে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব বিস্তার লাভ করিল।" (১)

শুধু উত্তেজনার সৃষ্টিই করা হইল না, বরং তদন্ত আদালতের রিপোর্ট অনুসারে ঃ

"একমাত্র ঐ ভ্রান্ত গুজব হইতে উদ্ভূত উত্তেজনার ফলে সৈয়দ ফিরদৌস শাহ ডি.এস.পি-কে মৃত্যু বরণ করিতে হইল। লাঠি ও ছুরিকাঘাতে তিনি অকুস্থলে প্রাণ হারাইলেন। তাহার সর্ব শরীরে আঘাতের ৫২টি চিহ্ন ছিল।" (২)

এই ছিল ঐ সকল ধর্মনেতার কর্ম-পদ্ধতি, যাহারা খোদাতা'লার সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী বান্দা এবং সত্যবাদীগণের প্রধান হযরত মোহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম এবং তাঁহার কোরআন হাতে লইয়া পৃথিবীতে মিথ্যা প্রচারণা করিতেছিলেন এবং শুধু আহ্‌মদীই তাহাদের অত্যাচার অনুশীলনের লক্ষ্য ছিলেন না, বরং ভদ্রোচিত সৎ-সাহসী পাকিস্তানী মাত্রই এই মিথ্যা প্রচারণার লক্ষ্যরূপে পরিণত হইতেছিলেন। যিনিই তাহাদের এই বিপথগামীতার বিরুদ্ধে কোন বাক্য উচ্চারণ করিলেন এবং যে পুলিশ কর্মচারীই তাহাদের পথে বাধা দিলেন, তাহাদেরই উপর ইট-পাটকেল পড়িতে লাগিল। এই অবস্থা এমনই ভীষণ আকৃতি ধারণ করিল যে, ভদ্র সমাজ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিবেন, এমন শক্তি ছিল না। বিজ্ঞ জজগণ তাঁহাদের রিপোর্টে গুজরানওয়ালার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—

"এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট দ্বিতীয়বার ট্রেন চালু করিবার চেষ্টা করিলে, তাঁহাকে আক্রমণ করা হইল এবং ইহাতে একজন ইনেস্‌পেকটরসহ ২/৪ জন পুলিশও আহত হইল। ঐ দিন সন্ধ্যায় পাঁচ হাজারের এক উত্তেজিত জনতা রেল ষ্টেশনের অদূরে সিন্ধু এক্সপ্রেস আটক করিল। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ৬ জন পদাতিক

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট, —১৫৫ পৃঃ।
২ ঐ —১৫৬ পৃঃ

কনেষ্টবলসহ তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপরে ইট-পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইল। যেহেতু তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং যদি জনতা ছত্রভঙ্গ না হইত তবে চিন্তার কারণ ছিল এবং যাত্রীদেরও অস্বস্তির কারণ হইত। সুতরাং পুলিশ সুপার ৩ জন পদাতিক কনেষ্টবলকে ১২ রাউণ্ড ফাঁকাগুলি ছুড়িবার আদেশ দিলেন। ইহাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং কোন প্রাণহানি হইল না।

অতঃপর গন্যমান্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া রেল ষ্টেশনে একটি মিটিং আহবান করা হইল। যদিও তাঁহাদের প্রত্যেকেই গুণ্ডামীর নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাফের বা মির্যায়ী হইবার ভয়ে কেহ কোন বাস্তব সাহায্য করিতে সম্মত ছিলেন না।" (১)

এই ভয় কোন কাল্পনিক ভয় ছিল না। কার্যতঃ সাহায্য করিবার শাস্তি অত্যন্ত ভীষণ ছিল। তদন্ত আদালতের জজগণ এই প্রকার সৎসাহসপূর্ণ ভদ্রতা প্রকাশের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ

"গাম্বের আহ্‌মদী আবদুল হাই কোরাইশী, যিনি জনতাকে কঠোর-ভাবে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় তাহাকে মারধর করা হয় এবং তাহার ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হয়।" (২)

এই কারণেই কোন কোন নিরপেক্ষ সংবাদপত্র এই অনৈসলামিক হাঙ্গামাকে ভাল চোখে না দেখা সত্ত্বেও ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করা হইতে দূরে থাকিতেন। অবস্থা আয়ত্তের বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শাসন কর্তৃপক্ষ অবশেষে কিছু কঠোর নীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেন এবং হোম সেক্রেটারী কোন কোন সংবাদপত্র সম্পাদককে ডাকাইয়া আইন প্রয়োগ ব্যাপারে সরকারের চেষ্টা সমর্থনের জন্য তাহাদিগকে প্রনোদিত করিতে চাহিলে, ঐ সময়ে 'নাওঁ-ওয়ায়ে-ওয়াক্ত' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ হামীদ নিজামী "এই আশংকা জানান যে, তিনি তাঁহার কাগজে এই মত প্রকাশ করিলে হুকুমত ও মুস্‌লিম

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট,—১৭৫ পৃঃ।
(২) ঐ —১৭২ পৃঃ।

লীগের শুভ-দৃষ্টি সম্পন্ন কাগজগুলি, তাহাদের প্রচার বৃদ্ধির জন্য সর্বাগ্রে তাঁহাকে আহ্‌মদী বলিয়া নির্ধারণ করিয়া ভর্ৎসনার লক্ষ্যস্থল করিয়া তুলিবে।" (১)

অতএব, এই ভয়ই সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী ভদ্র সমাজকে বাক-শক্তিহীন করিয়া রাখিল। যতই সময় যাইতে লাগিল, এই ভয় প্রবলতর হইতে লাগিল। প্রতিবাদের ক্ষমতা দমিয়া যাইতে লাগিল। এমন কি, ঐ সময় উপস্থিত হইল, যখন সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান আহ্‌রারদের বশবর্তী হইয়া পড়িল এবং খেদমতে ইসলামের বিস্ময়কর খেলা পৃথিবীবাসীকে প্রদর্শন করা হইতে লাগিল। সীমান্ত প্রদেশে তাহাদের প্রভাব মুক্ত থাকিবার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, ঐ প্রদেশের সরকার মজবুত ছিলেন এবং সেখানে আইনের লৌহদণ্ড অত্যন্ত কঠোর ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ইহা হইতে নিরাপদ থাকার কারণ, দেশের ঐ অংশের উলামা ও জনসাধারণ স্বভাবতঃ ধর্ম বিষয়ে গালাগালী ও নোংরা বক্তৃতা আদৌ পছন্দ করেন না এবং (ইন্‌লা-মা-শা-আল্লাহ) যুক্তির সীমার মধ্যে থাকিয়া তাহারা মতবিরোধ করিতে অভ্যস্ত।

---

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—৩৩৯ পৃঃ।

ধর্মের নামে রক্তপাত

ইসলামের খেদমতের কয়েকটি ঝলক

নবীগণ এবং তাঁহাদের পবিত্র জামায়াত সমূহ সত্য প্রচারের জন্য নিজ নিজ পদ্ধতিতে চেষ্টা-চরিত্র করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টার চিত্র সকল পবিত্র গ্রন্থে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া পবিত্র কোরআন তাঁহাদের প্রচারের পদ্ধতি এবং উপকরণ সমূহের চিত্র নিখুঁত এবং বিশুদ্ধভাবে অঙ্কিত করিয়াছে, যাহা তাঁহারা মানব সমাজকে পরিচালনা এবং আলো দান করিবার জন্য প্রয়োগ করিতেন। নিপুণ অঙ্কন দ্বারা প্রত্যেকটি চিত্রকে এমন উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করা হইয়াছে যে, মনে হয় আমরা যেন সেই সমস্ত পবিত্র এবং মহান ব্যক্তিগণকে চাক্ষুসভাবে সত্য প্রচারে ব্যস্ত দেখিতেছি। তাঁহাদের সকলের অবস্থার প্রতি আপনি দৃষ্টিপাত করুন এবং এই ইসলামের খেদমতের প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন, যাহা ১৯৫২-৫৩ সনের খতমে নবুওত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠতম নবী (সাঃ)-এর সম্মান ও সম্ভ্রমের নামে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন।

অনুসন্ধান কমিটির বিজ্ঞ জজ সাহেব তাহাদের কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে নিজ রিপোর্ট লিখিতেছেন ঃ—

১৯৫২ সনের ২৫শে জুলাই তারিখে জুম্মার নামাজের পর কসুরে এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার বক্তাগণের মধ্যে আলম শাহ্ নামক একজন বদমাইশও ছিল। জলসা শেষে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে তাহারা একটি মিছিল বাহির করিল। এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "জাফরুল্লাহ্ কুঞ্জর।" অপর সকলে সমস্বরে বলিতেছিল "হায়, হায়!" অতঃপর আলম শাহ এবং অপর এক ব্যক্তি একটি গাধা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহার গায়ে বেগম জাফরুল্লাহ্ লিখিয়া দিল। অতঃপর একটি লোককে গাধার পিঠে বসাইয়া তাহার গলায় জুতার মালা পরাইয়া দিল। লোকটির মাথায় একটি টপ হ্যাট পরান ছিল এবং তাহাতে লেখাছিল

"গোলাম আহ্‌মদ মির্জা।" জনৈক আহ্‌মদির কারখানার নিকট আসিয়া মিছিলটি থামিল এবং পনর মিনিটকাল তথায় অবস্থান করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল। "মির্জাইয়াতকে ধ্বংস কর", "জাফরুল্লাহ্‌ কুঞ্জর", "জাফরুল্লাহ্‌ কুকুর", "জাফরুল্লাহ্‌ শূকর।" (১)

খোদাকে স্মরণ করিয়া নিজ বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন এবং সত্য করিয়া বলুন যে, আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রবর্তিত সত্য প্রচারের পদ্ধতির সহিত ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে কি?

প্রত্যেক সৎ মুসলমান, বরং প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির অন্তর সাক্ষ্য দিবে যে, "না, না, নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না।" আলো এবং অন্ধকারের মধ্যেও এত ব্যবধান হইতে পারে না যতটা ব্যবধান এই পদ্ধতি এবং আমাদের প্রভুর পবিত্র পদ্ধতির মধ্যে রহিয়াছে। এ কথা চিন্তা করিয়া চক্ষু ফাটিয়া কেন রক্ত প্রবাহিত হইবে না যে, ইসলামকে লইয়া এরূপ হাসিতামাসা উহার কোন শত্রুর দ্বারা না হইয়া, যাহারা ইসলামের আলেম হইবার দাবীদার তাহাদের দ্বারাই ইহা হইয়াছে। তদনুযায়ী এই ঘটনার প্রতি ঈঙ্গিত করিয়া মিস্টার আনওয়ার আলী ডি, আই, জি লিখিয়াছেন, "ধর্মান্ধ ব্যক্তি এবং মৌলভীগণ ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে এবং গুণ্ডারাও মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।" (২)

নবীদের ইতিহাসে কি ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, খোদাতায়ালার নবীগণ এবং তাঁহাদের সঙ্গিগণ কখনও গুণ্ডাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সত্য প্রচারের জন্য এই ধরনের মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। ধর্মের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানকর আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহা শত শত বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে সামান্যতম একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, আলেমদের বক্তৃতা উত্তরোত্তর অধিক উত্তেজনামূলক হইতে লাগিল। অসংখ্য

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—৩২৫ পৃষ্ঠা।
(২) ঐ ৩২৫ পৃষ্ঠা।

হৃদয়ে ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। সেই বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিত জনসাধারণ, যাহারা নিজ প্রিয় নবীর পূত পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এই তথাকথিত আলেমদের নির্দেশিত পন্থায় ইসলামের খেদমতে মত্ত হইয়া, সেই সৎ এবং পবিত্র রীতি-নীতি মূলোৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল, যাহাকে পৃথিবীর বুকে স্থাপন করিবার জন্য আরব গগণে এক অতুলনীয় জ্যোতির বিকাশ লাভ হইয়াছিল।

"তদনুযায়ী শিয়ালকোটে অনুরূপ এক উত্তেজিত জনতা দেওয়ালের উপর আরোহন করিয়া ইটপাটকেল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কর্মরত পুলিশ কর্মচারীগণ এই শিলাবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য দারুল শাহাবিয়াহর সম্মুখে সড়কে রক্ষিত গাড়ী সমূহের পিছনে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। নিক্ষিপ্ত ইট-পাথরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আহত হইলেন। জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টর ছুরিকা বিদ্ধ হইলেন।" (১)

একই শহরের অন্য এক স্থানে

"বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় এক জনতা জনৈক এ এস,আই এবং কনেষ্টবলের উপর আক্রমন চালাইয়া তাহাদের বন্দুক এবং রিভলবার ছিনাইয়া লইল এবং তাহাদের পোষাক পোড়াইয়া দিল। অপর একজন পদাতিক পুলিশ কোন মোকদ্দমার আসামী লইয়া যাইতেছিল। তাহাকে আক্রমণ করিয়া আসামী ছিনাইয়া লইয়া গেল। দুইজন আহমদীকে ছুরিকাঘাত করা হইল এবং অপর তিনজন আহ্‌মদীর বাড়ী-ঘর লুট করা হইল।" (২)

মানুষ যখন এই সকল ঘটনার বিবরণ পড়ে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সে ইহা চিন্তা করিতে বাধ্য হয় যে, একজন এ এস, আই এবং জনৈক কনেষ্টবলকে আক্রমণ করিয়া ইসলাম কবে এবং কোন যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছে এবং দুইজন আহ্‌মদী ও সেই পুলিশ ইনস্পেক্টরকে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহাদের রক্ত দ্বারা ইসলামের কি

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৭১ পৃঃ
(২) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৭২ পৃঃ

নতুন জীবনীশক্তি লাভ হইয়াছে এবং সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি যাহা ও জন আহমদীর বাড়ী হইতে লুঠ করা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ইসলামের ধনাগারের কতটা শক্তি বৃদ্ধি পাইল? দারুন শাহাবিয়া গলিতে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, আকাশ হইতে তাহা অবলোকন করিয়া ইসলামের খোদা কি বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং দারুন শাহাবিয়ার ছাদ হইতে কয়েকজন মুসলমান, পুলিশ অফিসারের প্রতি যে পাথর নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা কি আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল? স্বভাবতই এই প্রশ্ন উদয় হয় যে, আদম সন্তানশ্রেষ্ঠ (সাঃ) এর সত্য প্রচারের কি ইহাই নমুনা ছিল? কিন্তু এই ব্যাপারে মানুষের চিন্তা তায়েফের গলিতে ধাক্কা খাইয়া ব্যর্থ ও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে এবং তাহার দৃষ্টিতে এই দৃশ্যের কোন দৃষ্টান্ত আঁ হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র চরিত্রে দৃষ্ট হয় না, বরং শুধু ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে খোদাতায়ালার প্রিয়তম রসুল (সাঃ), নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ ও একাকী এক দুনিবার সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং নিজ প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আরবের এক কঠিনতম ও প্রস্তর-ময় অংশে অবস্থিত এক ভাগ্য বিড়ম্বিত বস্তিতে এই আশায় প্রবেশ করেন যে, মক্কাবাসীগণ যে ঐশিবাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে স্থানীয় লোকেরা সম্ভবতঃ সসম্মানে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে কোন কটুবাক্য নাই, হাতে কোন পাথর নাই এবং তাঁহার ঝুলি প্রস্তরখণ্ড বিহীন। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে অনন্ত সত্যের এবং তৌহিদের শাশ্বত বাণী এবং তাঁহার ঝুলি স্বর্গীয় করুণায় পরিপূর্ণ। তিনি শুধু ইহাই প্রচার করিতে আসিয়াছেন যে, "নিজ প্রভুর প্রতি বিশ্বাস আন।" তিনি সকলকে সৎ কাজ করিতে আদেশ দান করেন এবং অন্যায় হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেন। তিনি স্নেহ-বিগলিত হইয়া উপদেশ দান করিতেন, "তোমরা অন্যায় অত্যাচার করিও না; চুরি, ডাকাতী, লুটতরাজ ও পরস্বাপহরণ করিও না।" কিন্তু সেই রসুল (সাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত তৌহিদ ও শান্তির বাণী শ্রবণ করিয়া সেই ভাগ্য বিড়ম্বিত বস্তির হতভাগ্য সরদার আব্দ ইয়ালিলের আত্মমর্যাদা উদ্দিপ্ত হইয়া উঠিল এবং নিজ দেব দেবীর

অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া চোখের ইশারায় রাস্তার কতকগুলি ভবঘুরে ছেলেকে তাহার পিছনে লেলাইয়া দিল, যাহাদের মুখে কুৎসিৎ কটুবাক্য, নোংরা হাতে পাথর এবং তাহাদের ঝুলি প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই মহান রসুল (সাঃ) সংকল্পে অটল এবং সত্য প্রচারে চুল পরিমাণও টলিলেন না; নির্মম প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্বশরীর বেদনায় জর্জরিত হইল, কিন্তু তাঁহার অন্তরের বেদনা এক খোদা ভিন্ন অপর কেহ জানিতে পারিল না। তাঁহার শরীরের রক্ত অবিশ্রান্ত ধারায় বহিয়া তায়েফের রাস্তা রঞ্জিত করিল। কিন্তু পাছে সেই অত্যাচারী লোকগণ তাহাদের অত্যাচারের জন্য খোদার কোপানলে পড়িয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই ভয়ে তাঁহার হৃদপিণ্ড হইতে যে রক্তবিন্দু নিংড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা তাঁহার স্বর্গীয় প্রভু ভিন্ন অপর কেহ দেখিতে পাইল না। ফলতঃ মানবতার কলঙ্করূপী অত্যাচারীদের হস্তে প্রাপ্ত যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতি উত্তরে তাঁহার মন ও মস্তিষ্ক সদা তাহাদের জন্য ইহাই কামনা করিতেছিল,

اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون

অর্থাৎ—"হে আমার আল্লাহ্, আমার জাতিকে তুমি আলোদান কর, কারণ তাহারা মূর্খ, তাহারা বুঝিতে পারিতেছেনা যে, তাহারা কি করিতেছ।"

ইহাই ছিল তাঁহার তবলীগের রীতি। শত্রু তাহার অন্যায় অত্যাচারের উপর অটল ছিল, কিন্তু তিনি স্বীয় দয়া ও স্নেহপরায়ণতার প্রকৃতিতে অবিচল ছিলেন। তিনি لكم دينكم ولی دین ("তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য") বাণীর এক আশ্চর্য্যজনক মূর্তি ছিলেন। একদিকে অত্যাচারিগণের মাথায় পৈশাচিক চিন্তা চাপিয়া ছিল, যে প্রকারে হো'ক তাঁহাকে হত্যা করা। অপর দিকে তাঁহার দুঃখ এই যে, জালেমরা না ধ্বংস হইয়া যায়। সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথে মৌখিক আহবান জানাইয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই বরং দিবাভাগে এই পথে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতেন এবং সারারাত্রি নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেন,

اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون - اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون

অর্থাৎ—"হে আমার আল্লাহ্, তুমি আমার জাতিকে হেদায়াত দান কর। তাহারা জানেনা যে তাহারা কি করিতেছে।" অনন্তর এই ব্যথিত হৃদয়ের অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণার গভীরতা উপলব্ধি করিয়া করুণাময় আল্লাহ্ তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ—

لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین (شعراء ع ۱)

"হে আমার প্রিয়তম দাস। যদি তাহারা ঈমান না আনে সেজন্য কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে?"

(সূরা শোয়ারা, ১ম রুকু)

ইহাই ছিল সত্য প্রচারের সেই পদ্ধতি যাহা তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং ইহাই ছিল সেই দোয়া এবং তাঁহার অন্তরের পুঞ্জিভূত বেদনা, যাহা একদিন আরবভূমি হইতে সুসমাচার রূপে বিকাশলাভ করিয়া পারস্য গগণে আশিসরূপে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মিথ্যাবাদী তাহারা, যাহারা বলিয়া থাকে যে তাঁহার তবলীগের এই রীতি ব্যর্থ হইয়াছিল এবং দোষারোপ করিয়া থাকে যে, তাঁহার যাবতীয় কাতর প্রার্থনা বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার অসহায় অত্যাচারিত জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। যদি বা কোন ফললাভ হইয়াছিল, তাহা তীর ও তরবারীর ব্যবহারে হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা যদি বুঝিতে পারিত যে, সফলতা তীর দ্বারাই অর্জিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে তীর ছিল রাত্রি জাগিয়া দোয়ার তীর, যাহা কখনও ব্যর্থ হয় না এবং তরবারী দ্বারাই ফল পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা ছিল ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য, সৌজন্য, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, প্রমাণ ও অলৌকিক নিদর্শনের তরবারী, যাহার তীক্ষ্ণ-ধার অন্তরের গভীরতায় আঘাত হানে। কোথায় সেই আলেমগণ, যাহারা ইসলামের ইতিহাসের জ্ঞান রাখার দাবী করিয়া থাকে এবং কোথায় ধর্মের সেই সেবকগণ, যাহারা ইসলামের সেবার আশা পোষণ করিয়া থাকে? এমন কে আছে তাহাদের মধ্যে যে ধর্মের সেবার

জন্য এই বন্ধুর প্রান্তর অতিক্রম করিতে প্রস্তুত, যে প্রান্তর আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) এবং অকৃত্রিম প্রেমিকদের জামায়াত চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে অতিক্রম করিয়াছিলেন। কে আছে তাহাদের মধ্যে যে, আরবী রসুল (সাঃ)-এর অবলম্বিত সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করিতে পারে, যাহার জন্য সহস্র প্রকারের পরিশ্রম, কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। ইহার অনুসরণ করিয়া ধৈর্য্য ও সহোর, ভদ্রতা ও সাধুতার, এবং সৌজন্য ও শিষ্টাচার সেই উচ্চ আদর্শ দেখাইতে প্রস্তুত, যাহার দ্বারা বর্বর মরুচারীদের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তায়েফের সরদার আব্দ ইয়ালীলও অবশেষে প্রেমজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। শত্রু জীবন উৎসর্গকারী ভক্তে পরিণত হইয়াছিল এবং রক্ত পিপাসু শত্রু দ্বাররক্ষীতে পরিণত হইয়াছিল। আমার পরে সাকীর ওষ্ঠে পুনঃ আমন্ত্রণ ধ্বনি উঠিয়াছে,

"ভালবাসা বিতরণকারী মদিরাওয়ালার প্রতিদ্বন্দ্বি কে হইবে ?"

(গালেব)

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্যময় সময় যে ভালবাসা বিতরণকারী মদিরা-ওয়ালার প্রতিদ্বন্দ্বি কেহই হয় না, যদিও সকলেই সেই আনন্দ ও নেশার জন্য লালায়ীত, যাহা এই ভালবাসার সুরায় নিহিত আছে এবং সে জানে না যে কুদরতের অটল নিয়মকে কেহ বদলাইতে পারে না।

আমি নিজ বক্তব্য হইতে অন্য দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রকৃত পক্ষে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে সত্য প্রচারের স্মৃতি আমাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছে যে, কিছুক্ষণের জন্য আমি ইসলামের সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিলাম এবং তাহার স্মৃতি মানসপটে দোলা দিতেছিল এবং আমি আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দেশ, কাল এবং ১৯৫৩ সনের সত্য প্রচারের সেই পদ্ধতি, যাহা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি এবং আমি যাহার ভুক্তভোগী, সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

"বিরাট এক জনতা ঐ মসজিদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার গতিরোধ করা হইল এবং কমিশনার সাহেবের নির্দেশ মতে

তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইবার নির্দেশ প্রদান করা হইল ; কিন্তু তাহারা অফিসারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতঃপর পুলিশকে লাঠি চার্জের আদেশ দেওয়া হইলে, প্রতিউত্তরে পার্শ্ববর্তি অট্টালিকা হইতে ইষ্টক বর্ষন আরম্ভ হইল। পুলিশের এসিসট্যান্ট সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ খলিলুর রহমান মাথায় কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইলেন এবং পুলিশের ৯ খানা গাড়ী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।" (১)

জনতা শুধু ইষ্টক বর্ষণেই ক্ষান্ত হইল না বরং তাহারা আলেমদের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচারে তৎপর হইয়া উঠিল।

"৭ই মার্চ তারিখে নন্দপুর গ্রামে বিশৃঙ্খলাপ্রিয় এক জনতা জনৈক মোহাম্মদ হোসেনকে আহমদী ভ্রমে হত্যা করিল। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল মৃত ব্যক্তির এক শত্রু, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য এই চক্রান্ত করিয়াছিল।" (২)

মসজিদ, যেখানে এক এবং অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করা হয়, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করাও ইসলাম প্রচারের এক অংশ মনে করা হইয়াছিল। তাই রাওয়ালপিণ্ডির বুকেই :—

"৬ই মার্চ তারিখে লিয়াকত বাগে এক জলসা অনুষ্ঠিত হইল। জলসা শেষে জনতা ছত্র-ভঙ্গ হইয়া মারী রোড অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং যাওয়ার সময় পথে এক আহ্‌মদি মসজিদ এবং এক-খানা ছোট মটর গাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়।' (৩)

লুট তরাজকেও ইসলামের সেবার অংশ হিসাবে মনে করা হইল এবং মসজিদ ও গাড়ী পোড়াইবার পরে :—

"সেই দিন সন্ধ্যার কিছু পরে হত্যা ও লুন্ঠনের আরও কতিপয় ঘটনা সংঘটিত হইল। শহরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত আহ্‌মদীয়া কমার্শিয়াল কলেজ, নূর আর্ট প্রেস এবং পাক রেস্টুর‍্যান্ট প্রভৃতি আহ্‌মদী প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খল জনতা বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া তৈজস

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৭২ পৃষ্ঠা।
(২) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৭৬ পৃঃ।
(৩) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৭৮ পৃঃ।

গৃহাদি লুণ্ঠন ও নষ্ট করিতে এবং পোড়াইতে আরম্ভ করিল। জনৈক গয়ের আহমদী নুর আর্ট প্রেসে চাকুরী করিত; তাহাকে আহমদী মনে করিয়া ছুরিকা বিদ্ধ করা হইল। সে ঐ আঘাতেই মারা যায়।" (১)

পুনঃ সেই সময় আসিল যখন ইসলামের খেদমতের আবেগ দুর্বার এবং দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল, শাসন শৃঙ্খলার গণ্ডিকে ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া পড়িল, আহ্‌মদী ও গয়ের আহমদীর কোন প্রভেদ রহিল না, প্রাণী ও অপ্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হইয়া পড়িল। অধঃপতনের প্রত্যেক কাজকে ইসলামের বিজয় বলিয়া বিবেচনা করা হইতে লাগিল। ইসলামের পবিত্র নামে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে নিরপরাধ মহিলাদের সতীত্ব নষ্ট করা হইল। দশ সহস্রের এক জনতা জিলা আদালতের উপর আক্রমণ করিয়া দরজা জানালা চুরমার করিয়া দিল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে আদালত বন্ধ করিতে বাধ্য করিল এবং বলপূর্বক ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। লায়ালপুর কটন মিলস-এর খুচরা কাপড় বিক্রয়ের একটি দোকান লুণ্ঠিত হইল। (খোদা জানেন কত নিষ্পাপ শিশু ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া সারা রাত্রি ক্রন্দন অবস্থায় কাটাইয়াছিল। এই সমস্ত কাজও কি খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হইয়াছিল?—উদ্ধৃতিদাতা)"

'রেলের লৌহবর্ত্ত ভাঙ্গিয়া ষ্টেশনের নিকট তিনটি ট্রেন আটক করিয়া রাখা হইল এবং রেল ষ্টেশনের দোকান এবং যাত্রীগণকে লুণ্ঠন করা হইল। ট্রেনে মহিলাদের সতীত্ব নষ্ট করা হইল এবং একটি কেবীনের যাত্রীগণকে বিশেষভাবে আহত করা হইল।" (২)* আকাশ অবাক বিস্ময়ে ও বিষাদে অবলোকন করিল যে সত্য প্রচারের বুঝিবা ইহাও একটি পদ্ধতি !!!

ওকাড়াও এই ধরণের অত্যাচারের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে লায়ালপুরের পিছনে ছিল না। তথায়ঃ—"তিন হাজারের এক জনতা রেল ষ্টেশনে

---

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৭৮ পৃঃ।

* (২) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৮০ পৃঃ

উপস্থিত হইয়া ডাউন পাকিস্তান মেল গাড়ীকে তিন ঘন্টাকাল আটকাইয়া রাখিল। জনতা গাড়ীর জানালা ভাঙ্গিয়া গাড়ী থামাইবার ভ্যাকুয়াম চেন ভাঙ্গিল এবং মহিলা যাত্রীদের সতীত্ব নষ্ট করিল।" (১)

এই সমস্ত ঘটনা লিখিতে আমার মনের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। বিভিন্ন চিন্তা ও মনভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে আমার অন্তরে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার মত কোন ভাষা আমার নাই। কিন্তু প্রত্যেক ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি, তিনি পৃথিবীর যে কোন পবিত্র নবীর অনুসারী হউন না কেন বলিতে পারেন কি যে, কোন নবীর আত্মা নারীর সতীত্ব হানিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রতি বহু অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয় ঐ সমস্ত অত্যাচার হইতে ইহা অধিকতর কঠিন! যাহাদের দ্বারা এই অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি কোন আক্রোশ নাই। যাহারা মসজিদগুলি পোড়াইয়াছে তাহাদের প্রতিও আমার কোন অভিযোগ নাই। ছুরিকা আঘাতকারীদিগকেও আমি ক্ষমা করিতে পারি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিজ প্রভুর অনুসরণে আমার অন্তর হইতে তাহাদের জন্য এই দোওয়া বাহির হইতেছে ঃ—

اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়েত দান কর! তাহারা জানে না তাহারা কি করিতেছে।" হজরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এই কবিতা আমার আবেগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—

اے دل تو نیز خاطر ایناں نگاہ دار
کاخر کنند دعوئے حب پیمبرم

"হে হৃদয়! তুমি ইহাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিও, কারণ ইহারাও আমারই প্রিয় রসুল (সাঃ)-এর ভালবাসার দাবী রাখে।"

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৮১ পৃঃ

কিন্তু যে সমস্ত আলেম জানিয়া শুনিয়া আঁ-হযরত (সাঃ) এর উম্মতদিগকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য দায়ী এবং যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য যে সকল চারা গাছ রসুল (সাঃ) নিজ পবিত্র হাতে রোপণ করিয়াছিলেন, তাহারা তাহার মূলোৎপাটন করেন, তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য কঠোর সংকল্পের প্রয়োজন।

হাঁ। একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যাহা সমস্ত ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং একমাত্র স্মৃতি যাহা ঘৃণার সমস্ত অনুভূতিকে দমন করে তাহা হইতেছে—رحمت للعالمين এর করুণাপূর্ণ অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গি, মক্কা বিজয় দিবসের স্মৃতি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই স্মৃতি, প্রত্যেক ঘৃণা এবং প্রত্যেক ক্রোধকে দূরীভূত করিয়া এমন এক দুঃখ ও বেদনাময় অনুভূতিতে পরিবর্তিত করে যে হৃদয় হা হুতাশে পূর্ণ হইয়া যায় এবং নেক দোয়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। খোদা জানেন রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হৃদয় হইতে কত কঠোর দুঃখ ও বেদনার সহিত এই দোয়া উত্থিত হইয়াছিল যে স্বর্গ হইতে স্বয়ং খোদাতায়ালাও বলিয়া উঠিলেন ঃ

لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين

অর্থাৎ—"তাহারা ঈমান আনয়ন করে না বলিয়া কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে?"

——

পরস্পর বিরোধী বিচিত্রভাবের সমাবেশ

[কঠোর স্বভাব বিশিষ্ট এই নেতৃবর্গের মতবাদগুলি এক অপূর্ব এবং মহা আশ্চর্যজনক পরস্পর বিরোধী বিচিত্র ভাবের সমাবেশের দৃশ্য লইয়া সমাজের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। ক্ষণে রুক্ষতা, হৃদয়হীনতা, কাল্পনিক বিপদ শঙ্কা ও প্রকৃত বিপদের প্রতি উদাসীনতা তাহাদের ব্যক্তিত্বের রূপ-কেন্দ্র।]

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি পাঠের পর পাঠক উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোন কোন স্বার্থপর ধর্মনেতা ধর্মের নামকে যেরূপ নির্মম অত্যাচারের সহিত ব্যবহার করেন, অন্য কোন নাম এই প্রকার নির্দয়ভাবে কখনও ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, সন্দেহ; ইহা সত্ত্বেও ঐ সকল অত্যাচার ও রক্তপাতের জন্য ধর্মকে কখনও দায়ী করা যায় না, যাহা ইহার নামে করা হইয়া আসিতেছে এবং আজিও করা হইতেছে। সততার নামে অসততা করা হইলে সততার পবিত্র চেহারায় কি কখনও কোন দাগ লাগে?

প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তি বা জাতির কর্ম ব্যক্তি বা জাতির মানসিকগতি ও চিন্তাবস্থার প্রতীক। আমরা চারিদিকে যে সামাজিক দৃশ্য দেখি, ইহা আমাদেরই চিন্তা ও চরিত্রের অবয়ব। ইহা জাতিগত পর্যায়ে আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিচ্ছবি, যাহা বিশ্ব প্রকৃতির দর্পন আমাদের সম্মুখে প্রতিফলিত করিতেছে। কোন জাতির অভ্যন্তর যতই পবিত্র ও উজ্জ্বল হইবে এবং জাতির চরিত্রে যতই ঐশীগুণাবলীর অতুলনীয় রং ধরিবে, ততই এই চিত্র অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও নয়নাভিরাম হইতে থাকিবে। এই চিত্র জাতির চরিত্র গঠন বা বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি গঠিত বা বিকৃত হয়। জাতির চরিত্র গঠন বা পতনে ধর্ম-জ্ঞানীদের চরিত্রের অসাধারণ প্রভাব থাকে। অত্যন্ত শ্লাঘার পাত্র ও ভাগ্যবান সেই জাতি, যাহার পথ প্রদর্শকদের চরিত্র আল্লাহ্‌র

তাকওয়ার মজবুত ও অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত। তদ্ব্যতীত, অন্য কোন ক্ষেত্রই নির্ভরযোগ্য নয়। সেই জাতি বড়ই দুর্ভাগা, যাহাদের পথ-প্রদর্শকদের চরিত্র ও মত উপরোক্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, যাহাদের পথ প্রদর্শকগণ সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সাধুতা, উচ্চাকাঙ্খা ও জ্ঞানের উচ্চগুণাবলী বিবর্জিত হইয়া পড়েন।

কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে যে, উহার পথ প্রদর্শকগণ সংকীর্ণচেতা ও উদ্যমহীন হইয়া পড়েন, পারস্পরিক মতভেদে ন্যায়পরায়ণতা পরিত্যাগ করেন এবং যে সকল নীতি তাঁহারা কায়েম করিবার দাবী করেন, নিজ কর্ম দ্বারা ঐগুলির মূলোচ্ছেদ করেন। এইরূপ হইলে ঐ জাতীর পতনের দিন ঘনাইয়া আসে এবং তাহাদিগের চরিত্র দেখিবার যোগ্য থাকে না। এই প্রকার জাতি নিশ্চয় দুর্ভাগা এবং এই প্রকার উলামা এমন আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত হন যে, তাহাদের ব্যাধি প্রত্যহ বাড়িতেই থাকে। তাহাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কে এক প্রকার ঘুণ ধরে, যাহা ভিতরে ভিতরে তাহাদের নীতি ও মনোবৃত্তিকে খাইয়া ফেলে। ফলে তাহাদের বুদ্ধি, যুক্তি ও অনুভূতি সবই বিকৃত হইয়া পড়ে। স্বার্থপরতাই তাহাদের পরিচয়-চিহ্ন এবং সংকীর্ণতা তাহাদের বৈশিষ্ট্য। অন্যের ধর্ম বিশ্বাসের উপর তাহারা খোদায়ী ফৌজদার সাজিয়া পর্যবেক্ষক হইয়া থাকেন এবং খোদার গোলামীর নামে পৃথিবীবাসিকে তাহারা নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইতে চাহেন। তাহাদের স্বভাব উৎকট বৈচিত্রে ও বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। একদিকে অন্য কোন সম্প্রদায়ের ইমাম ও বুজুর্গগণ সম্বন্ধে জঘন্য ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ তাহাদের মতে মর্মপীড়া-দায়ক বলিয়া গণ্য নয়; পক্ষান্তরে তাহারা নিজেরা এমন সকল কথায়ও অগ্নিশর্মা হইয়া পড়েন, যাহা শুনিয়া তাহাদের প্রফুল্ল হওয়া উচিত। তাহারা বিরোধী দলীয় বুজুর্গদিগের প্রতি নির্বিচারে গালী বর্ষণ করেন। এমন কি তাহাদিগের সাধ্বী মাতা, ভগ্নি ও কন্যা সম্বন্ধেও অত্যন্ত নাপাক গর্হিত আক্রমণ করিতে নিবৃত্ত থাকেন না এবং মহাবিচারের দিনকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। যদিও 'কুফরের উল্লেখ কুফর নয়' প্রবাদবাক্য সত্য, তথাপি কোন ক্রমেই আমার প্রবৃত্তি

হয় না যে, আমি ঐ সকল ভাষার কোন নমুনা এখানে উদ্ধৃত করি, যেগুলির দিকে আমি ইংগিত করিতেছি। পাঠকগণের কাহারও যদি এই প্রকার বক্তৃতা শোনার বা এই প্রকার কোন পুস্তক পড়িবার তিক্ত অভিজ্ঞতা না হইয়া থাকে এবং তাহারা যদি এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিতে চান, তবে তদন্ত আদালতের রিপোর্টে এই "ধর্মীয়" বাক্-পদ্ধতির কিছু নমুনা দর্শন করিতে পারেন। যেমন আমি পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, বিজ্ঞ বিচারপতিগণের লিখনীও এই প্রকারের সবগুলি নমুনার উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হয় নাই।

সুতরাং, একদিকে তাহাদের অনুভূতি এতই শিথিল হইয়া পড়ে যে, সর্ব প্রকার কটূক্তি দ্বারা নিদারুণ মনোকষ্ট দেওয়া ও অপবাদ রটান তাহাদের নিকট সত্য ঘটনার বিবৃতির ন্যায় বোধ হয় এবং তাহারা মানুষের সাধারণ ভদ্রতা ও শিষ্টতার বহু নীচে নামিয়া যান। অপর দিকে, তাহাদের মেজাজ এমনই উগ্র ও সহজে উত্তেজনা-প্রবণ হইয়া পড়ে যে, কোন কোন সম্প্রদায়ের মসজিদ নির্মাণও তাহাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে এবং জ্বলন্ত আগুনে উহা তেলের কাজ করে। তারপর, তাহাদের ক্রোধাগ্নি প্রশমিত হয় না, যে পর্যন্ত না ঐ মসজিদ দগ্ধ বা ভূমিসাৎ করা হয়। এখানে ওখানে, যেমন সমন্দরী, রাওয়ালপিণ্ডি বা সারগোদায় দুই একটা মসজিদ নষ্ট করিয়া তাহারা মনে করে যেন তাহারা ইসলামের এক মহান খেদমত সাধন করিয়াছেন এবং অনন্তর তাহাদের হৃদয়ে এই বিজয়ের বাদ্য বাজিতে থাকে।

এক দিকে তাহারা ঐ সব বিপদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে চক্ষু মুদিয়া রাখেন, যাহা বহুকাল যাবত ইসলামের অন্তরাত্মাকে তিলে তিলে খাইতেছে এবং ভিতর ও বাহির হইতে এমন ভীষণভাবে এই নিপীড়িত ধর্মের উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে যে, তাহা লইয়া চিন্তা করিলেও কোন হৃদয়বান মুসলমানের রাত্রির নিদ্রা হারাম হওয়া উচিত। অন্যদিকে, কোন কোন কাল্পনিক ও অমূলক আশঙ্কার পিছনে তাহারা এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন যেন কোন কাল্পনিক ভূতের পিছনে কেহ লাঠি

লইয়া দৌড়াইয়া চীৎকার করিয়া ছুটিতেছে, "হে আমার কল্পনার ভূত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাকে মারিতে মারিতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হইব না এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিব না।" বস্তুতঃ, তাহারা দৈনন্দিন জীবনে স্ব-স্ব শহরে, পল্লীতে, গ্রামে, গলিতে ও নিজেদের ঘরে ঘরে দেখিতে পাইতেছেন যে, সমুদ্রে নিমজ্জিত সূতী-বস্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট পানির ন্যায় অসাধুতা জাতির মধ্যে সর্বত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়ার পোষাক পরিহিত এবং সর্বপ্রকার শয়তানী ক্রিয়া হইতে পবিত্র লোকদের কথা স্বতন্ত্র। ঘুষের ব্যবহার সমুদ্র বক্ষস্থিত উর্মিমালার ন্যায় উঠা নামা করিতেছে। চুরি, ডাকাতি, অত্যাচার, কুদৃষ্টি ও নির্লজ্জতা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। ইসলামের উপর এই সকল জুলুম তাহাদের চোখের সামনে, তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের আওতার মধ্যে, তাহাদের সম্মুখে ও পিছনে, তাহাদের ডাহিনে ও বামে সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহারা মসজিদগুলিকে অনাবাদ এবং হৃদয়কে খোদাতায়ালার স্মরণ ও তাহার জিকির হইতে শূন্য দেখিতেছেন। তাহারা জানেন যে, ধার্মিকতা ধর্মহীনতার দিকে দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া যাইতেছে এবং প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি ধর্মের স্থান সংকুচিত হইতেছে। কিন্তু ধর্মের সাহায্যে তাহাদের ধমনীতে উত্তেজনা নাই। উম্মতে মোহাম্মদীর নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য তাহারা হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেন না। শুধু শুষ্ক ফতওয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। অথচ ইহা সেই ঘুণ যাহা ইসলামের দেহকে জীর্ণ কাষ্ঠফলকের ন্যায় জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে। তাহাদের কর্তব্য ছিল এইসব মারাত্মক ব্যাধি হইতে মুসলমানদিগকে নাজাত দেওয়ার জন্য কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হওয়া এবং এই পথে ধন, প্রাণ, সময় ও সম্মানের কোনই পরওয়া না করা। তাহাদের কর্তব্য ছিল গভীর মর্মযাতনা, অস্থিরতা, দুঃখ ও সহানুভূতির সহিত লোকদিগকে 'নেকী' শিক্ষা দান করা। আপন প্রভুর উম্মতের ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করা, যেমন কোন মাতা তাহার পীড়িত সন্তানের প্রতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। দেখুন, মা তাহার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য যাবতীয় সম্ভবপর চেষ্টা করিয়া থাকে। কখনও

ও ডাক্তারের নিকট দৌড়ায়, কখনও হাকিম কবিরাজের দরজায় উপস্থিত হয়, কখনও সন্তানকে বুকে লইয়া তাহার দুঃখ সম্বরণ করে। যদি দারিদ্রের কারণে চিকিৎসার ব্যয় বহনে অপরাগ হয়, তাহা হইলে উপবাস থাকিয়া বা অন্যের দারস্থ হইয়া তাহার প্রিয় সন্তানের জন্য ঔষধ লইয়া আসে। সারা দিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত মাতা রাত্রেও নিশ্চিন্তে শুইতে পারে না। নিদ্রা আসিলেও সে বারে বারে ত্রাসে চকিত হইয়া উঠে এবং সন্তানকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে থাকে। সন্তানের উদ্বেগ দেখিয়া যখন সে চিত্তের স্থিরতা হারাইয়া ফেলে, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সেজদায় প্রণত হইয়া আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া আরম্ভ করে: "প্রভু আমার! প্রভু আমার! আমি কিছুই করিতে পারি না। আমার কোনই ক্ষমতা নাই। তুমি অনুগ্রহ কর। আমার নয়ন-মণিকে আরোগ্য করিয়া দাও।" এই প্রকার সহানুভূতির আবেগই জাতিরও আরোগ্যের কারণ হইয়া থাকে এবং শ্বাসরুদ্ধ দেহে পুনঃ নিঃশ্বাস প্রবাহিত করে, নৈতিকতার স্তিমিত প্রদীপকে পুনঃ উজ্জ্বল করিয়া দেয় এবং ধর্মের বিলীয়মান চিত্রকে পুনঃ দৃশ্যমান করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া কোন উপায় নাই, আর কোন উপায়ই নাই।

এই প্রেমাবেগই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়ার প্রাণে মানব জাতির সহানুভূতিরূপে উদ্বেল ছিল। ইহা সেই প্রেমাবেগ, যাহা আরবের এক উম্মী নবীর প্রাণে রহমতের প্রস্রবণ বহাইয়াছিল এবং জগতের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল। ইহাই সেই স্বর্গীয় বারিধারা যাহা শত শত বর্ষের পুতিগন্ধময় হৃদয়ের ময়লাকে নির্মল করিয়া দেয়, যেরূপ ভাটি কাপড়ের ময়লাকে দূর করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। প্রাণ কঠিন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের শুষ্ক রোষ-ভরা ফতওয়া, দরদ-ভরা বক্তৃতার স্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কোন পাখীর চিরতরে ছাড়িয়া যাওয়া নীড়ের ন্যায় তাহাদের অন্তর দোয়াশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ উপদেষ্টা হওয়ার দাবী পরিত্যাগ করিয়া খোদায়ী ফৌজদার সাজিয়া উম্মতের ইসলাহের জন্য দাঁড়াইয়াছেন। কেহ আবার উপদেষ্টা হইয়া নসিহতের ধারা পরিবর্তন করিয়াছেন। কটূক্তি, কুভাষণ তাহাদের চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়িয়াছে। জোর-জবরদস্তিকে তাহারা ইসলাহের অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কেহই পিছন ফিরিয়া দেখেন না যে, অতীতে কি কখনও এই সকল পথে মানব জাতির সংস্কার হইয়াছিল?

দুঃখের বিষয়, প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জন্য সত্যকার প্রেম আর নাই। নতুবা এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া উলামার হৃদয় উদ্বেলিত না হওয়া সম্ভবপর ছিল না। উষর মরুভূমি, আর মরুভূমি! দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ধর্মের আত্মা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং অধার্মিকতাবৎ মৃত্যু মানব হৃদয়ে দখল জমাইতেছে। কিন্তু এই অবস্থার প্রতি উলেমার আদৌ দৃষ্টি নাই এবং তাহারা তাহাদের পুরাতন চালচলনের পরিবর্তন করিতেছেন না। তাহাদিগকে কোন্ ভাষায় বুঝান যায় যে, আধ্যাত্মিক জগতে কঠোর ভাষা প্রয়োগ ও জোর জুলুম দ্বারা অতীতে কখনও কোন কাজ হয় নাই, এখনও হইবে না এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। এ জগতের প্রচলিত মুদ্রা তাহাদের নিকট নাই। ইসলামের নিঃস্বার্থ খেদমত হইতে তাহারা দূরে। যে কাজে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও স্বার্থ নাই অথবা যেখানে নামের তকমা ঝুলে না সেখানে তাহারা নাই। কঠিন কাজে তাহাদের সম্মিলিত হওয়া আরও কঠিন। আজ শুধু 'তকফীরের আজান'* ছাড়া অন্য কোন ধ্বনি তাহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে এক হস্তে সমবেত করিতে পারে না।

---

* কাফের প্রতিপন্ন করিবার ধ্বনি। (অনুবাদক)।

বহিরাক্রমণ

এই তো গেলো আভ্যন্তরীন আক্রমণের কথা। বহিরাক্রমণের অবস্থা এই যে, ছোট ছোট দুর্বল ধর্মমত, যেগুলিকে আমরা মৃত মনে করিয়া বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহারা জাগ্রত হইয়া আজ ইসলামের উপর হামলা করিতেছে। এমন কি, যে খ্রীষ্টান ধর্মের মূল বিশ্বাস অত্যন্ত দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য, আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত এবং যাহার দাবীসমূহ স্ব-বিরোধী, উহাও ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বের কোণে কোণে উচ্চ ধ্বনি তুলিয়াছে। শৃগালগুলি ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করিয়া ফিরিতেছে এবং ব্যাঘ্রগুলি শৃগালের ন্যায় গর্তের মধ্যে বেমালুম লুকাইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টান পাদ্রী ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে পরিমাণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে, পৃথিবীর মুসলমানের সংখ্যাও তত নয়। তাহারা চতুর্দিক হইতে তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা ইসলামের সৌধের এক একটি ইঁটে ঘা মারিতেছে। তাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বের উপরও আক্রমণ করিতেছে এবং 'উম্মেমহাতুল্ মুমেনীনের' উপর অত্যন্ত অপবিত্র আক্রমণ করিতেছে। তাহারা ইসলামকে এক উৎপীড়নকারী নির্মম ধর্ম বলিয়া পেশ করিতেছে এবং কোরআন করীমকে মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের মন-গড়া কথা বলিয়া আখ্যা দিতেছে। তাহাদের ইতিহাসও ইসলামের উপর আক্রমণ করিতেছে। তাহাদের দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানও ইসলামকে সতত আক্রমণ করিতেছে। তাহাদের সমাজ-নীতি, তাহাদের সভ্যতা ইসলামী সভ্যতাকে চুরমার করিয়া দিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের উলামা এই বিপদের বিষয়ে সম্পূর্ণ বে-খবর এবং জানিতে পারিলেও প্রতিবাদের সামর্থ তাহাদের নাই। "এই কাফেরদের প্রচার দেশ হইতে বলপূর্বক বন্ধ করা হউক" এই বলিয়া সরকারের নিকট আবেদন করা ব্যতীত তাহাদের করণীয় আর কিছুই নাই। তাহারা ইহা ভাবেন না যে, কোথায় এবং

কোন কোন দেশে তাহাদের প্রচার বলপূর্বক বন্ধ করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানীরূপী চোর যে আজ দরজায় দণ্ডায়মান। তাহারা কোন্ প্রহরীর ব্যবস্থা করিবেন, যে তরবারির বলে সন্দেহের স্রোতকে মুসলমানদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে বাধা দিবে? শুধু দমননীতি অবলম্বনের দ্বারা কি ইসলামের পুনর্জীবন লাভ হইবে? তাহারা কি জানেন না যে, এখনও পৃথিবীর এক অতি বৃহৎ অংশ ইসলামের নাম পর্যন্ত জানে না? এখনও পাক-ভারত উপমহাদেশেই ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখনও আমেরিকাকে আমাদের ইসলামের পয়গাম দিতে হইবে। রাশিয়া, চীন ও জাপানেও ইসলামের বাণী পৌঁছাইতে হইবে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশ এখন পর্যন্ত ইসলাম হইতে অনেক দূরে। আফ্রিকার অধিকাংশ জনপদ এখনও ইসলামের সংবাদ জানে না। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা আটায় লবণের ন্যায়।

ইসলামের বিশ্বজনীন প্রাধান্য লাভের জন্য ঐ সব দূর দূরান্ত বিস্তৃত জনপদগুলিতে ইসলামের পয়গাম পৌঁছান কি জরুরী নহে? শত শত বৎসরের অজ্ঞানতা ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকার, যাহা ইসলামের জ্যোতির্ময় চেহারা এবং পৃথিবীর দৃষ্টি এই দুইয়ের মাঝখানে বিরাট বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা অপসারিত করিয়া পাশ্চাত্যের ও অংশীবাদীগণের হৃদয় জয় করিয়া ধর্ম-গুরুর পাদমূলে উপস্থিত করা কি জরুরী নয়।

ইসলামের সম্মান বৃদ্ধির জন্য মসজিদে আবদ্ধ থাকিয়া ঢিলা জামা পরিধান করিয়া ইবাদতের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান আধ্যাত্মিকতা-বিহীন কঠোরতার সহিত পালন করাই কি যথেষ্ট?

কিন্তু দুঃখের বিষয় বাহিরের এই সকল আশঙ্কার দিকেও এই সব উলামার দৃষ্টি পড়ে না এবং আভ্যন্তরীণ আপদগুলির প্রতিও না। যদি বা কচিৎ তাহাদের দৃষ্টি পড়ে, তবে সে দৃষ্টি একান্ত ক্লান্ত, পরাভূত ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক কিংবা এমন সম্বন্ধবিহীন শূন্য দৃষ্টি যার কোন বিপদ ও আপদ টের পাওয়ার সামর্থ নাই। বিচিত্র তাহাদের

ভাবধারা। আজ যখন ইসলাম ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতেই বিপদাবলীর সম্মুখীন, যখন এগুলি ইসলামী দেহ-যন্ত্রের প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক জোড় ও সন্ধিতে শক্ত আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে এবং কত হিংস্র জীব জন্তু যে দীর্ঘকাল ব্যাপী ইসলামের জীবন শিরা হইতে রক্ত চুষিতেছে, তখন তাহাদের নিকট ইসলামের কেবল একটি সংকটই রহিয়া গিয়াছে। উহা হইতেছে মুসলমান ফিরকাগুলির আকায়েদ সমস্যা। সাধারণতঃ এই বিপদ তাহাদের নিকট কখনও আহ্‌মদীয়তের রূপে এবং কখনও শিয়া ধর্মবিশ্বাসের রূপে প্রকাশিত হয়। কখনও আবার বেরেলবী আকায়েদ, কখনও আহ্‌লে হাদীস বা আহ্‌লে কোরআনের আকায়েদের মধ্যে এই বিপদ দৃষ্ট হয়।

বিশেষতঃ, আহমদীয়া আকায়েদের বিপদ এই সব উলামাকে চারিদিক হইতে এমনভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে যেমন কোন ভয়াবহ স্বপ্ন শিশু-চিত্তকে অভিভূত করে এবং শিশু ঐ সকল কাল্পনিক বিপদ হইতে তাহার ধারণামতে পলায়নের চেষ্টা করে এবং জানে না যে, প্রকৃত বিপদ তাহার স্বপ্নের মধ্যে নাই বরং তাহার চিত্তের পার্শ্বে যে সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া রহিয়াছে, উহার কারণে তাহার শঙ্কা। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, শিশুর অবস্থা নিদ্রার এবং ইহাদের অবস্থা জাগরণের। শিশু তো ভীতি-প্রদ মূর্তি দেখিয়া ভয় পায় এবং ইহারা এমন মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইতেছেন, যাহা তাহাদের উন্নতি ও ইসলামের নব-জাগরণের পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছে। শুধু এখানেই শেষ নয়। তাহারা জানিয়া শুনিয়া বিষয়টিকে এমনভাবে চিত্রিত করেন যাহার কল্পনায় সকলে ভীত হইয়া পড়ে। আহ্‌মদীগণ যতই বলুন এবং খোদার পবিত্র নাম নিয়া যতই কসম করুন যে, তাঁহারা তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় রসূল, তাঁহাদের ধর্মগুরু হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খাতামান-নাবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সমস্ত আম্বিয়া হইতে শ্রেষ্ঠ ও বড় জানেন, তাঁহার প্রেমে তাঁহাদের আপাদ-মস্তক নিমগ্ন, তাঁহারা ঈমান রাখেন যে, তাঁহার শরীয়ত শেষ ও কামেল (পূর্ণাঙ্গীন) এবং ইহা সর্বকাল ও সর্বযুগের সমগ্র মানব জাতির জন্য শরীয়ত, তথাপি এই উলামার দল ইহা মানিবেন না এবং ইহার

সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা আরোপ করিয়া আহ্‌মদীগণকে ভয়ানক মূর্তিতে দেখার আগ্রহ পোষণ করেন। তাহারা আহ্‌মদীয়া সেলসেলার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এই বিবৃতির প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না যে,—

"আমাদের ধর্মের সারকথা হইল ঃ

لا اله الا الله محمد رسول الله

['লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহে'—'আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাস্য নাই, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল'—অনুবাদক।]"

আমরা ইহলৌকিক জীবনে যে বিশ্বাস পোষণ করি, যাহা লইয়া আমরা সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহে এই নশ্বর জগত হইতে প্রস্থান করিব, তাহা এই যে, হযরত সাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতেছেন খাতামান্‌ নাবীয়ীন ওয়া খাইরুল মুরসালীন, যাঁহার হস্তে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই পুরস্কার চরমত্বে পৌঁছিয়াছে, যাহার দ্বারা মানুষ সত্যপথ গ্রহণ করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।" ['ইযালায়ে আওহাম']

"জনাব সাইয়েদানা ওয়া মাওলানা, সাইয়েদুল্‌ কুল্‌ ওয়া আফযালুর রসুল হযরত খাতামান্‌ নাবীয়ীন মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য এক উচ্চস্থান ও উন্নত মর্যাদা আছে, যাহা একমাত্র সেই পূর্ণগুণময় ব্যক্তিত্বের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কাহারও পক্ষে উক্ত মর্যাদালাভ করা দূরে থাকুক এমন কি উক্ত মর্যাদার তাৎপর্য উপলব্ধি করাও কঠিন।" ('তৌযিহে মারাম')

খতমে নবুওতের মসলা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। যে সকল বন্ধু এ সম্বন্ধে আহমদীয়া জামাতের মতবাদ জানিতে চাহেন, তাহারা অন্য কোন সময়ে সেলসেলা সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া প্রত্যক্ষ ও সংশয়াতীত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আমি প্রসঙ্গক্রমে এখানে এইটুকু নিশ্চয় বলিব যে, আমরা সেই খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমাদের প্রাণ রহিয়াছে এবং যিনি সর্বশক্তিমান, আমরা হযরত মীর্যা গোলাম

আহমদ সাহেব আলাইহেস সালাম কাদিয়ানীর মর্যাদা ঐ স্থান হইতে বিন্দুমাত্র অধিক বা অল্প বলিয়া মনে করি না, যাহা হযরত রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই উম্মতে আগমনকারী পথপ্রদর্শক মাহ্দী মসিহ্কে দান করিয়াছেন। আমাদের এবং আমাদের অন্য ভাইদের মধ্যে এই বিষয়ে শুধু এইটুকু প্রভেদ যে, তাহারা এক মাহ্দী ও মসিহ্র আগমন প্রতীক্ষা করেন এবং আমাদের মতে সেই মাহ্দী ও মসিহ্ আসিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি এই আগমনকারীর প্রতীক্ষায় খতমে নবুওতের মোহর না ভাঙ্গে, তবে তাঁহার আগমনে ঈমান আনাতে সেই মোহর কিরূপে ভাঙ্গিতে পারে? সব মতভেদের মীমাংসা শুধু এই একটি কথাতেই হইতে পারে যে, খতমে নবুওতের আয়েত থাকা সত্ত্বেও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমনকারী মসিহ্কে 'নবীউল্লা' (আল্লাহর নবী) বলায়, যদি তিনি খতমে নবুওতের মোহর ভঙ্গকারী না হন, তবে সেই বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীর এই সত্য বাণীতে ঈমান আনয়নকারী কিরূপে এই পবিত্র মোহর ভঙ্গকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে? আশ্চর্য···অত্যাশ্চর্য!

কিন্তু এ তর্ক আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতে পৃথক। এখানে তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, আহমদীগণ খতমে নবুওত অস্বীকারই করেন (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেকা) তবে কি ইসলামের ইহাই একমাত্র বিপদ? আহমদীদিগকে হত্যা ও লুণ্ঠন করিলে কি খ্রীষ্টান ধর্মের আক্রমণ প্রতিহত হইবে এবং চারিদিকে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়কার সত্যবাদিতা ও সততার কৃষ্টি কি আবার সমগ্র ইসলামী জগতে কায়েম হইবে? অতঃপর, মুসলমানগণের মধ্যে পারস্পরিক মতদ্বন্দ্ব লোপ পাইবে এবং উলামা 'তক্ফীরবাজী' (কাফের ফাতওয়া দামের) অভ্যাস চিরতরে পরিত্যাগ করিবেন? অতঃপর, শিয়া সুন্নি কি ভাই ভাই হইয়া যাইবেন এবং বেরেলবী ও দেওবন্দীর দ্বন্দ্বের কিয়ামত পর্যন্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে? আহ্মদীদিগকে হত্যা ও লুণ্ঠন করিবার পর কি চুরি, ডাকাতি ও ঘুষ আদান প্রদানের লানতগুলি চিরতরে ইসলামী দেশগুলি হইতে বিদায় লইবে? মসজিদগুলি

কি আবার আবাদ হইবে এবং নূতন সভ্যতার কুপ্রভাব হইতে সমাজ একেবারে পবিত্র হইয়া যাইবে ? ইহার পর কি মহিলাদের চেহারা হইতে উঠানো নিকাব আবার নিচে নামিবে ? সিনেমা হলগুলি কি উজাড় হইবে এবং নাচগানের মাহফিলগুলি জনশূন্য হইবে ? আহ্‌মদীদিগকে হত্যা করার পর কি সত্যই ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার অমুসলমান জনপদগুলির অধিবাসীগণ উন্মত্তবৎ ইসলামের দিকে দৌড়াইয়া আসিবে ? হায় ! যদি ইহাই হইত ! যদি ইহা সম্ভব-পর হইত, তবে পৃথিবী দেখিত যে, কোন সাচ্চা আহ্‌মদী এই পথে গর্দান কাটাইতে পশ্চাদপদ হইত না। আমরা দৌড়াইয়া একে অন্যের প্রতিযোগিতা করিয়া এই প্রকার পবিত্র মৃত্যু সলিলে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। কারণ আমাদের এবাদত, আমাদের কোরবানী, আমাদের মৃত্যু শুধু এইজন্যই যেন তদ্বারা ইসলামের নবজীবন লাভ হয়। যদি আজ আমাদের মৃত্যুতে ইসলামের নবজীবন লাভ হয়, তাহা হইলে আজ, এক্ষুণি, এই মুহূর্তে আমরা মরিতে প্রস্তুত।

যাহা হউক, এইসব উলামার আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, খত্‌মে নবুওতের 'অস্বিকার' যাহা আহ্‌মদীগণ কখনও করে নাই, আজ তাঁহাদের নিকট ইহা ইসলামের জীবন মৃত্যু সমস্যায় পরিণত হইয়াছে ; অথচ ইসলামের জীবন মরণের অগণিত সমস্যা, যাহা তাহারা প্রত্যহ তাহাদের শহর, পল্লি ও গ্রামের অলীতে গলীতে প্রত্যক্ষ করেন, তাহাদের দৃষ্টিতে উহার কোনই গুরুত্ব নাই।

তাহাদের তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি ও অনুভূতির অভাব এই দুইয়ের পরস্পর বিপরীত সমন্বয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। একদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত, বরং পরেও তাহাদিগকে এই মত পোষণ করিতে দেখিতে পাই যে, একমাত্র অখণ্ড হিন্দুস্থানেই মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে এবং তাহাদিগকে মহাত্মা গান্ধি, বল্লভ ভাই পেটেল ও পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দলে ডাহিনে বামে ফিরিতে দেখি, এবং অন্যদিকে চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খাঁ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় যোগদানে তাহাদের চক্ষু চড়কগাছ হইয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক মহাসভাতেও তিনি

পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করায়, তাহাদের নিকট ইহা ইসলামের এক ভয়াবহ বিপদ বলিয়া প্রতীত হয়। উলামার এই প্রকার চিন্তায় কখনও হাসি পায় আবার কখনও কান্না আসে। যদি সম্ভব হইত তবে এক এক আলেমকে সম্মুখে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "সত্য বলুন তো, গান্ধির অনুবর্তিতায় ইসলাম কিরূপে জিন্দা হইতে পারে এবং জাফরুল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বে ইসলাম কিরূপে মরিতে পারে? এই সব বিষয়ের সহিত ইস্‌লামের কোন দূরবর্তী সম্বন্ধও আছে কি? ইস্‌লাম যদি জিন্দা হইতে পারে, তবে তাহা প্রত্যেক মুসলমানের বুকে ঈমানের জ্যোতি বিকাশে হইতে পারে এবং এই সব আলো নিভিলেই ইস্‌লাম মরিতেও পারে। তবে কি গান্ধীর অনুবর্তিতা দ্বারা এই সব আলো এক একটি করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং জাফরুল্লাহর প্রতিনিধিত্বের বাত্যায় সবই অকস্মাৎ নিভিয়া গিয়াছিল? ষাট কোটি মুসলমানের ঈমানের জীবন-মরণ সমস্যা কি শুধু এই দুইটি ঘটনার উপরই নির্ভর করিত বা এখনও করে?" এইসব উলামা কি জানেন না যে, ইস্‌লামের উপস্থিত বিপদাবলীর সহিত কোন উজীরের উজারতের দূরবর্তী সম্পর্কও নাই। এইসব বিপদরাশি শুধু সেই শোচনীয় অবস্থার কারণে উদ্ভব হইয়াছে, যাহা বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লামা হালী করুণ মর্মবেদনায় লিখিয়াছিলেন ঃ—

"বিশেষ রসুলগণের মধ্যে হে বিশেষ রসুল! এখন দোয়ার সময়। আপনার উম্মতের উপর আশ্চর্য সময় উপস্থিত!

যে ধর্ম একদিন মহাগৌরবে দেশ হইতে বাহির হইয়াছিল, বিদেশে হায় আজি উহা দীন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

পারস্য ও রোমান সম্রাট একদিন যে ধর্মের আমন্ত্রিতের মধ্যে ছিলেন, সেই ধর্ম আজ নিজেই অনাথ আশ্রমের অথিতি।

যে ধর্ম একদিন বিশ্ব-সভাকে আলোকিত করিয়াছিল, এখন উহার মাহফিলগুলিতে বাতি নাই।

যে ধর্ম একদিন বিশ্বকে শের্‌ক হইতে রক্ষাকারী ছিল এখন ইহার রক্ষক থাকিলে খোদা আছেন।

যে ধর্ম জাতি সমূহের মধ্যে দলাদলি লোপ করিতে আসিয়াছিল, সেই ধর্মেই আজ দলাদলি আসিয়া উপস্থিত।

যে ধর্ম আসিয়া অন্যদের হৃদয়ের মিলন ঘটাইয়াছিল, সেই ধর্মে এখন ভাই হইতে ভাই পৃথক।

যে ধর্ম বিশ্ব-মানব জাতির দরদে দরদী ছিল, এখন চতুর্দিকে ইহারই মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে।

যে ধর্মের দারিদ্রও ছিল ধনের ধন্বন্তরি, ঐ ধর্মে এখন দারিদ্র আছে, ধন নাই।

যে ধর্ম মহাজ্ঞানীদের অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়াছিল, উহা মূর্খ ও মূঢ়দের তরবারীর নিম্নে আপতিত হইয়াছে।

যে ধর্মের যুক্তিতে সব ধর্ম পরাজিত ছিল, এখন এই ধর্মের উপর আক্রমণ করিয়া সবাই বাহাদুরী লইতেছে।

তোমার ধর্ম এখনও সেই স্বচ্ছ ঝরণার ন্যায় রহিয়াছে। কিন্তু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পানি আছে, নির্মলতা নাই।

এখানে যদি দিবারাত্রি রাগের আলাপ তবে ওখানে রঙ্গরস অহর্নিশি, এখানে সাধারণের মজলিস, ওখানে ভদ্রজনের মহফিল।

ছোটদের মধ্যে আজ্ঞানুবর্তিতা নাই, বড়দের মধ্যে স্নেহশীলতা নাই। আত্মীয়দের মধ্যে প্রেম নাই; বন্ধুদের মধ্যে বিশ্বস্ততা নাই।

ধন নাই, সম্মান নাই, শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বিদ্যা নাই। এক ধর্ম আছে, উহাও শাখাহীন, স্বরহীন।"

—'মুসাদ্দসে হালী'

আল্লামা হালীর ভাষায় মুসলমানগণের এই শোচনীয় অবস্থা তখনকার চিত্র, যখন বর্ত্তমান অবস্থা হইতে তাহারা অনেকাংশে ভাল ছিল। এখন তো অবস্থা আরও শোচনীয় এবং আল্লামা ইকবালের লেখা এখন অধিকতর খাপ খায়। তাঁহার মতে, মুসলমানের—

"হাত শক্তিহীন, হৃদয় ধর্মদ্রোহিতায় অনুরক্ত। অনুগামী, পয়গম্বরের অবমাননার কারণ স্বরূপ।

মূর্তিভঙ্গকারী লয় পাইয়াছে; অবশিষ্ট যাহারা আছে, তাহারা মূর্তিনির্মাতা। পিতা ছিলেন ইব্রাহীম, পুত্র আজর।

মদ্যপায়ী নূতন, মদ্য নূতন, পিপা নূতন। কা'বার 'হেরাম' নূতন, প্রতিমা নূতন, তোমরাও নূতন।

প্রাতে উঠা তোমাদের পক্ষে কতই কঠিন! আমাদের প্রতি প্রেম তোমাদের কোথায়? নিদ্রা তোমাদের প্রিয়।

স্বাধীন ভাবাপন্নদের জন্য রমযান কঠিন। তোমরাই বল, ইহাই কি বিশ্বস্ততার বিধান?

জাতি, ধর্ম হইতে উদ্ভূত। ধর্ম যখন নাই, তোমরাও নাই। পরস্পরের আকর্ষণ যখন নাই, তখন তারকার মহফিলও নাই।

পৃথিবীতে যাহাদের কোনই বিদ্যা নাই, সে তোমরাই। যে জাতির স্বদেশের জন্য দরদ নাই, সে তোমরাই।

বিদ্যুৎ যেখানে পড়িতে আনন্দিত, সেই শস্যাগার তোমরা। পূর্ববর্তীদের কবর যাহারা বিক্রয় করিয়া খায়, সে তোমরা।

কবরের ব্যবসায় করিয়া যাহারা সুখ্যাতি অর্জন করে, প্রস্তরমূর্তি পাইলে কি তাহারা বিক্রয় করিবে না?

শোর চলিতেছে, মুসলমান পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। আমরা বলি, মুসলমান কোথাও ছিল কি? রূপে-রঙে খ্রীস্টান তোমরা, সমাজ-সভ্যতায় হিন্দু। এই কি মুসলমান যাহাদিগকে দেখিয়া ইহুদীও লজ্জিত?

এমনই তো সৈয়দ, মীর্যা, আফগান সবই তোমরা। বল তো মুসলমানও কি তোমরা?

উলামাকে জিজ্ঞাসা করি মুসলমানগণের এই ভীষণ হৃদয়বিদারক অবস্থা এহেন পর্যায়ে কি এ জন্যই পৌঁছিয়াছিল যেহেতু, একদিন জাফরুল্লাহ্ খাঁর জন্য পাকিস্তানের প্রতিনিধি হওয়া নির্দিষ্ট ছিল?

আল্লামা হালী ও আল্লামা ইকবাল যে সকল মুসলমানের কথা বলিয়াছেন, তাহারা কি এ জন্যই এই প্রকার শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছে যে, একটি মুষ্টিমেয় জমাআতের বিরুদ্ধে 'খাত্‌মে-নবুওত' অস্বীকারের অভিযোগ হওয়া নির্দিষ্ট ছিল ?

উলামা এখন ইস্‌লামের যে সকল বিপদ গুণিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও প্রকৃত বিপদ, যাহা তাহারা দেখিতেছেন না—উহার দৃষ্টান্ত এমনই যেন কেহ আক্রমণকারী এক ভীষণ হিংস্র পশুর দিকে চক্ষু বন্ধ রাখিয়া এবং পৃষ্ঠ ফিরাইয়া বসিয়া কোন মনোহর ফুলের উপর সুন্দর এক প্রজাপতিকে ঘোর প্রাণনাশক শত্রু মনে করিয়া উহার দিকে মহাত্রাসে তাকাইতে থাকে, কখনও ভয়ে পিছনে সরে, কখনও রাগান্বিত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়, যাহাতে উহাকে আঙ্গুল দিয়া মলিয়া পায়ের তলে নিষ্পেষণ করিতে পারে। অথবা হুবহু ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দুর্বলকে পাইলে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে, কিন্তু শক্তিশালীকে দেখিয়া দয়ায় ও দরদে বিগলিত হয়। তাহারা আর্য বা খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান না। মুশ্‌রেক ইউরোপের প্রতি তাহাদের রাগ জন্মে না বা নাস্তিক রাশিয়াকে দেখিয়াও তাহাদের কোন রোষোৎপত্তি হয় না। পর্বত সমান আভ্যন্তরীণ দোষাবলি দূর করিবার সাহস তাহাদের হয় না। ক্রোধ হইলে সে শুধু মুষ্টিমেয় দুর্বল আহ্‌মদীদিগের প্রতি. যাঁহাদের একমাত্র অপরাধ এই যে, তাঁহাদের মতে হযরত রসুল আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ও মহাগৌরবে পূর্ণ হইয়াছে, যাহার মধ্যে এক মাহ্‌দী ও মসীহ্ আসার সুসংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই মসীহ্, সেই মাহ্‌দী যাঁহার হাতে শেষ যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম ও অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইস্‌লামের প্রাধান্য লাভ নির্দিষ্ট ছিল।

সুতরাং, এই মুষ্টিমেয় আহ্‌মদীদের প্রতিই তাহাদের ক্রোধ, ষাট কোটি মুসলমানের দরদ বুকে নিয়া যাহারা বিশ্বের কোণে কোণে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের কোরআন লইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাদের সম্মুখে আজ খ্রীষ্টধর্ম পশ্চাদাপসরণ করিতেছে এবং ইস্‌লাম অগ্রসর হইতেছে, যাহারা ইউরোপের বুকে মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছে, আঁধার আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলেও

তক্‌বীর ধ্বনি তুলিয়াছে, যাহারা এই গৌরবও অর্জন করিয়াছেন যে, খোদা-তা'লার ফজলে তাহাদের চেষ্টায় সেই অন্ধকার মহাদেশে ইস্‌লামের আলো দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। কোথায় সেই রাত্রি, যখন খ্রীষ্টান পাদ্রী মনে করিত যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমগ্র আফ্রিকার অধিবাসীকে খ্রীষ্টান করিবে এবং কোথা এই দিন যে, এক খ্রীষ্টানের পরিবর্তে দশ আফ্রিকান মুশ্‌রেক ইস্‌লাম গ্রহণ করিতেছে।

এই অপরাধেই আহ্‌মদীগণ এখন ইস্‌লামের জন্য সব চেয়ে বড় শঙ্কা এবং ইহার প্রতিকার উহাই যাহা চিরকাল এই প্রকার অপরাধীর প্রতি করা হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ, মসয়লা মসায়েল সব ছাড়, নসিহতের চিন্তা পর্যন্ত মনে স্থান দিবে না। তরবারি লও এবং তাহাদের স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদেরকে বধ কর। এমন কি, পৃথিবীতে উহাদের কোন চিহ্ন মাত্রও যেন অবশিষ্ট না থাকে, অন্যথায় মুনাফেকাতের জীবন গ্রহণ করিয়া যেন সেই উলামার সমাজে প্রত্যাগমন করে, যাহাদের ইঙ্গিতে তাহাদিগকে কতলে-আম করা হইতেছে।

কিন্তু এই সকল উলামার সমাজ কি? এবং এই একতা কত দিনের জন্য? আমরা আহ্‌মদীয়ত হইতে 'তওবা' করিয়া কোন্ 'মযহব' গ্রহণ করিব, যাহাতে সব উলামার দেল সমভাবে ঠাণ্ডা হইবে? হযরত আলী রাযি আল্লাহু আন্‌হুর প্রেম দাবী করিয়া হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উস্‌মান রাযি আল্লাহু আন্‌হুকে গালী দেওয়া আরম্ভ করিব কি? হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে কি আলেমুল গায়েব খোদার ন্যায় আলেমুল গায়েব বলিয়া স্বীকার করিব? এবং তাঁহার ভৌতিক দেহকে কি অস্বীকার করিব? অথবা তাঁহার 'নূরানিয়ৎকে' (জ্যোতিকে) একেবারে ভুলিয়া গিয়া 'শরিয়তের' উপর বৃথা জোর দিয়া তাঁহার মর্যাদাকে এতখানি খাট করিব যে, বড় ভাই অপেক্ষা তাঁহার অধিক মর্যাদা আছে বলিয়া জ্ঞান করিব না। অথবা এমন 'আহ্‌লে-হাদিস' হইব যে, কোরআনের দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইব না, বা এমন 'আহ্‌লে কোরআন' হইব যে, আমাদের ধর্ম-গুরুর পবিত্র হাদিসগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিব? বস্তুতঃ সেই 'মিল্লতে-ওয়াহেদা' বা 'একই মিল্লৎ' কোন্‌টি, তরবারির বলে যাহার মধ্যে আহ্‌মদীদিগকে শামিল করার ইচ্ছা?

কতিপয় প্রকৃত আশঙ্কা

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করার পর সম্ভবতঃ কেহ মনে করিতে পারেন যে, উলামার ধর্মে কঠোরতা ও বলপ্রয়োগ জায়েয হওয়ার মসলা এবং মুরতাদকে কতল করার মসলা শুধু ছোট্ট একটা সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। ষাট কোটি মুসলমানের মধ্যে কয়েক লক্ষ আহ্‌মদী নর-নারী, বৃদ্ধ ও শিশু হত্যা করিলে কি আসে যায়? ইহার পর, অন্ততঃ অবশিষ্ট মুসলমান তো নিরাপদে ও শান্তিতে থাকিবে। কিন্তু এই ধারণা একটা ভ্রান্ত খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ ধারণা এই যুগের উলেমার শোচনীয় মনোবৃত্তি না জানার দলীল। যদিও একথা সত্য যে, শক্তিশালী প্রত্যেক অমুসলমানের বিরুদ্ধেই তাহাদের কর্মশক্তি নিরুদ্দম ও নিরস্ত হইয়া যায়, কিন্তু ইহার কখনও এ অর্থ নয় যে, অন্য মুসলমান সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধেও তাহাদের ক্রোধ এত সহজে প্রশমিত হয়।

আমি বলি না যে, উম্মতের সব উলামা একই প্রকারের চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। (খোদা যেন ঐ সময় আসিতে না দিন)। কিন্তু মুশকিল এই যে, ভদ্র, শরীফ, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের কণ্ঠ প্রায়ই দুর্বল এবং তাহারা সর্বপ্রকার চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি হইতে সরিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করেন। সুতরাং, আমি এখন শুধু ঐ সব উলামার কথা বলিতেছি, যাহারা প্রায়ই ফতওয়াবাজির রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হন এবং অপরকে কাফের নির্ধারণ যাহাদের প্রিয় কর্ম। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের চিন্তা ও অনুভূতি অধিকাংশই পরস্পর বিরোধিতার সমষ্টি। এক দিকে তো, তাহাদের কর্ম-শক্তি এত দুর্বল যে, যে জটিল ক্ষেত্রেই ইসলামের জেহাদের প্রয়োজন হয়, উহা হইতে তাহারা শত শত ক্রোশ দূরে থাকেন এবং যেখানে প্রয়োজন নাই, সেখানে কথাবার্তার গাজী সাজিয়া লম্ফ ঝম্প করেন। বস্তুতঃ এই সকল জেহাদ শিক্ষাদাতাকে আপনি কাশ্মীর যুদ্ধের সময় সীমান্তের

নিকটেও দেখিতে পাইবেন না, বরং কোন কোন সময় তো যুদ্ধকালে এই জেহাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দেওয়ার অপরাধে সরকার তাহাদিগকে নজরবন্দী করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল সেই সকল বিষয়ে এই সব উলামা আনন্দের সহিত গভীর মনোযোগ দেন, যেগুলি তাহাদের তড়িৎ কোপিত স্বভাবকে ভীষণ উত্তেজিত করিতে এবং মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিতে পারে। ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে তাহাদের দৃষ্টি-শক্তি অতি দূর পাল্লারই নয় বরং উহার ত্রুটি আবিষ্কারের শক্তিও আছে। পক্ষান্তরে সদগুনাবলী তাহাদের দৃষ্টি হইতে পর্বতের পশ্চাৎদিকের ন্যায় অদৃশ্য। তাহাদের সকল বজ্র কেবল মুসলমানদের স্কন্ধে পড়ে। পারস্পরিক সৌহার্দের ভিত্তির উপর কখনও তাহাদের ইজমা হয় না, বরং কোন তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া থাকে। এজন্য আপনি 'ইজমায়ে উম্মত' কখনও আহ্‌মদীগণের বিরুদ্ধে দেখিতে পাইবেন, কখনও শিয়াদের বিরুদ্ধে, কখনও বেরেইলীদের বিরুদ্ধে এবং কখনও দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে। আবার কখনও সকলে মিলিয়া 'আহলে-কোরআনের' বিরুদ্ধে ইজমার প্রাণ-স্পর্শী দৃশ্য পেশ করেন। তাহাদের দৃষ্টান্ত ঐ রকম যেমন এক বাগানের মালিক দেখিতে পাইল এক সৈয়দ, এক পাঠান ও এক মিরাসী তাহার বাগানের ফল লইয়া খাইতেছে। তিন জনের বিরুদ্ধে মালিক নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিল। যাহা হউক, সে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আসসালামু আলাইকুম বলিয়া করজোড়ে বলিল ঃ

"শাহ সাহেব কেবলা ও মহামান্য খাঁ সাহেব! আপনারা দুইজনই সম্ভ্রান্ত। আপনারা যাহা ইচ্ছা করুন। বাগান আপনাদের; কিন্তু এই মিরাসী বাগানে প্রবেশের সাহস কিরূপে করিল? আপনারা দুই-জনই সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমাকে সাহায্য করিলে সকলে মিলিয়া আমরা এই চোরকে বেশ শায়েস্তা করিতে পারি। তারপর আপনারা যেভাবে চান, যেখানে চান এই বাগানের ফল খান।" তখন তিনজনে মিলিয়া একা মিরাসীকে ধরিয়া খুব মার দিয়া লম্বা

করিল। শাহ্ সাহেব ও খাঁ সাহেব ফলের দিকে হাত বাড়াইলেন। মালিক শাহ্ সাহেবকে সরাইয়া দিয়া বলিল ঃ

"হযরত, এই সব কিছু আপনার। আপনার সম্বন্ধে আমার কোনই প্রশ্ন নাই। কিন্তু পাঠানের প্রতি বড়ই রাগ আসে। সে তৃতীয় ব্যক্তি। ফল নষ্ট করিবার তাহার অধিকার কি?" শাহ্ সাহেব সোজা লোক ছিলেন। তিনি কথা বুঝিলেন। পরে দুইজনে মিলিয়া খাঁ সাহেবকে কাবু করিলেন এবং দড়ি দিয়া বাঁধিয়া মারিতে মারিতে আধ-মরা করিলেন। অতঃপর, শাহ সাহেব যখন ফলের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহাকে একা ও দুর্বল পাইয়া মালিক তাহার ঘাড় ধরিয়া মারিতে মারিতে এক শেষ করিল।

পাঠক! একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই সব উলামার যুদ্ধ-কৌশল উক্ত উপমার সহিত বেশ মিলে। প্রভেদ শুধু এইটুক যে, এই বাগানের তাহারা নিজেই মালিক সাজিয়াছেন। যাহা হউক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কঠোরতা ও মুরতাদ হত্যার বিষয় লইয়া এই সকল চীৎকারকারী উলামা মনে দৃঢ় সংকল্প লইয়া বসিয়া আছেন যে, যখনই তাহারা কোন বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের উপর ক্ষমতা লাভ করিবেন, তখনই উহাকে নির্মূল করিবেন। খাত্মে-নবুওত অস্বীকারের অভিযোগে আহ্মদীগণের বিরুদ্ধে হাঙ্গামার কোন কোন চিত্র আপনারা দেখিয়াছেন। তখন এই সকল উলামা এক মুখে জনসাধারণকে বলিতেন ঃ

"কাফের তো এই আহমদীগুলিই। ইহারাই মুরতাদ। ইহা-দিগকে শেষ করিলেই ইসলামের সকল দুঃখের ইতি হইবে। তখন আমরা সকলেই গলায় গলায় মিলিয়া মিশিয়া ভাই ভাইরূপে বসবাস করিব। আমাদের মতভেদ ভিতরকার এবং বাহিরের অনৈক্য শুধু এই একটিকে লইয়া। আমাদের অনৈক্য গৌণ, পক্ষান্তরে উহা একটি মৌলিক বুনিয়াদি মতভেদ।"

কিন্তু ইহা আবার ঐ সময়েরই কথা যখন এই আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল। জমায়াতে-ইসলামীর মুখ-পত্র তসনীম আহলে-কোরআনের বিরুদ্ধে এই ফাতওয়া না দিয়া থাকিতে পারেন নাই ঃ

"যদি এই পরামর্শদাতাগণের উদ্দেশ্য ইহাই হয় যে, শরীয়ত শুধু ততটুকু যতটুকু কোরআনে আছে—ইহা ছাড়া বাকী যাহা কিছু আছে শরীয়ত নয়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট কুফর এবং ঠিক তেমনই কুফর যেমন কাদিয়ানীদের কুফর বরং উহা অপেক্ষাও শক্ত ও কঠিন।"

ইহা ঐ সময়ের কথা, যখন সম্পূর্ণ মনোযোগ আহ্‌মদীয়া জামাতের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। এখন তো, যাহা হউক, 'তক্‌ফীরের' বাজার সব দিক দিয়া গরম।

کفر و ایمان کا جو مقدمہ تھا
آج پھر اسی کی روبکاری ہے

["কুফর ও ঈমানের যে দ্বন্দ্ব ছিল, উহা আজ আবার আরম্ভ হইল।"]

ধর্মক্ষেত্রে সর্বত্র এক মহাকোলাহল। যষ্টির লাঠি থাকিলে বকরের মাথা আছে। উমরের দাড়ি থাকিলে বকরের হাত আছে। প্রত্যেকের গর্দান অন্যের হাতে খণ্ড বিখণ্ড হইতেছে। এখন আমার সম্মুখে একটি পুস্তিকা আছে। ইহার নাম 'দেওবন্দী মৌলবীউঁ কা ঈমান'। ইহা (মৌলানা) আবদুল মোস্তাফা আবু ইয়াহ্‌ইয়া মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন শাফেয়ী কাদেরী থানুবী প্রণীত। ইহার কভার পেজের দ্বিতীয় য় মৌলবী আশরফ আলী থানুবী সাহেব সম্বন্ধে দ্বার্থহীন ভাষায় এই ফতওয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তিনি খত্‌মে-নবুওত অস্বীকার করিতেন। যদিও ভাষা সৌজন্যপূর্ণ নয়, তথাপি অর্থ ইহাই। অতঃপর, পুস্তিকাটির মূল বিষয় আরম্ভ হইয়াছে মৌলবী ইস্‌মাঈল দেহ্‌লবী সাহেবকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁহাকে কাফের সাব্যস্ত করা হইল পুস্তিকাটির লক্ষ্য। (ভাষা এমনই জঘন্য যে, উদ্ধৃতি দেওয়া হইতে যথাসাধ্য পরহেজ করিতেছি)। অতঃপর, দেওবন্দের অন্যান্য প্রধান পুরুষদের নামে কুফরের ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে। মৌলবী সানাউল্লাহ্‌ অমৃতসরীকেও নিঃসন্দেহে কাফের নির্ধারণ করা হইয়াছে। মৌলবী রশীদ আহ্‌মদ গাঙ্গোহী সাহেবকেও এই পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেবের উপরও কুফরের ফতওয়া মৌলবী আশরফ আলী থানুবীর ন্যায় খাতমে-নবুওত আকিদা অস্বীকার করার অভিযোগে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

কতিপয় উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেব খাত্‌মে-নবুওত একেবারেই মানিতেন না অথচ ইহা আহ্‌মদীগণের বিরুদ্ধে 'খাত্‌মে-নবুওত' না মানার অপবাদের ন্যায় সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু তাহার মতে যেহেতু আহ্‌মদীদের ন্যায় মৌলানা আবদুল মোস্তাফা শাফেয়ী কাদেরী প্রভৃতি কৃত 'খাত্‌মে-নবুওতের' ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে, সেইজন্য এই পুস্তিকার প্রণেতা আবদুল্ মোস্তাফা জনাব মৌলবী মোহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব সম্বন্ধে বলেন ঃ

"মুসলমানগণ! দেখ, এই মালাউন, নাপাক, শয়তানী বাক্য খাত্‌মে-নবুওতের কেমন মূল কর্তন করিয়াছে। * * এখন দেখুন, মৌলবী কাসেম নানুতুবী খত্‌মে-নবুওত অস্বীকারকারীরূপে সাব্যস্ত। অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে মৌলবী রশিদ আহ্‌মদ ও মৌলবী খলিল আহ্‌মদ প্রভৃতি ওহাবীগণ কুফরের ফতওয়া দিয়াছেন। * *"

কিন্তু আমি বলি, এখন দেখুন খত্‌মে-নবুওত অস্বীকারের যে ছোরা কোন সময় এক বিরাট এজ্‌মা সহ, বিশেষতঃ আহ্‌লার বিশেষজ্ঞদের হস্তে আহ্‌মদীগণের হৃদয়েই চালান হইতেছিল, উহাকে এখন কত বেপরওয়া উচ্ছৃঙ্খলতা সহ ঐ সকল ব্যক্তির হৃদয়েই চালান হইতেছে, যাঁহারা এই ছোরা ব্যবহারে পটু ছিলেন বলিয়া মনে করা হইত। ইহা একটি নগণ্য দৃষ্টান্ত। দুঃখের বিষয় স্থানাভাবে আমি উল্লিখিত পুস্তিকার ৯৫ পৃষ্ঠার 'মজমুন' পেশ করিতে পারিতেছি না, যাহার শীর্ষ হইতেছে।

"মীর্যায়ী কাদিয়ানীদের ন্যায় দেওবন্দী ওহাবীদের আকিদা গুলিরও সংক্ষিপ্ত নমুনা।"

রচনাভঙ্গী পড়িবার মত।

শোরেশ কাশ্মীরীর লেখাও পড়িবার মত। 'কাফের সাজ মোল্লা' অর্থাৎ কাফেরকারী মোল্লা নামক পুস্তিকার কভার পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ

"যে ব্যক্তি দেওবন্দের আকাবেরের (প্রবীনগণের) বিরুদ্ধে কুফরের ফতওয়া দেয়, সে শুধু দুরাত্মা, দুর্ভাগা, কুভাষী, লাঞ্ছিত ও নীচ নয়, বরং আমরা পর্যন্ত বলিতে পারি যে, সে জারজ।"

পুস্তিকার ৭ম পৃষ্ঠার লেখা বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য। শোরেশ কাশ্মীরী সাহেব ১৯৬২ সনের "চাটানের" সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে হুমকি দিয়াছিলেন, ইহা উহাই। ইহাতে লিখিত আছে ঃ

"এই কাফেরকারীদের নিকট অবশ্যই আমাদের এই নিবেদন যে, তাহারা তাহাদের মুখ বন্ধ করুন। নচেৎ, এমন না হয় যে, তাহাদের পোষ্টমর্টেম করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ইহা সহ্য করিতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে কাফের বলে, যাঁহারা এদেশে এক শতাব্দী বা ততোধিক সময় যাবত ইসলামের সত্যিকার খেদমত করিয়া আসিতেছেন।****

নিয়তম দাবী এই যে, সরকার ইহাদের মুখ বন্ধ করুন। আমাদের এই প্রকার আধ্যাত্মিক মর্যাদাশীল সুন্নত সমর্থক, বেদাত নিবারক শেখুল্-হাদিস এবং আবুল ফযল বলিয়া অভিহিত পাটুয়ারীদের প্রয়োজন নাই। তাহারা ফেৎনাকারী, রসুলুল্লাহ্‌র ইরশাদ অনুযায়ী—কতল অপেক্ষাও ফেৎনা সাংঘাতিক অপরাধ।"

তারপর, এই পুস্তিকার ৯ম পৃষ্ঠায় 'ফি সাবিলিল্লাহ্ ফাসাদ' শীর্ষে শোরেশ কাশ্মীরী সাহেবের একটি কবিতা আছে। উহা বেশ মজাদার। উহাতে বেরেইলবীদের উপর ধর্ম বিক্রয় করিয়া রুটী খাওয়ার এবং পয়গম্বরের শরাহ্ বিক্রয় করিয়া খাওয়ার অভিযোগ করা হইয়াছে। লর্ড ক্লাইভের তল্পীদার নির্ধারণ করা হইয়াছে। তারপর, এই পুস্তিকাতেই বেরেইলবীদিগকে লীগ ও কায়েদে আযমের শত্রু রূপে দেখান হইয়াছে।

এই পুস্তিকা ছাড়া দেওবন্দীদের প্রকাশিত চারি পৃষ্ঠার একটি প্রচারপত্র আমার নজরে পড়িয়াছে। উহার নাম হইল ঃ

"রিজাখানী ফিতনাবাজদের নির্জলা মিথ্যা"

এই প্রচার-পত্র হইতে "চাটান" সম্পাদক আগা শোরেশ কাশ্মীরীর লেখার একটি উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি মৌলানা মুহাম্মদ আলী, মৌলানা হুসাইন আহ্‌মদ (মদনী), আবুল কালাম আযাদ, আল্লামা ইকবাল, মৌলানা জাফর আলী খাঁ, মৌলানা হযরত মোহানী, সৈয়দ আতা-উল্লাহ্‌ শাহ্‌ বুখারী এবং তাহাদের ন্যায় গুণবান ব্যক্তি তাহাদের হাতে অপমানিত হইয়াছেন।"

কয়েক ছত্র পরে লিখিয়াছেন ঃ

"আমরা মহাপ্রতাপান্বিত বিশ্বপালককে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহাদিগকে যাহারা গালী দেয়, তাহারা আবার এমন প্রকৃতির লোক, যাহারা তাঁহাদের পায়খানার ইট হইতেও জঘন্য।"

ইহার প্রত্যুত্তরে বেরেইলী হইতে প্রকাশিত "শোরেশের শোর" রিসালার ৩য় পৃষ্ঠায় একটি কবিতা ছাপিয়াছে। উহার কয়েকটি পদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

"সেই বাজারেই" যাহার জীবন কাটিয়াছে, আমাদিগকে সে চোখা কথা শুনাইতেছে।

রসূলের প্রতি অবমাননার পতাকা হাতে নিয়া দুনিয়ার কাছে বুজুর্গী করিতেছে!

সে কখনও তাহার নিজের ঝুলির দিকে তাকায় নাই। তাহার নিজের কাফেরী কখনও তাহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে ফ্যাসাদ-সৃষ্টিকারী! ধর্মীয় জ্ঞানের সনদ কখন হইতে তুই পাইলি?

মন্দিরের প্রসাদ কে খাইয়াছে, বল্‌? হিন্দুর মোহর কাহার পাকটে, বল্‌?

'ভারত কি জয় হ্যায়্‌' ধ্বনি কে করিত নিজেই চিন্তা কর্‌, কে বিক্রয় করিয়াছে পয়গম্বরের শরাহ্‌?

দেশের মুক্তির বিরোধী কে ছিল, বল্ ? কংগ্রেসের সহিত বন্ধুত্ব কাহার ছিল, বল্ ?

নেহরুকে 'ইয়া রসুল' কে কহিয়াছিল, বল্ ? কে পদদলিত করিত রেসালতের শ্রেষ্ঠত্ব, বল্ ।

নানুতুবীর উপর কুফরের ফতওয়া লাগিবে না কেন ? কিরূপে ইহা মানিব যে, থানুবী মুসলমান ছিল ?

কে বলিয়াছে 'নবুওতের দরজা বন্ধ হয় নাই ?' কাদিয়ানীদেরকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে কে, বল্ ?

কে শিখাইয়াছে তোকে মোস্তফার অবমাননা করিতে ? কাহার নিকট তুই কফুরের এই নীতি শিখিয়াছিস ?

আমরা লু-হাওয়া ও হেমন্তের উত্তরাধিকারী, সত্য ! কিন্তু তোমাদের দ্বারা কোন্ ফুল তাজা হইয়াছে ?

আমরা ফিৎনা-ফ্যাসাদপ্রিয়, সত্য। কিন্তু, তোমরা তো সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিয়াছ।

মানবতার নামে গালী দিয়া থাক। তবু বল, 'বেরেইলবী খারাপ'।

ভদ্রতার নামে নিজেই নগ্ন হইয়াছ। সভ্যতা বা লজ্জা তোমাদের একটুও নাই।

খত্মে-নবুওতের আড়ালে ফিৎনা ছড়াইয়াছ। শান্তির নামে তোমরা ফিৎনা সৃষ্টি কর।

নবুওতের নামে চাঁদা লুট কর। তোমরা নবীর নামে ভিক্ষা বৃত্তি কর।

না'রা ধ্বনি দ্বারা কখনও কেহ আমীরে শরীয়ত হইয়াছে কি ?

বাগাড়ম্বর দ্বারা কাহারও মাথা উঁচু হইয়াছে কি ?

বেরেইলবী ও দেওবন্দীগণের পারস্পরিক দোষারোপ দীর্ঘ-কাল যাবত চলিয়া আসিতেছে। উভয় পক্ষের বাক-পদ্ধতি অত্যন্ত পরিষ্কার।

কিন্তু ঐগুলি পড়িলে একটি কথা পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া পড়ে যে, অধিকাংশ উলামার পারস্পরিক তক্‌ফীর-বাজীর মূলে থাকে ক্রোধ ও

উম্মা। যে দিকেই তাহারা এই উম্মার স্রোত ফিরাইয়া দেন ঐদিকে ব্যক্তি, জামাত, ফির্কা বা মুরতাদ যেই থাকুক বধ্য ও 'মগযুবে আলাইহীম' (অভিশাপ গ্রস্ত) হইয়া পড়ে। ১৯৫৩ সনের হাঙ্গামার সময় যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়া আহ্‌মদীগণকে 'ওয়াজিবুল্-কতল' (অবশ্য বধ্য) বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল, অভিযোগকারীগণ নিজেরাই একে অন্যের উপর সেই সব অভিযোগ আরোপ করিতেছেন। আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে বেরেইলবী ও দেওবন্দী উভয় পক্ষ হইতে সম্মিলিত-ভাবে নিম্ন-লিখিত অভিযোগগুলি আনিয়া ভীষণ উত্তেজনা পূর্ণ জনমত সৃষ্টি করা হইয়াছিল ঃ

১। আহ্‌মদীরা 'খত্‌মে নবুওত' অস্বীকার করে।
২। আহ্‌মদীরা রসুলের অবমাননা করে।
৩। আহ্‌মদীরা ইংরাজের চর।
৪। আহ্‌মদীরা পাকিস্তান বিরোধী।
৫। আহ্‌মদীরা জেহাদের বিরোধী।
৬। আহ্‌মদীরা অ-মুসলমানগণের সহিত মিলিত।
৭। আহ্‌মদীয়ত ধর্মের নামে এক দোকানদারী।

এখন ঠিক এই অভিযোগগুলিই দেওবন্দী ও বেরেইলবীগণ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন এবং জনসাধারণকে তদ্বারা ক্ষিপ্ত করিতে চাহিতেছেন। বিশেষতঃ, কোন কোন দেওবন্দী আলেম খতমে-নবুওতের অস্বীকারের অভিযোগেই বেরেইলবীগণের রোষগ্রস্থ। যে সকল আলেম গতকল্য পর্যন্ত উম্মতের এক বিরাট ধর্মীয় ঐক্যের দাবী লইয়া একটি ক্ষুদ্র আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, আজ তাহারা নিজেরাই সেই ঐক্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছেন। সেই অস্ত্র, সেই চালক এবং রণকৌশলেরও কোন পরিবর্তন হয় নাই। অবশ্য যুদ্ধবাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। স্বতঃই আহ্‌রারগণের সম্বন্ধে তদন্ত আদালতের জজগণের কথা মনে পড়ে ঃ

"ইসলাম তাহাদের নিকট একটি যন্ত্রবিশেষ। সময়ে ইহাকে সিকায় তুলিয়া রাখে আর কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার প্রয়োজনে ইহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

কংগ্রেসের সহিত আদান প্রদানে ধর্মকে তাহারা ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া থাকে এবং জাতীয়তার ধারক সাজিয়া থাকে। কিন্তু লীগের বিরুদ্ধে তাহারা সকাল একই শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়ায় এবং ইসলামই (যাহার ইজারা খোদা হইতে তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল), তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। তাহাদের ধারণা লীগ ইসলামের প্রতি শুধু উদাসীনই নহে বরং লীগ ইসলামের শত্রুও বটে। তাহাদের নিকট কায়েদে আজম একজন কাফিরে আজম ছিলেন।"

এই কথাগুলি বিজ্ঞ জজগণ আহ্‌রারদের সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। কথাগুলি সত্য হওয়া সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্মীয় জগতে উলামার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মানুষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয় যে, "ইসলাম তাহাদিগের জন্য একটি যন্ত্র বিশেষ। আবশ্যকমত কোন রাজনৈতিক বিপক্ষ দলকে যখন খুশী পেরেশান করিবার জন্য উহাকে তাহারা স্বযত্নে তাকে তুলিয়া রাখিত এবং যখন খুশী ব্যবহার করিত।"

এইসব উলামার উদ্দেশ্যের সততা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়, যখন তাহারা আহ্‌মদীগণের বিরুদ্ধেও সেই অস্ত্রই ব্যবহার করেন, যাহা তাহারা ব্রেইলবীগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন এবং ব্রেইলবীগণের বিরুদ্ধেও সেই অস্ত্রই ব্যবহার করেন, যাহা তাহারা দেওবন্দীগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন? তারপর, বিচিত্র তাহাদিগের বাক্-পদ্ধতি! ওগুলি ব্যবহারের তো কোন প্রশ্নই উঠে না, স্মরণেও ঘৃণা বোধ হয়। একদিকে আগা শোরেশ কোন কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম-পথ-প্রদর্শক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহারা জারজ সন্তান।

পক্ষান্তরে, ইহার প্রতিবাদে বলা হইয়াছে ঃ

"যদি ব্রেইলবী জারজ সন্তান হইয়া থাকেন, তবে তুই তোর নিজের বিষয় কি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারিস? তোর নিজের বেলা কি তুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলি? কে জানে, তুই অন্ধকারের সন্তান কিংবা ....." (১)

---

(১) 'শোরেশ-কা অপারেশন" বজবাবে "কাফের সাজ মুল্লা" হাফেয মুহাম্মদ হুসাইন হাফেয লায়েলপুরী প্রণীত, ৬ পৃঃ।

তারপর, একটি কবিতায় জনৈক সৈয়দ আইয়ুব তান্‌হা কুপুরথলবী শোরেশ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

"আহ্‌মদ রিজার মর্যাদা সম্বন্ধে তুই কি জানবি? যা গন্ধ নে হিন্দুদের পঁচা কৌপীনের।

টাকা তোর রসুল, টাকা তোর খোদা। যে একটু দেখাইয়া দেয়, সে তোর পার্টি।

বিশ্ব-মিথ্যুক! মিথ্যা বলিয়া, তুই এখন ঘরে ঘরে গলীতে গলীতে লাঞ্ছিত।

তুই তো সর্বদা কুফরের জীবন কাটাইয়াছিস্? রে ভ্রষ্ট। মুসলমানের সঙ্গে তুই কবে ক্ষত্রীয় হইয়াছিস্? রে নমরূদ! তক্‌বীরের কথা তুই কি জানিস্? যা, হিন্দুদের সহিত মিলিয়া হরি হরি কর।

আইয়ুব জি! সময় খুব অল্প। নচেৎ এখানে আরও অনেক সাচ্চা কথা বলিতাম।" (১)

সৈয়দ মুহাম্মদ আইয়ুব তান্‌হা সাহেবের সময়ের একান্ত অভাব। নচেৎ খোদা জানেন, তিনি আরো কি কি 'বচন' শুনাইতেন। মনে হয় তিনি লাহোরের আঞ্জুমানে আহ্‌লে সুন্নত জমাতের সেক্রেটারী, মিসরী শাহ্ সাহেবের নিকট অধিক সময় কাটাইয়াছিলেন। কারণ তিনি শুধু দেওবন্দী উলামা, বিশেষতঃ শোরেশ সাহেবকে প্রাণ খুলিয়া সাচ্চা কথা শোনান নাই, বরং তাহার কৃত 'শোরেশ কি শোরোশর' অনেক স্থানে অভ্রান্ত বরাত দিয়াছেন এবং প্রতি কথারই দলীল পেশ করিয়াছেন। সাচ্চা কথা প্রসঙ্গে তিনি দুইজন দেওবন্দী উলামার পারস্পরিক অনৈক্যের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :

"মৌলানা হুসাইন আহ্‌মদ সাহেব মুসলমানগণের জন্য মুসলিম লীগে যোগদানকে হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং কায়েদে আজমকে কাফেরে আজম উপাধি দিয়াছেন এবং মৌলবী হুসাইন আহ্‌মদের এই ফতওয়ার জন্য মৌলবী শাব্বীর আহ্‌মদ উস্‌মানী বলিয়াছেন :

---

(১) "শোরেশ—ওরফে ভাড়ে কা টাউ', গোলামুল্-মাশায়েখ্ জনাব শাহ্ মুহাম্মদ আলি সরহেন্দী ও জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ আইয়ুব তান্‌হা কুপুরথলবী, ৭ ও ৮ পৃষ্ঠা।

'কায়েদ আজমকে কাফেরে আজম বলা চরম হৃদয়হীনতা বটে। শোরেশ সাহেব! একটু চক্ষু মেলিয়া দেখুন কাহারা পরস্পরকে কাফের, আবু-জেহেল, শূকর, হতভাগা, নির্বোধ ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করে এবং কায়েদ আজমকে কাফেরে আজম বলে? ব্রেইলবী উলামা?—না, দেওবন্দী উলামা?

শোরেশ সাহেব! এখন বলুন, আপনার কথা মত শূকর, কাফের, ধর্ম-বিক্রেতা, অপ্রলাপকারী বল্গাহীন, অশান্তি সৃষ্টিকারী, পাষাণহৃদয়, পামর, দুষ্টভাষী ও জারজ উলামা কি ব্রেইলবী অথবা দেওবন্দী?'' (১

পর পৃষ্ঠায় এক দেওবন্দী আলেমের একটি ফতওয়া দ্বারা প্রমাণ দিয়া বলেন ঃ

''এখন বলুন, দেওবন্দী মযহব এবং এই ফতওয়া অনুসারে সারা দুনিয়া বিশেষতঃ পাকিস্তানে আপনি সমেত কতজন মুসলমানের নিকাহ্ কায়েম আছে এবং বৈধ সন্তান কতজন? আহ্লে সুন্নতের উলামার প্রতি তকফীরের অভিযোগকারীগণ! নিজেদের প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখুন, আপনাদের কাফের-সৃষ্টি ও তকফীরবাজী কত সংক্রামক ফিৎনা। ইহার আলোকে ইস্লামী দুনিয়ায় কোনও সন্তান মুসলমান ও বৈধজাত হওয়া সম্ভবপর নয়।'' (২)

আর একটু পরে মৌলবী জাফর আলী খাঁ সাহেবের কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ কবিতায় আছে ঃ

''গালী-দাও, মিথ্যা বল, আহ্রার দলে মিশ।
রাজনৈতিক সমাধান এই প্রকারেই হইবে।

এই আমীরে-শরীয়ত যখন শিখ খালসার সঙ্গে মিলিত হন তখন ইহাকে কেন রাজনীতির চাল বলিবেন না?''

বস্তুতঃ, পরস্পরের প্রতি গালাগালীর এই মর্মান্তিক শৃঙ্খল দীর্ঘকাল যাবত চলিয়া আসিতেছে। সব অভিযোগ, এমনকি বাক্ পদ্ধতিও সেই

---

(১) 'শোরেশ কি শোরেশ' ৮ পৃঃ।
(২) 'শোরেশ কি শোরেশ', ৯ পৃঃ।

একই, যাহা আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত অবলম্বন করা হইয়াছে। উলামা বলিতে পারেন কি যে, এই সব কিছু কি পৃথিবীতে খোদা ও তাঁহার রসূলের গৌরব প্রকাশার্থে করা হয়?

শুধু গালাগালী পর্যন্ত পৌঁছিয়াই ব্যাপার শেষ হয় না। শুধু উত্তেজনা সৃষ্টিতেই নিবৃত্তি নাই। পরন্তু আসল কথা এই যে, দীর্ঘ-কাল যাবত গভীর আকাঙ্খা পোষণ করিবার পরে যদি এই সব উলামার মধ্যে কোনও এক দলের ক্ষমতা লাভের সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়গুলির পাইকারী হত্যালীলা হইতে কখনও নিবৃত্ত হইবেন না। ক্ষমতা লাভের পূর্বেই ধর্মের নামে কতল, লুঠতরাজ ও অগ্নি-সংযোগের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে আছে। ক্ষমতা লাভের পর এই কর্মনীতির পরিবর্তন হওয়া কিরূপে সম্ভবপর?

পরস্পরের প্রতি যখন এই প্রকার বিদ্বেষ বর্তমান, তখন উত্তেজনা সীমা ছাড়াইয়া গেলে এবং সেই অবস্থায় ক্ষমতা লাভ হইলে এবং দেশের সকল শক্তি বিরোধিতার পরিবর্তে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিলে, কিরূপে আশা করা যায় যে বিজয় লাভের পর এই সব উলামা জুলুম ও সীমা লঙঘন করার অভ্যাস হঠাৎ পরিত্যাগ করিবেন?

এইরূপ সময়ে অত্যাচার অনাচারের পথে শুধু একটি মাত্র বাধা সম্ভবপর। যদি বিশ্ব-স্রষ্টার রুদ্রতার ভয়, রাব্বুল্‌-আলামীনের জালালের ভীতি তাহাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে এবং আল্লাহ্‌-তা'লার অসন্তুষ্টির ভয় (তাক্‌ওয়াল্লাহ্‌) তাহাদিকে দৃঢ় হস্তে বারণ করে, তবেই মাত্র রক্ষা। কিন্তু এই সব কিছু খোদা-তা'লার কর্তৃত্ব ও সম্মান প্রতিষ্ঠার্থে করা হইতেছে। তাহাদের মানস পটে 'তাক্‌-ওয়াল্লাহর' অর্থ ইহাই। যখন অত্যাচারমূলক ব্যক্তিগত মনোবৃত্তিকেই ধর্ম বিশ্বাসের নাম দেওয়া হয় এবং নির্মম কঠোরতা ও অত্যাচার মূলক শিক্ষাকে খোদা-তা'লার নামে তাঁহারই প্রতি আরোপ করিয়া উপস্থাপিত করা হয়, তখন সর্বশক্তিমান খোদার 'রুদ্র হস্ত' ছাড়া অন্য কোন হস্ত আছে কি যে, এই সব ক্ষমতাসীন উলামাকে তাহাদের ইচ্ছা পালন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে?

এই প্রসঙ্গে মৌলানা মওদুদীর আকায়েদের সম্পর্ক যতটুকু, কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে পূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। রহিলেন, বাকী উলামা। পুস্তকখানির কলেবর অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্তির ভয়ে সকলকে নিয়া এখানে পৃথক পৃথক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। অবশ্য, তদন্ত আদালতের বিজ্ঞ জজগণের গবেষণার সারমর্ম তাহাদের কথায় পেশ করা হইল ঃ—

'ইসলামী শাসন বিধানে ইসলাম ধর্মত্যাগের শাস্তি হইল মৃত্যদণ্ড। সমস্ত আলেম সম্প্রদায় কার্য্যতঃ এ বিষয়ে একমত (মৌলানা আবুল হাসনাত সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ কাদেরী, পাকিস্তান জামিয়াতুল উলেমার সদর, পশ্চিম পাকিস্তানের জমিয়াতুল উলেমায় ইসলামের সদর মৌলানা আহমদ সাহেব, পাকিস্তান জামাতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব আমীর মৌলানা আবুল আলা মওদুদী, লাহোরের জামে আশরাফিয়ার কর্মকর্তা মুফতি মোহাম্মদ ইদ্রীস সাহেব, পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়াতুল আহ্‌লে হাদিসের সদর জনাব মৌলানা দায়ুদ গজনভি, জমিয়াতুল উলেমায়ে ইসলামের মৌলানা আব্দুল হালিম কাসিমী সাহেব, পাঞ্জাব এবং মিণ্টার ইব্রাহিম আলি চিন্তীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)। এই বিশ্বাস মতে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান তাঁহার বর্তমান ধর্ম-বিশ্বাস যদি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত না হইয়া বর। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে তিনি আহ্‌মদিয়াত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিপাত করা কর্তব্য। যদি মৌলানা আবুল হাসনাত, সৈয়দ আহমদ কাদেরী কিম্বা মির্জা রেজা আহ্‌মদ খাঁ ব্রেলভি কিম্বা সেই সমস্ত অসংখ্য উলেমার মধ্য হইতে কেহ যাহাদের নাম Ex. D. 14 ফতওয়ার সুদৃশ্য বৃক্ষের প্রতি পত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নিযুক্ত হন, তবে ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত পাকিস্তান আইন প্রণয়ন বোর্ডের সদস্য মৌলানা মোহাম্মন শফী দেওবন্দী এবং মৌলানা দাউদ গজনভী প্রমুখাৎ দেওবন্দী এবং ওহাবীদের পরিমাণও একইরূপ হইবে, এবং যদি মৌলানা মোহাম্মাদ শফী দেওবন্দী রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হইয়া পড়েন, তবে ঐ সমস্ত ব্যাক্তিদিগকে যাহারা দেওবন্দী-গণকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ইসলাম হইতে

খারিজ সাব্যস্ত করিবেন এবং তাহারা যদি মুরতাদের আওতায় পড়েন অর্থাৎ তাহারা যদি নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত না হইয়া নিজেরাই পরিবর্তন করিয়া থাকেন, তবে মুফতি সাহেব তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দান করিবেন।

দেওবন্দীদের একটি ফতওয়া (Ex. D. E. 13), যাহাতে এসনা আশারী শিয়া সম্প্রদায়কে কাফের সাব্যস্ত করা হইয়াছিল, যখন তাহা আদালতে পেশ করা হইত তখন বলা হইল যে, ইহা আদি না বরং জাল। কিন্তু মুফতী মোহাম্মদ শফী সাহেব যখন এ বিষয়ে দেওবন্দে অনুসন্ধান করিলেন, তখন সেই দারুলওলুম বিদ্যালয়ের অফিস হইতে একখানা নকল পাওয়া গেল, যাহাতে দারুল ওলুমের প্রত্যেক শিক্ষকের স্বাক্ষর ছিল এবং মুফতি মোহাম্মদ শফী সাহেবের স্বাক্ষরও ইহাতে ছিল। এই ফতওয়াতে লিখিত ছিল যে, যাহারা মহান সিদ্দিক (রাঃ)-এর সাহাবিয়াতে বিশ্বাস রাখে না এবং যাহারা হযরত আয়েশা সিদ্দিকার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে এবং কোরান শরীফের পরিবর্তন করার জন্য দায়ী, তাহারাও কাফের। মিস্টার ইব্রাহিম আলি চিশ্‌তি যিনি ইহা পাঠ করিয়াছিলেন এবং নিজ প্রবন্ধ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন তিনিও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

তাহার মতে শিয়াগণ এই জন্য কাফের যে, তাহারা বিশ্বাস করে যে, হযরত আলি নবুওয়াত বিষয়ে আমাদের পবিত্র রসুলের সঙ্গে অংশীদার ছিলেন। মিস্টার চিশতি এই প্রশ্নের উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানাইলেন যে, যদি কোন সুন্নি মুসলমান নিজ ধর্ম মত পরিবর্তন করিয়া শিয়াভাবাপন্ন হইয়া পড়ে তবে সে কি সেই ধর্ম ত্যাগের অপরাধে অপরাধী হইবে যাহার দণ্ড হইল মৃত্যু? শিয়াদের মতে সমস্ত সুন্নিগণ কাফের এবং আহ্‌লে কোরআন অর্থাৎ যাহারা হাদিসকে অবিশ্বাস্য মনে করে এবং উহাকে মান্য করা প্রয়োজন মনে করে না তাহারা সর্ব-সম্মতভাবে কাফের এবং এই অবস্থা স্বাধীন চিন্তাবিদদের জন্যও প্রযোজ্য। এই সমস্ত তর্কের শেষ বক্তব্য হইল এই যে, শিয়া, সুন্নি, দেওবন্দি, আহ্‌লে হাদিস এবং ব্রেলভী ইত্যাদি লোকদিগের মধ্য হইতে কেহই মুসলমান নহে এবং যদি রাজ্যের

শাসন ক্ষমতা এহেন জমাতভুক্ত লোকদের হাতে থাকে, যাহারা অপর সমস্ত জামাতের লোকদিগকে কাফের মনে করিয়া থাকে, তবে যখনই কোন ব্যক্তি নিজ ধর্মমত পরিবর্তন করিয়া অপর মত গ্রহণ করিবে, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা মতে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। আবার যখন আমরা দেখি যে, মুসলিম শব্দের অর্থ করিতে কোন দুই জন আলেম একমত হইতে পারেন নাই, তখন এই মতবাদের ফলাফলের কথা আন্দাজ করিবার জন্য কোন বিশেষ চিন্তা শক্তির প্রয়োজন করে না। যদি আলেমদের পেশ করা ব্যাখ্যার প্রত্যেকটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় এবং সেগুলিকে একত্রে সাজান যায় এবং নমুনা স্বরূপ, গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে রায় প্রদানে অভিযোগ সমূহকে যে দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখা হইয়াছিল যদি এক্ষেত্রেও সেইভাবে তদন্ত আদালত অভিযোগ সমূহকে গ্রহণ করে তবে সেই সকল কারণের সংখ্যা অগণিত হইবে, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া যে কোন ব্যক্তিকে ধর্মমত ত্যাগকারী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পৃষ্ঠা ২১৮-১৯)।

এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, এই মুসলমান সম্প্রদায়গুলির কোনটির উলামার হাতে 'ক্ষমতা' আসিলে, অবশিষ্ট সকল ফিরকার জনগণকে ব্যাপক হত্যা করা 'জায়েজ' বলিয়া নির্ধারণ করা হইবে না? নিশ্চয় ইহাই হইবে। কিন্তু এই প্রভেদ থাকিবে যে, তখন 'কুফর ও ইরতেদাদের ফতওয়া' ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশিত না হইয়া, সরকারের 'বুলেটিনরূপে' [Bulletines] প্রকাশিত হইবে, বা 'উজীরদের প্রেস কনফারেন্সে' হয়তো এই সম্পর্কে ঘোষণা করা হইবে। ঐ সকল 'ফতওয়া' একতরফা হইবে। মুসলমান সরকারের কোন আলেমের বিরুদ্ধে 'ফতওয়া' জারি করিবার কোনই অধিকার 'বিরুদ্ধ মত পোষণকারী' কোন আলেমেরই থাকিবে না। 'ফতওয়ার' তো প্রশ্নই উঠে না, প্রাণে জীবিত থাকাও অসম্ভব, যদি 'তাকিয়া' (আত্মগোপন) করা না হয় এবং

"এবং যদি তাহারা এমনি সত্যের ভক্ত যে, মুনাফেক হইয়া বাস করিতে চাহে না, বরং যে জিনিসের উপর এখন ঈমান আনিয়াছে,

তাহার অনুবর্তিতায় সত্যবাদী হইতে চায়, তবে নিজে নিজেই মৃত্যুদণ্ড লাভের জন্য উপস্থিত হয় না কেন ?"

তৎপরতার সহিত বুলেটিন প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গিলোটিন (গর্দান কর্তন যন্ত্রও) তড়িৎ গতিতে চালিত হইবে এবং দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিবে। এই প্রকার কঠোরতার সময়ে যেমন হইয়া থাকে, সত্যের ভক্ত ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাহারা মুনাফেক হইয়া জীবিত থাকা পছন্দ করে না এবং শৃগালবৎ হইয়া শত বর্ষের জীবনলাভ অপেক্ষা ব্যাঘ্ররূপে অর্ধঘন্টা জীবিত থাকা উত্তম মনে করে, তাহারা ছাড়াও এমন কিছু লোক থাকিবে, যাহাদিগকে 'ইরতেদাদের' অপরাধে ধৃত করা হইবে, অর্থাৎ যাহাদের শত্রুগণ তাহাদিগকে সমসাময়িক গবর্ণমেন্টের হাতে হত্যা করাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর কুফরের অভিযোগ করিবে (যেমন পূর্বেও করা হইয়াছে এবং আজিও করা হইতেছে) এবং আদালতগুলিতে বহু সাক্ষী উপস্থিত হইয়া শপথ করিয়া বলিবে যে, অমুক ব্যক্তির পুত্র অমুক ব্রেইলবী বা দেওবন্দী বা মওদূদী, সরকারী আকিদার বিরোধী 'কুফর কালাম' করিয়াছিল। ফলে, এই প্রকার অপরাধীদিগকে তাহাদের অস্বীকৃতির কারণে আরও তদন্তের উদ্দেশ্যে পুলিসের হাওলা করা হইবে। তাহাদিগকে নানা প্রকার যাতনা দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে : "খোদাকে 'হাযের-নাযের (উপস্থিত ও নিরীক্ষক) জানিয়া বল যে, তোমরা অমুক অমুক কুফরী বাক্য বল নাই কি ?" অতএব, কতজন খোদাকে 'হাজের-নাজের' জানিয়া সেই কুফরী বাক্য অস্বীকার করিবে এবং "মিথ্যাবাদীতার" ফলে ভীষণ যাতনা সহ্য করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে এবং কতক ব্যক্তি ঐ সকল জুলুম যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে খোদাতা'লাকে উপস্থিত ও নিরীক্ষক মানিয়া স্বীকার করিবে যে, তাহারা ঐ সকল কুফরী কালাম উচ্চারণ করিয়াছিল। এই "সত্য প্রকাশ" করিবার অপরাধে তাহাদের গর্দান তরবারি বা গর্দান কর্তন যন্ত্রের এক আঘাতে ছিন্ন করা হইবে।

যদিও ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, "ইসলামী হুকুমতের" এই আমলী চিত্র দেখিয়া অনৈস্লামিক জগৎ ভীষণ ক্রুদ্ধ ও বীত-শ্রদ্ধ হইবে এবং লোকের মনে "ইসলামের" বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্বেষ জাগ্রত হইবে,

এমন কি মোহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওসাল্লামের যে পরম সুন্দর শিক্ষা সত্যই আগাগোড়া শান্তির শিক্ষা, তাহা মূর্তিমান অসভ্যতা ও বর্বরতা বলিয়া কুখ্যাত হইবে। জগদ্বাসী এই ধর্মের প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িবে। যে আফ্রিকা আহ্‌মদীয়তের হৃদয়গ্রাহী বার্তা শুনিয়া ইস্‌লামের দিকে দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া আসিতেছিল, থামিবে এবং উল্টা পায়ে ফিরিয়া যাইবে। আহ্‌মদীয়ত আমেরিকার যে সকল সহস্র সহস্র অধিবাসীকে ইসলামের অঙ্কে টানিয়া আনিয়াছিল, ইসলামকে তাহারা ভীষণ সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করিবে।

ইউরোপের যে সকল দেশে আহ্‌মদী মুবাল্লিগণ পাঁচ ওয়াক্ত 'তৌহীদের ধ্বনি' তুলিয়াছেন, ঐ সকল দেশের অধিবাসীগণ হঠাৎ 'ইসলামের' নামে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। কিন্তু ক্ষমতাসীন উলামার কার্যকলাপের জন্য এই সব কিছু হইতে থাকিলেও, তাহারা ইসলামের জয়-জয়াকার মুরতাদগণের কবরের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন। সুতরাং, তাহাদের জন্য মুসলমান 'বৃদ্ধি' হওয়ার পরিবর্তে 'হ্রাস' পাইতে থাকিলেও, কোটি কোটি মুসলমান 'ইরতেদাদ' ('ধর্মচ্যুত') হওয়ার অপরাধে বধ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের মতে ইসলামের বিজয়লাভ সম্ভবপর নহে।

এই তো এ যুগের ইসলামের উলামাদের মতে 'ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা' এবং 'ইসলাম বিজয়ী হওয়ার চিত্র'। এই চিত্রই কি ('নাউযু-বিল্লাহ্') আমাদের ধর্ম-গুরু ইসলাম প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের হৃদয়েও ছিল?

মৌলানা মওদূদীর পিছনে আরো বহু উলামা আছেন, যাহারা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন ঃ

"হাঁ, এই চিত্রই ছিল, এই চিত্রই ছিল।"

এই সম্ভাব্য উত্তরের প্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করিতে বাধ্য হই যে, কত দিন পর্যন্ত উম্মতের উলামা আমাদের পবিত্র রসূলের প্রতি (খোদাতা'লার অগণিত রহমত ও দরূদ তাঁহার এবং তাঁহার অনুবর্তিগণের প্রতি হউক) 'জুলুম ও কঠোরতা'—মূলক মতবাদ আরোপ করিতে

থাকিবেন। কত দিন পর্যন্ত, 'ইন্‌সাফের' নামে 'জুল্‌ম' এবং 'শান্তির' নামে 'অশান্তি'র শিক্ষা দেওয়া হইবে? কত দিন পর্যন্ত 'রহমতের' নামে অত্যাচার ও 'জোর-জবরদস্তি' এবং 'পবিত্রতার' নামে পর্দানশীন মহিলাগণকে 'বে-আবরু' করিবার 'দরস' দেওয়া চলিতে থাকিবে? কখন বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়গুলির প্রতি ভিত্তিহীন অপবাদ দেওয়া বন্ধ হইবে?

এই রাতগুলি কখন শেষ হইবে? সেই দিন কখন আসিবে, যখন খোদার 'আজমত' কায়েম করিবার জন্য রক্তপাতের হোলি খেলা বন্ধ হইবে?

আমি ভাবি, এই প্রকারে কি স্পেনের 'ইন্‌কুইজিশানের' ইতিহাসের পুনরাভিনয় চলিবে এবং মাদাম তুসুর 'বর্বরতার সিংহাসন' আবাদ হইতে থাকিবে? যখনি আমি এই কথাগুলি নিয়া চিন্তা করি, যুগপৎ তখনি কোরআন করীমের এই আয়াতের মধ্যে গিয়া আমার চিত্ত স্থির হইয়া পড়ে ঃ

والسماء ذات البروج ٥ واليوم الموعود ٥ وشاهد ومشهود ٥ قتل اصحاب الاخدود ٥ النار ذات الوقود ٥ (البروج)

"অর্থাৎ আমি কক্ষ-ধারী আকাশের এবং প্রতিশ্রুত দিনের ও সাক্ষ-দাতার এবং যাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তাঁহাদের শপথ করিতেছি যে, পরিখাগুলির কর্তাগণ ধ্বংস হইয়াছে। অর্থাৎ, পরিখাগুলির অগ্নি সংযোগকারীগণ, যাহারা পরিখাগুলিতে বহু ইন্ধন জ্বালাইয়াছিল।"

———

আমরা এই প্রেমে কি হারাইয়াছি এবং কি পাইয়াছি ?

১৯৫৩ সনের 'রক্ত-যুগ' গিয়াছে। কত অসহায় ব্যক্তির রক্ত আহমদীয়তে এক নূতন রঙ আনিয়া দিয়াছিল। উহার ধমনীতে ধমনীতে কুরবানীর তাজা পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। ভয়ানক শঙ্কিত অবস্থায় শিশু যেমন বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া মাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে যায়, আহমদীগণের অবস্থা তখন সেইরূপ ছিল। তাহারা 'রহ্‌মান ও রহিম' 'অযাচিত দাতা ও পরম করুণাময়' খোদার অঙ্কে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাঁহার দিকে দৌড়াইয়াছিল এবং তাঁহার হুজুরে করুণ ও সকাতর 'আজিযানা' দোয়ায় নিমগ্ন হইয়াছিল। অনেক দুর্বল ব্যক্তি, যাহারা ইতিপূর্বে নামাযে দুর্বলতা দেখাইত, শয্যা ছাড়িয়া গভীর রাত্রিতে উঠিয়া সেজদায় প্রণত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রক্তাশ্রুতে 'সেজদার স্থান' সিক্ত করিত। ফলে স্বর্গ হইতে তাহাদের জন্য স্বস্তি নামিয়া আসিল। খোদা তাহাদের হৃদয়ে অবতরণ করিলেন এবং সকল সময় তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

সুতরাং, তাহারা সকল শঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত হইল। তাহাদের হৃদয় হইতে সকল ভয় লোপ পাইল। তাহারা ঐ সব কিছুই পাইল, যাহা লাভ করিবার জন্য বনি আদমের সৃষ্টি। এমন কি, যে রিক্তহস্ত ব্যক্তির গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছিল ও তাহার আজীবনের সঞ্চিত মূলধন অপহৃত হইয়াছিল, সে 'ঈমান' ও 'ইরফানের' ধনে ধনী হইয়া সেই 'সওদা' নিয়ে প্রফুল্ল হইল। তাহারা জানিত যে, সামান্য কতিপয় পয়সার পরিবর্তে তাহারা এমন দৌলত লাভ করিয়াছে, যাহা 'কারূনের ধন-ভাণ্ডারেও' ছিল না। তাহারা জানিত যে খোদাতা'লার পথে দৈন্যগ্রস্ত হইয়া যে পরম ঐশ্বর্যলাভের সৌভাগ্য তাহাদের হইয়াছে, তাহা রোমান ও পারস্য সম্রাটের কোষাগারে ছিল না। তাহারা জানিত যে, খোদা-তা'লার পথে দৈন্য-গ্রস্ত হইয়াও যে অভাব মুক্তির আধ্যাত্মিক

মোকাম তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহা রোমান ও পারস্য সম্রাটগণের ভাগ্যে জুটে নাই।

তাহারা হৃষ্টচিত্তে এই পথে প্রাণদান করিল। তাহাদের বুকে ছোরা বিদ্ধ করা হইল। তাহাদিগকে আগুন দিয়া জ্বালান হইল। তাহাদিগকে মারপিট করা হইল। আরো কত প্রকার দৈহিক কষ্ট-যাতনা তাহাদিগকে দেওয়া হইল। কিন্তু তাহারা এই পথে তেমনিভাবে দৃঢ়চিত্ত রহিল যেমন অতীতে ঈমান ও একীন আপ্লুত হৃদয় ব্যক্তিগণ অবিচলিত থাকিতেন, যাহারা জানিতেন যে তাহারা সত্যের জন্য এসব সহ্য করিতেছেন। তাহারা উপলব্ধি করেন যে, তাহাদের হৃদয়ে মানব জাতির কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নাই। তাহাদের বাক্যও ইহারই সাক্ষ্য দেয়। তাহাদের কার্যও এই সাক্ষ্য দেয়। তাহাদের সমস্ত জীবন সহানুভূতি, স্নেহ, সৌজন্য, ধৈর্য ও আল্লাহর তাক্ওয়াতে ভূষিত হয়।

যদিও ইহা সত্য যে, কোন কোন দুর্বল ব্যক্তি এই পরীক্ষায় দুর্গম পথে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে পারে নাই এবং প্রেমের সবচেয়ে কঠিন মার্গগুলিতে কেহ এখানে, কেহ সেখানে রহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এইরূপ দুর্বলদের সংখ্যা অতি নগন্য ছিল। সম্ভবতঃ হাজার বা দশ হাজারের মধ্যে একজন। কিন্তু উহাদের পৃথক হওয়ার ক্ষতির পরিবর্তে জামাত অধিকতর শক্তিশালী হইল এবং অধিকতর বরকতের অগ্রদূত প্রমাণিত হইল। জামাতের 'সাওয়াদে-আযম' (মহাগরিষ্ঠাংশ) সর্বাবস্থায় শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের প্রতিজ্ঞায় কায়েম ছিলেন।

তাহারা প্রফুল্ল-চিত্ত এই পথে প্রাণদান করেন। অত্যন্ত ধৈর্য সহ সর্বপ্রকার অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করেন। তাহাদের মুখে কালী মাখাইয়া তাহাদিগকে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরান হইয়াছিল। তাহাদের উপর পঁচা দ্রব্য, আবর্জনা ও কর্দম ফেলা হইয়াছিল। জুতার হার তাহাদের গলায় পরানো হইয়াছিল। তাহাদিগকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত গালী দেওয়া হইয়াছিল এবং কুৎসিৎ মিথ্যা অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে আনা হইয়াছিল। তাহাদের নিজ মহল্লার পথে চলা ফেরা

কন্যাও তাহাদের জন্য দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের নিষ্পাপ শিশুদিগকে ভীষণ ধমক দেওয়া হইয়াছিল। উহারা জানিত না যে, কোন অপরাধে উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। উহারা প্রত্যহ স্কুল ও বাজার হইতে আহত হৃদয় ও অশ্রু-সিক্ত চোখ লইয়া বাড়ী ফিরিত। অদ্ভুত নামে তাহাদিগকে ডাকা হইত এবং অন্য ছেলেরা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে হাততালি দিত। "মীর্যায়ী কুকুর" ধ্বনি স্থানে স্থানে কথিত হইত। এই সকল কিছুই তাহাদের বুদ্ধির বহির্ভূত ছিল। তাই, তাহারা অবনত মস্তকে, কম্পিত হৃদয়ে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাগুলি তাড়াতাড়ি ফেলিতে ফেলিতে তাহাদের শান্তিপূর্ণ গৃহ প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইত। কিন্তু গৃহ প্রাঙ্গনের শান্তিও অনেক সময় গলি হইতে নিক্ষিপ্ত পাথরের শব্দে ঝন ঝন করিয়া উঠিত বা আবর্জনাপূর্ণ পুটুলী ও হত্যার ধমক পূর্ণ চিঠি-পত্রে পঙ্কিলময় হইত। আহ্‌মদী মাতা-পিতা এই সব কিছুই দেখেন এবং তাহাদের সন্তানদের ক্ষতগুলিও বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। কিন্তু তাহাদের দৃঢ়তায় কোনই পার্থক্য ঘটে নাই।

যাহা হউক, এই আশ্চর্য ব্যাপার কিরূপে ঘটিল? এই 'আজীমুশ্‌-শান' ধৈর্য-শক্তি তাহারা কোথা হইতে পাইলেন। সে কোন 'স্থীর একীন' ছিল যাহা বিপদের সময় তাহাদের 'দেলের সাহারা' হইল?

যদি তাহারাই 'মিথ্যাবাদী', 'ফিৎনাকারী' ও 'দাজ্জাল' হইতেন, 'আহ্‌মদীয়ত' একটা দোকানদারী হইত এবং সব কিছুর সেমসেলা ইংরাজের গোলামী ও পার্থিব লালসায় কায়েম করা হইয়াছিল, তবে এই পয়গামের জন্য পৃথিবীর সব লালসা তাহারা কিরূপে উপেক্ষা করিলেন এবং তাহাদের চোখের সামনে তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুন্ঠিত হওয়া কিরূপে দর্শন করিলেন?

নিজেদের প্রাণ ও সম্মানের উপর সকল বিপদ কিরূপে বরণ করিয়া লইলেন? কেমন করিয়া তাহারা সেই অবিচলিত সংকল্প ও ধৈর্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন, যাহা শুধু সত্য সাধু-সজ্জনের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়? প্রকৃতপক্ষে, উহাই কারণ ছিল, যাহা বর্ণণা করিতে

মাইয়া সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়ার প্রবর্তক হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ আলাইহেস্‌ সালাম বলেন :

قوم کے ظلم سے تنگ آکے میرے پیارے آج
شور محشر ترے کوچہ میں مچایا ہم نے
کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں
نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے
تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد
تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے

"জাতির অত্যাচারের যন্ত্রণা অসহনীয় হওয়ায় আজ,
হে প্রিয় আমার। তোমার দ্বারে হাশরের শোর তুলিলাম।
কাফের, মুলহিদ্‌ ও দাজ্জাল আমাদিগকে বলে।
ধর্মের বেদনায় আমরা কি কি নাম পাইয়াছি।
তোমার মুখেরই কসম, আমার প্রিয় আহমদ (সাঃ)।
তোমারই জন্য এই সব বোঝা আমরা বহন করিয়াছি।"

সেই ভীষণ বিপদের সময়েও আমাদের প্রাণ এই স্থীর বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল যে, অবশেষে একদিন প্রেম বিদ্বেষের উপর জয়লাভ করিবে। এই বিড়ম্বিত ভাগ্যের নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটিবে। এইসব রাষ্ট্র ভ্রাতা নিশ্চয়ই মানিবেন। হৃদয়ের আবেগ শেষে কাজ করিবে। সচ্চরিত্রতার আকর্ষণ তাহাদিগকে আমাদের বুকে টানিয়া আনিবে। আমাদের কানে আহমদীয়া জামাতের ঈমাম (খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী) আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা বেনাস্‌রিহিল্‌ আজিজের এই সান্ত্বনা-দায়ক পয়গাম গুঞ্জরিত হইত এবং আজিও গুঞ্জরণ করিতেছে :

دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو
یہ درد رہیگا بن کے دوا۔ تم صبر کرو وقت آنے دو
جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے
پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو دل جلتے ہیں جل جانے دو

تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے
بادل آفات و مصائب کے چھائے ہیں اگر تو چھانے دو

"জুলুমের বর্শা দ্বারা শত্রুকে তোমাদের বক্ষ ও হৃদয়
বিদীর্ণ করিতে দাও ॥

এই ব্যথা দোয়ায় পরিণত হইবে।
তোমরা সবুর কর; সময় আসিতে দাও ॥
স্বর্ণ আগুনে পুড়িয়া শুদ্ধ হইয়া বাহির হয়।
তবে গাফীর ভয় কর কেন? হৃদয় দগ্ধ হইলে দগ্ধ হইতে দাও ॥

তোমরা দেখিবে এইগুলি হইতে প্রেমের বারিপাত হইবে।
বিপদ-আপদের মেঘ যদি আচ্ছাদিত করে, করিতে দাও ॥

বিপদ-আপদের মেঘ আসিল এবং চলিয়া গেল। বিদ্যুৎ আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিল না। মেঘ প্রেম-বারি বর্ষণ করিয়া উধাও হইল। এই মেঘ ভবিষ্যতেও আসিতে থাকিবে এবং আকাশকে আচ্ছন্ন করিতে থাকিবে। কিন্তু সর্বদা আমরা ইহার বিদ্যুৎ স্ফুরণকে উপেক্ষা করিয়া প্রেমবারি বর্ষণের জন্য নিভিক চিত্তে উন্মুখ হইয়া থাকিব। সেই দিন দূরে নয়, অতি সন্নিকটে, যখন এরূপ প্রেমবারি বর্ষণ হইবে যে নব আঁধার দূর হইয়া যাইবে। তখন রহমতের আসমানী পানি দ্বারা জল-স্থল পূর্ণ হইবে। এই রহমতের পানির উপর খোদার আরশ আবার স্থাপিত হইবে।

সমাপ্ত

THE AHMADIYYA MOVEMENT

The Ahmadiyya Movement was founded in 1889 by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the expected world reformer and the Promised Messiah. The Movement is an embodiment of true and real Islam. It seeks to unite mankind with its Creator and to establish peace throughout the world. The present head of the Movement is Hazrat Mirza Tahir Ahmad. The Ahmadiyya Movement has its headquarters at Rabwah, Pakistan, and is actively engaged in missionary work at the following centres (UK direct dialling codes in brackets). Where postal addresses are given ignore location address in brakets appearing after name of city.

AHMADIYYA MUSLIM MISSIONS

AFRICA :

BENNIN P : O. Box 69, Portonova.

GAMBIA P. O. Box 383, Banjul. Tel : 608

GHANA P O. Box 2327. Accra (OSU New Estates). Tel : 76845

IVORY COAST Ahmadiyya Muslim Mission, 03 BP 416 Adjame-Abidjan 03.

KENYA P. O Box 40554, Nairobi (Fort Hall Road), Tel : 264226. Telex : c/o 22278

LIBERIA P. O. Box 618, Monrovia (9 Lynch Street)

MAURITIUS P. O. Box 6 (Rose Hill). Mauritius.

NIGERIA P. O. Box 418, Lagos (45 Idumagbo Avenue). Tel : 633 757

SIERRA LEONE P. O. Box 353, Freetown, Tel : 40699/22617

SOUTH AFRICA Mr. M. G. Ebrahim. P. O. Box 4195, Cape Town (Darut Tabligh-il-Islami)

TANZANIA P. O. Box 376, Dares Salaam (Libya Street) Tel : 21744

UGANDA P. O. Box 98. Kampala, Uganda.

ZAMBIA P. O. Box 32345, Lusaka

ASIA :

BANGLADESH 4, Baxi Bazar Road, Dhaka-11

BURMA 191-28th Street, Rangoon.

FIJI P. O. Box 3758. Samabula (82 Kings Road), Suva, Tel : 38221

INDIA Darul Masih, Qadian. Tel : 36

INDONESIA Jalan Balikoapan 1, No. 10, Djakarta Pusat 1/13. Tel : 36 5342

JAPAN Ahmadiyya Centre, 643-1, Aza Yamanoda, O-Aza Issha, Idaka-cho. Meito-Ku, Nagoya 465. Tel : 703-1868

ASIA

PAKISTAN (Headquarters) Rabwah. Disst. Jhang.

PHILIPPINES Haji M. Ebbah, Simunal, Bongao. Sulu.

SINGAPORE 111 Onan Rd, Singapore 15.

SRI LANKA Colombo M E.M. Hasan. 24 San Sebastin Street, Ratnum Road. Colombo 12.

AUSTRALIA :

Dr. Ijaz-ul-Haque. 19 Bram Borough Road Roseville 2069—N. S. W. Sydney

AMERICA :

CANADA 1306 Wilson Avenue. Downs-View, Ontario M3M 1HB. Tel : 416 249 3420

GUYANA Ahmadiyya Muslim Mission. 198 Oronoguq and Almond Streets P. O Box 736 Georgetown. Tel : 02-6734

SURINAM Ahmadiyya Muslim Mission, Ephraimszegenweg 26 P. O B. 2106 Paramaribo

TRINIDAD & TOBAGO Freeport Mission Road, Upper Carapichaima, Trinidad, W. 1.

U S A. 2141, Leroy Place N. W. Washington 8, D C, 2008. Tel : 202 23 2-3737 Cables : ISLAM

EUROPE :

BELGIUM Maulvi S. M. Khan. 76 Av, due Pantheon Bte 5 1080, Brussels.

DENMARK Eriksminde Alle 2, Hvidovre-Copenhagen. Tel : 753502

GERMANY Die Moschee, Babenhauser, Landstrasse 25, Frankfurt, Tel : 681485

HOLLAND De Moschee, Oostduirlaan. 79, Den Haag. Tel : (010-3170) 245902 Telex : 33574 Inter NLA30C

NORWAY Ahmadiyya Muslim Mission, Frognerveine 53. Oslo-2. Tel - 447189

SPAIN Mission Ahmadiyya Del Islam, Mezquita Basharat Pedro Abad near Cordoba, Tel 160750 Ext. 142

SWEDEN Nasir Moske Islams Ahmadiyya Forsamling. Tolvskillingsgatan 1. S-414 82 Goteborg, Sverige. Tel : 4'4044

SWITZERLAND Mahmud Moschee, 323. Forschstrasse 8008 Zurich. Tel : 535570. Telex : 58378 MPTCH Islam 374/XA

UNITED KINGDOM 16 Gressenhall Road London SW 18 5QL. Tel : 01-874 6298. Telex 28604 Ref : 1292

فاعلم أنه
لا إله إلا الله
محمد رسول الله